শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

পদ্মগন্ধা উপাখ্যান

নামক নবকাব্য।

সর্ব্বজন মনোরঞ্জনার্থে

শ্রীযুত বনমালী ঘোষাল কর্ত্তৃক

পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে বিরচিত হইয়া

শ্রীযুত রামকানাই দাসের

আদেশানুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা স্ট্রীটে ৯২ নং ভবনে এঙ্গো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান

যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭১ সাল।

বিজ্ঞাপন।

☞ এই গ্রন্থ আমি রচনা করিয়া শ্রীযুত রামকানাই দাস্‌কে বিতরণ করিলাম তাঁহার অনভিমতে অন্য কেহ মুদ্রাঙ্কিত করিলে মাফিক আইন আমলে আসিতে হইবেক ইতি।

শ্রীবনমালী ঘোষাল।

বিজ্ঞাপন।

☞ এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি গরাণ-হাটার শ্রীরামকানাই দাসের ৮৫ নং দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন মূল্য ৸৹ বারো আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

ব্রহ্মরূপে গণেশ বন্দনা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। প্রণমামি গণপতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, সর্ব্ব অগ্রে তোমার বন্দন। তুমি প্রভু নিরাকার, কখন হও সাকার, নিত্যময় নিত্য নিরাঞ্জন॥ ক্ষীরোদ অর্ণবপরে, অনন্ত শয়ন করে, ইচ্ছাময় ইচ্ছা প্রকাশিলে। পূর্ব্বে ধরে দশ মূর্ত্তি, করিলে অশেষ কীর্ত্তি, অবনির ভার ঘুচাইলে॥ সুরাসুর নাগ নরে, সর্ব্ব অগ্রে পূজা করে, পূর্ণ কর যার যে কামনা। বিঘ্ন বিনাসন কারি, অশেষ যন্ত্রণা হারি, কার সাধ্য করিতে বর্ণনা॥ তংহি ত্রিজগত গুরু, প্রভু বাঞ্চা কল্পতরু, বাঞ্ছা পুর্ণ কর দয়াময়। গুণাতীত গুণ তব, মূঢমতি কি বর্ণিব, বেদ কারকের সাধ্য নয়॥ সত্য রজ তম তিন, গুণেতে হয়ে প্রবীণ, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ আপনি। কে বুঝিবে তব মর্ম্ম, বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মময়ী তোমার জননী॥ মরি মরি হায় হায়, সিন্দূরে পূর্ণিত কায়, মহাযোগী যোগ শিরমণি। অবস্থিতি পদ্মোপরে, পদে পদ্ম শোভা করে, চিনিতে অশক্ত পদ্মজনি॥ পদ্মগন্ধা উপাখ্যণা, করিতে গ্রন্থ রচনা, দ্বিজ বনমালি আকাঙ্ক্ষিত। পয়ারাদি নানা ছন্দে, কেমনে রচি সানন্দে, তব দয়া না হলে কিঞ্চিৎ॥ ধরিবারে সুরাকরে, বাউনেতে বাঞ্ছা করে, সে মানস কিসে পূর্ণ হয়। সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি কর, বাঞ্ছা করি অনিবার জ্ঞান দান দেহ দয়াময়॥

ভূমিকা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। বদরিকাশ্রম বাসি, মুক্তিপথ অভিলাষী, মহামান্য মুনি তপোধন। সত্যবতী সুত সুত, সর্ব্ব গুণে গুণ যুত, তেজপুঞ্জ যেমন তপন॥ ব্রহ্মবিদ্যা আ-লোচনা, ব্রহ্মজ্ঞান উপাসনা, ব্রহ্মরূপ চিন্তা মনে মনে। যথায় তথায় জান, সর্ব্বত্রে শুনিতে পান, যুধিষ্ঠির আগমন বনে॥ হেরিবারে নৃপমুনি, গমন করেন মুনি, মুনি শিষ্য মুনি সঙ্গে সঙ্গে। হরি নামামৃত পান, মুখে হরিগুণ গান, হরি কথা কথার প্রসঙ্গে॥ অবিলম্বে মুনিগণে, উপনীত উপ-বনে, যে বনে, ধর্ম্মের বনবাস। হেরি রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তায় চিত্র অস্থির, আসন প্রদানেতে আশ্বাস॥ বনমধ্যে সিংহাসন, কোথায় মেলে তখন, কুশাসন আসন করিয়া। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে দান, রাখেন মুনির মান, মিষ্ট ভাবে কন বিস্তারিয়া॥ ব্যাস কন কি কুশল, রাজা কন,অকুশল, কি জিজ্ঞাস ওগো তপোধন। যত ছিল বৈভব, হরিয়ে লইল সব, পাস ক্রীড়া ছলে দুর্য্যোধন॥ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি, শকুনি সঞ্জয় বাদী, বিদুরের দূরে গেল স্নেহ। শত ধৃতরাষ্ট্র পুত্র, সকলে হইল শত্রু, মম পক্ষে নাহি আর কেহ॥ নাহি দিল পঞ্চগ্রাম, যদ্যপি করি সংগ্রাম, অবশ্য জিনিবে তারা রণে। অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য, সকলে করে সাহার্য্য, কে যুঝিবে তাহাদের সনে॥ হইলাম রাজ্য ভ্রষ্ট, কেমনে সহিব কষ্ট, দারা সহ ভাই পঞ্চজন। বিশেষত বৃকোদর, হয় যার বৃকোদর, অন্নাভাবে ত্যজিবে জীবন॥ বাগ যজ্ঞ যাগ দূরে, সেবিতে নারি দ্বিজে-রে, অতিত বৈমুখ হয়ে যাবে। মরি কি কপাল মন্দ, এত

ভূমিকা।

দিনে নিরানন্দ, বাচিয়ে কি সুখ আর তবে॥ সূত কন তদন্তর, শুন রাজা অতঃপর, এদিন না রবে চিরদিন। তুমি ধর্ম্ম পরায়ণ, ধর্ম্মপথে রাখ মন, তোমার সহায় ভক্তাধীন॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, এই যা দেখ সকল, সর্ব্বত্রে তাহার সম দৃষ্টি। তার সৃষ্টি সৃষ্টি ছাড়া, কহিতে অশক্ত বাড়া, সৃষ্টির করেন তিনি সৃষ্টি॥ ত্রিগুণে বেষ্টিত তিনি, একা তিনি হন তিনি, সগুণে নির্গুণ গুণাকর। অনন্তের আদ্য অন্ত, কে বুঝিবে সে তদন্ত, অনন্ত রূপেতে ক্ষিতিধর॥ কভু ক্ষীরোদ শয়নে, কখন বা গোচারণে, মহীতলে অসীমা মহিমা। জগতে নাহিক যার, কি দিব তুলনা তাঁর, তাহার তুলনা তার সীমা॥ এক ব্রহ্ম নিরাকার, যুগে যুগে অবতার, প্রকৃতি পুরুষ মতান্তরে। কহে দ্বিজ বনমালি, যিনি কৃষ্ণ তিনি কালী, সদা মন ভাবয়ে অন্তরে॥

হরিনাম মাহাত্ম্য।

পয়ার। কলুষ বিনাশকারি হরিনাম সার। শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হইল রাজার॥ বিনয় করিয়ে কন শুন তপোধন। কি কারণে দশমূর্ত্তি হন নারায়ণ॥ কেবা অনাদির আদি কেবা আদ্যাশক্তি। কোন মূর্ত্তি ধরে কারে করিলেন মুক্তি॥ অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ সদা সন্দ মনে। জ্ঞান দৃষ্টি বিনা দৃষ্টি করিব কেমনে॥ কৃপা করি কৃপাময় হইবে সদয়। নিস্তার হেতু বিস্তার কহ মহাশয়॥ কোন মতে ভ্রান্ত মন শান্ত নাহি মানে। কৃতার্থ করুন দাসে দিব্য জ্ঞান দানে॥ ভূপতির শুনে প্রশ্ন পরাশর সুত। জ্ঞান দানে জ্ঞানোদয় ভাবিয়ে অচ্যুত॥ পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়ে নরবরে। ফুটিল হৃদি-কমল হৃদি সরোবরে॥ হরি নামামৃত পানে রসিত রসনা। চরণ পঙ্কজে চিত্ত চকর মগনা॥ মুনি কন নৃপমণি তুমি পুণ্যবান। আপনি পাইলে মুক্তি মম পরিত্রাণ॥ হরিনাম মহামন্ত্র বলে যেবা শুনে। অনায়াসে মুক্ত হয় ভবের বন্ধনে॥ এক ব্রহ্ম নিরাকার সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। উপাসনা হেতু নানা রূপ জ্যোতির্ময়॥ পরার্থে পরম ব্রহ্ম পরাৎপর যিনি। পরোপকার তরে প্রকৃতি হন তিনি॥ তুমি হে পাণ্ডব অতি শান্তমতি ধীর। শুভাশুভ দেখ যত ইচ্ছায় হরির। শ্রুতি স্মৃতি মতি মন বাক্য অগোচর। যে জন সে জন হরি ভাব নিরান্তর॥ নিত্য নিত্যময়ে ভজ ত্যজহ কুসঙ্গ। জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর কলুষ ভুজঙ্গ॥ একি বিষ্ণু মহাবিষ্ণু মতান্তরে কালী। যাঁর গলে বনমালা সেই মুণ্ডমালী॥ মহাকাল পরে মহাকাল কাল জায়া। শরণে বিনাশে কাল কালালয়ে জায়া॥ পশুপতি সতী জতি অতি অনুপমা। যেই শিব সেই

রাম সেই শ্যাম শ্যামা॥ একাদশ মহাবিদ্যা দশ অবতার। কি রূপে বর্ণিব রূপ রূপ নাহি যাঁর॥ কিঞ্চিৎ বলিব তিনি বরান যেমন। তিনে এক একে তিন দুই কভু নন॥ ক্ষীরোদ অর্ণব নীরে অনন্ত শয়নে। অর্ণব নন্দিনী যাঁর সেবেন চরণে॥ সৃজন করিতে ক্ষিতি ইচ্ছা হয় তাঁর। ইচ্ছাময় ইচ্ছা প্রকাশেন বার বার॥ দুরাত্মা দানব মধুকৈটব নামেতে। সৃজন করি নিধন করেন অঙ্গেতে॥ দেহেতে উৎপত্তি তাঁর হইল মেদিনী। উৎপত্তি নিবৃত্তি তাতে ক্রমে ক্রমে প্রাণি॥ আত্মারূপি পরমাত্মা জানিবে নির্যাশ। জলে স্থলে কি অনলে না হয় বিনাশ॥ দুর্জ্জয় দানব যত জন্মিল ধরায়। আরাধিয়ে ধরাপতি না মানে ধরায়॥ দৈত্য ভয়ে দেবগণ হইয়ে কাতর। একত্রে মিলিয়ে স্তুতি করেন বিস্তর॥ দেবের করিতে কার্য্য ত্রিদেবের পতি। কহেন করুণা করি পাবে অব্যাহতি॥ জন্ম মৃত্যু হারি হরি হরিবারে ভার। ক্ষিতিমাঝে ক্ষিতিধর দশ অবতার॥ মীন রূপে প্রণয়ে করেন বেদোদ্ধার। ধরনী ধারণ হেতু কূর্ম্ম অবতার॥ সৃষ্টি রূপে সৃষ্টি হেতু মৃত্তিকা হনন। অনন্ত অনন্ত লীলা বুঝে কোনজন॥ হিরণ্যকশ্যপ নামে আছেন দানব। নরসিংহ রূপে বধ করেন কৈসব॥ বলি গর্ব্ব খর্ব্ব হেতু অদিতি নন্দন। মরি মরি কিবা খর্ব্ব অপূর্ব্ব বামন॥ পরে পুনঃ পরাৎপর শ্রীরাম অবতার। পদস্পর্শে পাষাণ মানবি হইল যাঁর॥ প্রস্তরে দুস্তর সিন্ধু করিয়ে বন্ধন। দেব দুঃখ বিনাশিতে বধেন রাবণ॥ রোহিণী নন্দন বলরাম নাম যাঁর। ত্রেতাযুগে রামানুজ শুন সারদ্ধার॥ নিক্ষেত্রি করিতে ক্ষিতি তিন শত বার। জমদগ্নি পুত্র ভৃগুরাম অবতার॥ হর্দ্দ বুদ্ধ অবতার অবতার শেষ। মরি২ কিবা রূপ ধারি হৃষিকেশ॥ সিন্ধুতীরে জগবন্ধু দীনবন্ধু হরি। কৃপাসিন্ধু বিন্দু দানে ভবসিন্ধু তরি॥ বর্ণা বর্ণ নাহি ভেদ এক বর্ণ ভাবে। সপচেতে দিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খাবে॥ তীর্থের প্রধান তীর্থ মহাতীর্থ

ক্ষেত্র। এক বার যে দেখে না দেখে জন্মক্ষেত্র॥ প্রথমে পাতকি স্পর্শ করিলে প্রসাদ। ভবার্ণবে ঘুচে তাঁর জনমের সাধ॥ কলিতে হবেন কল্কী খলক্ষয় কারি। তুরঙ্গ বাহনে ভগবান খড়্গ ধারি॥ আপনি আপন সৃষ্টি করেন বিনাশ। সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি তার সৃষ্টিতে প্রকাশ॥ শুন২ মহীপতি ব্যাসের বচন। দশ অবতার ছাড়া দেবকী নন্দন॥ কংশ ধ্বংশকারি হরি গোলকের পতি। স্বয়ং লক্ষ্মী অবতীর্ণা শ্রীরাধিকা সতী॥ পাপময় দুর্য্যোধন পাপ কর্ম্মে রত। তার পাপে হবে ধ্বংশ কুরুবংশ যত॥ একা ভীম হ'তে হবে অন্ধ পুত্র ক্ষয়। ত্রৈলক্য করিবে জয় একা ধনঞ্জয়॥ নর নারায়ণ পার্থ ইন্দ্রের কুমার। অজয় গাণ্ডিব জয় করে সাধ্য কার॥ কুলাল চক্রের ন্যায় চক্র ফেরে যার। হরি চক্রে হরিবেন সংসারের ভার॥ হরি ভক্ত যেজন সে জন ভাগ্যবান। পরিনামে হরিনামে হরিধামে স্থান॥ বিষয় বিষ ভোজনে মত্ত অনিবার। চরণ পঙ্কজে চিত্র না মজে আমার॥ দীন দ্বিজ বনমালি ভাবিযে ব্যাকুল। ভবের কাণ্ডারি বনমালি দেহিকুল॥

পদ্মগন্ধা উপাখ্যান

গ্রন্থারম্ভ।

ত্রিপদী : ব্যাসের বচন শুনি, হরষিত নৃপমুনি, জিজ্ঞাসা করেন বারম্বার। অমৃত সমান ভাষা, শ্রবণেতে বাড়ে আশা, হেন দশা হয়েছিল কার॥ বচন যত অশ্রুত, কন সত্যবতী সুত, বুঝাইতে ধর্ম্মের কুমারে। আদ্যপান্ত বিবরণ, ভূপতি কর শ্রবণ, তব তুল্য শ্রোতা কে সংসারে॥ পুরাতন ইতিহাস, পুরাণেতে অপ্রকাশ, প্রকাশে প্রকাশে জ্ঞানোদয়। গ্রহ-রূপী জনার্দ্দন, চক্রির চক্র কেমন, হরি চক্রে হরি হন ক্ষয়॥ গণেশের মুণ্ড নাই, মরি মরি কি বালাই, পড়িয়ে শনির কোপানলে। সীতাপতি বনবাসী, রতিপতি ভস্মরাশি, সর্ব্বনাশ ক্ষিতিপতি নলে॥ শ্রীবৎসের শ্রীভ্রষ্ট, হরিশ্চন্দ্রের কষ্ট, সংপ্রতি তোমার বনবাস। এমনি শনির দৃষ্টি, দৃষ্টিতে বিনাশে সৃষ্টি, দশানন সবংশে বিনাশ॥ শুন শুন নৃপমণি, তোমারে ঘেরেছে শনি, উপলক্ষ মাত্র দ্যূতক্রীড়া। শনিগ্রস্ত দুর্য্যোধন, ধন হরণে নিধন, মনে২ পাবে মনঃপীড়া॥ কালটা কালের কাল, তার সৃষ্টি কালাকাল, কালাকাল কাল সহ-কারে। যে সব সৃজিত তাঁর, কার সাধ্য চিনিবার, ভোগা ভোগ ভাগ্য অনুসারে॥ অতএব মহীপতি, হৃদে ভাব বিশ্বপতি, পশুপতি যা করেন সাধনা। না ভাবিলে কেশবে, ভবের ভার কে সবে, যে সবে সে সবে সবাসনা॥ আছয়ে ভাল অভ্যাস, কব কিছু ইতিহাস, পরিহাস না কর রাজন। শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত, ঘুচিবে মানস ক্ষিপ্ত, নিত্য ধনে লিপ্ত হবে মন॥ সুখ দুঃখ দুই পক্ষে, দেহ বৃক্ষে পায় রক্ষে, একের বিচ্ছেদে অন্য রয়। পরস্পরে

ক্কত্র।

অপ্রণয়, প্রণয়ে প্রণয় নয়, সখ্য ভাবে ঐক্য নাহি হয়॥ রাজা কন সে কেমন, কহ শুনি তপোধন, ইদানীন্ত হয়েছিল কার। কিসে বা হয় উৎপত্তি, কি রূপে পায় নিবৃত্তি, শুনিবারে বাসনা আমার॥ রাজার বচন শুনি, কন ব্যাস মহামুনি, শুন শুন শুন নরপতি। পূর্ব্বে বারাণস ধামে, ছিল ভীমসেন নামে, মহারাজা ধর্ম্মশীল অতি॥ বলি সম তুল্য দানে, মান্ধাতা সমান মানে, বুদ্ধে বৃহস্পতি লজ্জা পান। শ্রীরাম সমান রাজা, দুর্ব্বৃত্তেরে দেন সাজা, সত্যবাদি তোমার সমান॥ রূপে কামদেবে জিনে, গুণে জিনে গজাননে, ষড়ানন তুল্য বলবন্ত। দুষ্টের দমন কারি, শিষ্টে করে শিষ্টাচারি, দর্প হেরে কম্পিত কৃতান্ত॥ কতশত দণ্ডধরে, দণ্ডধর দণ্ড করে, দণ্ডে দণ্ডে হুকুমে হাজির। কাছারির সব গরম, দেখে ত্রাশ পায় যম, ভৃত্যবর্গ ভয়েতে অস্থির॥ চতুর্দ্দিগে গড়হানা, তদমধ্যে বালাখানা, যেন বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, কে দেখেছে কোনকালে, ছিল পুরী সে পুরী সমান॥ চারিদিগে দেবালয়, মধ্যস্থলে নৃপালয়, অন্নপুর্ণা সাক্ষাত সম্মুখে। সদা অন্নদার বরে, অন্ন দান অকাতরে, দীনের দিন যায়, অতি সুখে॥ হয় হস্তি রথী রথ, পদাতি বা ছিল কত, অচলা চঞ্চলা রাজ ঘরে। দ্বারে২ রজপুত, সাক্ষাৎ শমন দূত, মোগল পাঠান আদি করে॥ মালসাট লম্ফ ঝম্প, দম্ফে হয় ভুমিকম্প, হুহুঙ্কারে লাগে কর্ণে তালি। তীরন্দাজ ওলন্দাজ, আর কত গোলন্দাজ, রায়বাঁশ খেলে কত ঢালি॥ সবে মাত্র এক নারী, উপমা চন্দ্রমাহারি, ভ্রান্তে ভব ভাবেন অভয়া। ইন্দ্রানী বলেন ইন্দ্র, রোহিণী বলেন চন্দ্র, উপেন্দ্র ভাবেন নিজ জায়া॥ রতিপতি বলে রতি, লজ্জা পায় রম্ভাবতী, তিলত্তমা না হয় উপমা। জগতে নাহিক যার, কি দিব তুলনা তার, তার রূপ হয় তার সমা॥ সুশীলা সুশীলা শেষ, যারে তুষ্ট হৃষিকেশ, বরদা নিন্দিত গুণ শুনে। পতিপ্রাণা পঙ্কজাক্ষি, বিশ্বকর্ম্মে বিশালাক্ষি,

পতি বাধ্য পতিব্রতা গুণে॥ ভাগ্য ফলে ভার্য্যা পায়, নারী সুখে সুখী রায়, পরস্পরে প্রণয় প্রণয়। এক মাত্র দুঃখ মনে, বিনা পুত্র দরশনে, ভাগ্য দোষে তনয়া না হয়॥ যাগ যজ্ঞ হোম ব্রত, হরিবংশ অবিরত, বিধিমত ঔষধি সেবন। প্রতি দিন অর্থ ব্যয়, উপকার নাহি তায়, মন দুঃখে চিন্তিত রাজন॥ ক্রমে কালাতীত প্রায়, ভূপতি ভাবেন তায়, ছার রাজ্য তেজ্য করিবারে। বিনা সন্তান সন্ততি, সদা ভাবে সতীপতি, বিশ্বেশ্বরে পূজে অনিবারে॥ তারা তারার কন্যা পুত্র, মানব দেহের সুত্র, শাপগ্রস্থ হয়ে হয়ে ছিল। দ্বিজ বনমালি বলে, পুনর্ব্বার যাবে চলে, কিছু দিন লীলা প্রকাশিল॥

পুত্রার্থে ভূপতির খেদ।

পয়ার। হা পুত্র যে৷ পুত্র আমি পুত্র কোথা পাব। পুত্রের কামনা করি অরণ্যেতে যাব॥ পুত্র না হইলে মোর কে ভুগিবে ধন। বিনা পুত্রে কে করিবে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥ অপুত্র জনার ভিক্ষা না লয় ভিক্ষারী। পুত্র না থাকিলে কেবা অগ্নি অধিকারী॥ শুনেছি কিবল দানে হরয়ে দুর্গতি। পুত্র না হইলে হয় নরকে বসতি॥ বিনা পুত্রে গৃহস্থের গৃহ অন্ধকার। পুত্র বিনা জগতে কে আছে আপনার॥ অতএব রাজ্য ধনে নাহি প্রয়োজন। যায় যাবে অনিত্য দেহ প্রবে-শিব বন॥ সাধন করি সবাসনা জীবন ত্যজিব। অসার সংসার সার আর না ভাবিব॥ রমণীর প্রতি প্রতী আছিল রাজার। তথাপি নাহিক চান সম্মতি তাঁহার। সুশিলা রুসিলা শুনে অশ্রুত বচন। অবাক হইয়ে রয় বিষণ্ণ বদন॥ ভাবে সতী গুণবতী পতি যদি যান। চাতকিনী প্রায় হয়ে কিসে বাঁচে প্রাণ॥ প্রবল হইলে পর বিচ্ছেদ অনল। নির্ব্বাণ করিতে হবে দিয়ে নেত্রজল॥ সতীর কিবল গতি পতি ভিন্ন নাই। সংপ্রতি করিলে লজ্জা পরে দুঃখ পাই॥

ইতস্তত ভাবি মনে যুক্তি কৈল স্থির। যা হোগ সাধিব ধরে চরণে পতির॥ নিষেধ করিলে যদি নিষেধ না মানে। ত্যজিব অনিত্য দেহ অন্নদার স্থানে॥ দেবের দুর্লভ স্থান নাম যাঁর কাশী। এ স্থান ছাড়িয়ে কেন হব বনবাসি॥ ভার্গে যার থাকে সুখ পুত্র সে হইবে। নতুবা কাহার সাধ্য এখানে আসিবে॥ কান্দিতে কান্দিতে রাণী নিষেধ করিল। সতীর কথায় তাব মতি না ফিরিল॥ বিনয় করিয়ে কর ধরিয়ে চরণ। ছাড়িতে নারিব কভু থাকিতে জীবন॥ একান্ত যদ্যপি কান্ত কান্তাবে ত্যজিবে। অধিনী দুঃখিনী দাসী সঙ্গেতে যাইবে॥ রাজা কন ও কথা কহনা প্রাণে আব। নারি সহ অরণ্যেতে যাব কি প্রকার॥ জগত চিন্তামণি রাম রমণী কারণ। অরণ্যাতে জান বনে হরে দশানন॥ নলেনী লইয়ে নল গিয়াছিল বনে। "কতই সহিল কষ্ট তাহার কারণে॥ সে দশা কি তুমি মোর ঘটাইতে চাও। পুনঃ২ বল যদি মোর মাথা খাও॥ রাণী কন প্রভু তবে ভেবে দেখ মনে। যেবার হইল যুদ্ধ শতস্কন্ধ সনে॥ অসীতা হইয়ে সীতা অশী করে করে। জান আদ্যাশক্তি সাদ্ধ্যা প্রভু কাযান্তরে॥ সাবিত্রী হইতে রক্ষা পান সত্যবান। রমণীর পরে পতি হন ভাগ্যবান॥ বনমালি বলে রাণী যা কহিলে স্থির। ভাল মন্দ যত দেখ ইচ্ছায় হরির॥

অন্নদা নিকটে রাণীর হত্যা ও বর প্রাপ্ত।

পয়ার। একান্ত যদ্যপি কান্ত শান্ত না হইল। ঘটিবে বিচ্ছেদ জ্বালা অন্তরে ভাবিল॥ মনেং সুমন্ত্রণা করে সুলোচনা। যন্ত্রণা হারিণী বিনে কে হরে যন্ত্রণা॥ মৃত্যুঞ্জয়ী স্থান এই নাম যার কাশী। এ স্থান ছাড়িয়া কেন হব বনবাসী॥ হত্যা দিয়ে হব হর্ত্তা অন্নদার কাছে। দেখিব মায়ের মায়া আছে কিনা আছে॥ পাইব সন্তান কিম্বা জিনিব শমনে। রহিল

প্রতিজ্ঞা এই মম মনে২॥ পতি অনুমতি সতী লইয়ে ত্বরিতে। পূজে দেবী অন্নপূর্ণা পড়িল মহীতে॥ ধরাপতি সতী ধরা তলেতে শয়ন। অন্ন বিনে শুখাইল অম্বুজ বদন॥ অন্নদা সম্মুখে অন্ন ভাবে ছন্নমতি। এক চিত্তে ত্রিগুণায় ভাবে গুণ-বতী॥ এই রূপে দীনমণি স্বস্থানেতে যান। নিকটে যামিনী কাল কামিনী ভয়ান॥ দেখহ মায়ার মায়া একি চমৎকার। গিরি কন্যা অন্নপূর্ণা বালিকা আকার॥ কিবা অপরূপ রূপ বিদ্যুত বরণী। রাণীর ক্রোড়েতে আসি বসেন আপনি॥ জিজ্ঞাসা করেন মাতা হেথা কি কারণ। কাতরা হয়েছ কেন বিষণ্ণ-বদন॥ আমি গো তোমার কন্যা মান্যা মহীতলে। জন্মিব তোমার গর্ভে পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥ অনোসনে রাজপত্নী ছিল অচেতন। চৈতন্য রূপিনী হেরে পাইল চেতন॥ নিদ্রা-বসে হেরে নিদ্রা রূপিনী নয়নে। ক্রোড়েতে বসানি লয়ে ধরিয়ে চরণে॥ হেম বরণী রাণী হেমাঙ্গিনী কোলে। যতনে ধরিয়ে মুখ মুছায় অঞ্চলে॥ জিজ্ঞাসা করেন রাণী কে তুমি আপনি। কেমনে আইলে হেথা থাকিতে রজনী॥ এমনি মায়ের মায়া দেখ চমৎকার। জগত জননী জ্ঞান না হয় তা-হার॥ মানব নন্দিনী বলে মনেতে জানিল। দেবী দরশনে বুঝি কে হেথা আইল॥ এমন রূপসী কন্যা আর দেখি নাই। জনম সফল হয় যদি এরে পাই॥ চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে পলকে লুকায়। স্বপ্ন ভঙ্গে পুনর্ব্বার দেখিতে না পায়॥ তুষিলা তুষিলা মাতা কন্যাভাবে বসি। সফল হইল কার্য্য জানিল রূপসী॥ দেবীর নির্মাল্য পুষ্প মস্তকে ধরিয়ে। উপনীত হন রাণী গৃহেতে আসিয়ে॥ পতিরে কহেন বার্ত্তা শুভ সমাচার। যে রূপেতে পিতাদেশ হইল দুর্গার॥ মনে মনে মহা তুষ্ট হইয়ে ভূপতি। পূজিবারে অন্নপূর্ণা দেন অনুমতি॥ এইরূপে সেই নিশি প্রভাত হইল। দেবী পূজিবারে রাণী আপনি চলিল॥ দুর্গা নাম চণ্ডীপাঠ বিবিধ বন্দন। যাগ যজ্ঞ অগ্নিকার্য্য ব্রাহ্মণ

ভোজন॥ সম্পান্ন করিল রাণী অতি যত্ন করে। সর্ব্ব শেষে খান জল পূজে বিশ্বেশ্বরে॥ দীন দ্বিজ বনমালি ভাবি অন্নদায়। বিরচিল এই গ্রন্থ মায়ের কৃপায়॥

ঔষধি প্রদানার্থে বিশ্বেশ্বরের গমন।

পয়ার। পর দিন প্রত্যুষ সময়ে মৃত্যুঞ্জয়। দেবীর আদেশে যান নৃপতি আলয়॥ পরিধান বাগাম্বর দিগাম্বর কায়। অঙ্গে শোভে চিতাভস্ম রুদ্রাক্ষ গলায়॥ তরঙ্গ বাহিনী গঙ্গা জটার ভিতর। হরিনামামৃত পানে মর্ত্ত নিরন্তর॥ তৃতীয় নয়ন জেন জ্বলে হুতাশন। তেজস্বী যেমন আস্থ প্রচণ্ড তপন॥ রবির কিরণ ঢাকে রবির কিরণে। ভানু বুঝি উত্তাপেতে লুকান গগণে॥ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গাইতে গাইতে। উপনীত হন যোগী রাজার বাটীতে॥ হেরিয়ে ভূপতি অতি আনন্দিত মন। আস্তে বেস্তে বসিবারে দেন সিংহাসন॥ গললগ্নীকৃত বাসে দাণ্ডাবে সমুখে। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া পূজা করে পঞ্চমুখে॥ বিবিধ বন্ধনে ভুপ তুষ্ট জন্মাইল। ভুপতিরে কাশীপতি জিজ্ঞাসা করিল॥ কহ রাজা শুভ বার্ত্তা করিব শ্রবণ। ভালতো আছয়ে তব নন্দিনী নন্দন॥ রাজা কন মহাপ্রভু দর্শনে আনন্দ। ঐ দুঃখে পোড়ে মন আরি ভাগ্য মন্দ॥ যাগ যজ্ঞ হরিবংশ করিলাম কত। সকল না হয় কার্য্য ভাগ্য দোষে হত॥ সেই হেতু সদা চিন্তা করি মনে মনে। চিন্তা করি চিন্তামণি ত্যজিব জীবনে॥ রমণী হইয়ে কাল বাড়ায় জঞ্জাল। ছাড়িতে না পারি অর্থ ব্যর্থ মোহজাল॥ এ সমস্ত অর্থ মম অনর্থের মুল। কালের প্রভাকরে সদা শুনে ভুল॥ যোগেশ কহেন রাজা ভাবনা কি তায়। এসেছি যখন করে যাইব উপায়॥ আছে মহা মহৌষধি কত মম ঠাই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা খাওয়াইতে চাই॥ জিজ্ঞাসা করিয়া এসো মহীষির স্থানে। খাইতে বাসনা থাকে আসুন এখানে॥ তেজস্বী

সন্ন্যাসী হেরে ভক্তির উদয়। অন্তঃপুরে জান রাজা সহ মৃত্যুঞ্জয়॥ রমণী নিকটে কন সব বিবরণ। শ্রুতমাত্র মহিষীর আনন্দিত মন॥ রত্ন সিংহাসন পরে বসাইয়ে ঋষি। অঞ্চলে মুছান পদ সহস্তে রূপসী॥ পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে করে চরণ বন্দন। গললগ্নীকৃত বাসে সম্মুখেতে রন॥ রাণীর দেখিয়ে ভক্তি ভকত বৎসল। কহিলেন মনবাঞ্ছা হইবে সফল॥ আছিল দেবী নির্ম্মাল্য মহেশের ঠাঁই। রাজ্ঞীর হস্তেতে প্রভু অর্পিলেন তাই॥ বাটিয়ে খাইতে তাহা কন গঙ্গাজলে। যতন করিয়ে রাণী বান্ধিল অঞ্চলে॥ মহা ব্যস্ত মহাদেব দাণ্ডান উঠিয়া। মহারাজা মহারাণী ধরে পদ গিয়া॥ সবিনয়ে যোড় করে পতি পত্নী কয়। অবস্থিতি করিতে হেথায় আজ্ঞা হয়॥ কৃতার্থ করুণ দাস দাসী দুই জনে। সেবিব বাসনা অদ্য ও রাঙ্গা চরণে॥ হাসিয়ে কহেন শিব শুন মহারাজ। বৃথা কার্য্যে নাহি কভু করি কালব্যাজ॥ অনিত্য সুখেরে আমি করিয়ে বর্জ্জন। পরম পদার্থ চিন্তা করি সর্ব্বক্ষণ॥ একান্ত যদ্যপি পূজা দিতে মনে লয়। বিশ্বেশ্বরে পূজিলে আমার তৃপ্ত হয়॥ এই উপদেশ করে চলিলেন ঋষি। শত স্বর্ণ মুদ্রা ডালি ধরেন মহিষী॥ বিনয় করিয়ে কন শুন দয়াময়। পূজার কারণে অর্থ প্রয়োজন হয়॥ হাসিয়ে কহেন যোগী শুন মহারাণী। অন্নদা থাকিতে কষ্ট কিছুই না জানি॥ কেদার কামরূপ আদি করিয়ে ভ্রমণ। সংপ্রতি পেতেছি বারাণসেতে আসন॥ মুহূর্ত্তেক ছাড়া আমি নহি কাশীধাম। ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মম গঙ্গাধর নাম॥ যত দিন পর্য্যন্ত এস্থানে রহিব। অন্নদা কৃপায় অন্ন অনাশে পাইব॥ বুঝিয়ে বাক্যের ছলে ভূপতি তখন। এক দৃষ্টে সন্ন্যাসীরে করে নিরীক্ষণ॥ দ্বিজ বনমালী কয় সে নয় সন্ন্যাসী। ত্রিশূলে ধরিয়ে যিনি রেখেছেন কাশী॥

রাণীর গর্ভ প্রকাশ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। দৈবযোগে যোগাযোগ, শুভযোগে শুভ যোগ, রজযোগ সে দিনে প্রকাশ। গত ত্রয় নিশিযোগে, সতী পতি সহযোগে, যোগ সিদ্ধ সদ্য পুণ্য আশ॥ বহু কষ্টে অন্নপূর্ণা, হইলেন সুপ্রশন্না, গর্ব্ভে কন্যা বিদ্যুৎ বরণী। পূজা করে বরদারে, পান বরদার বরে, ধন্য পুণ্যবতী সে রমণী॥ ক্রমে দৃশ্য অঙ্গে শির, পয়োধরে ধরে ক্ষীর, নির উঠে সদাই বমনে। পাতিয়ে ভূমে অঞ্চল, যান নিদ্রা ধরাতল, উঠে হাই সদাই বদনে॥ সদা পোড়া মাটি ছাই, খেতে বই ইচ্ছা নাই, অধিকান্ত অম্বলে প্রয়াস। ক্ষীণ মাঝা দিন পেয়ে, স্থূলাকার দেখে চেয়ে, ভূপতির আনন্দ প্রকাশ॥ ক্রমে ক্রমে কানাকানি, পরস্পরে জানাজানি, শুভ বার্ত্তা হইল বিদিত। অবিলম্বে রাজ্যময়, প্রজা বর্গে ব্যক্ত হয়, দীন দ্বিজ বর্গে আনন্দিত॥ পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত, দেয়নে হন আবৃত, বিধিমত করে আয়োজন। ব্যাভার অনুসারে ভাজা, সাত মাসে দেন রাজা, নিমন্ত্রীয়ে কুলকন্যাগণ॥ আছিল বিষম সাধ, নয় মাসে দেন সাধ, সাধ পূর্ণ করে সভাকার। দিবা২ আয়োজনে, নিযুক্ত করে ব্রাহ্মণে, নিত্য পূজে দেবী অন্নদার॥ দাসীগণ হাসি২, সকলে কহেন আসি, নিশ্চিন্ত মা আছ গো কেমনে। পরে কাঁচা পট্ট সাড়ি, বেড়াইব বাড়ি২, দেখাইব স্বর্ণ আভরণে॥ কিঙ্করেরা সদা কয়, ভাগ্যে পেয়েছি সময়, লব বালা নববালা হলে। কহে যত আমলারা, এবার পাব আমরা, যোড়া২ সাল গঙ্গাজলে॥ ধাত্রী কন রাজ মাতা, যদি দিম দেন ধাতা, পরিব এবার সাঁকা সোণা। এই রূপ পরস্পরে, সকলেতে আশা করে, পাইবারে যার যে বাসনা॥ বাস চৌকি থল্যাথালি, দীন দ্বিজ বনমালী, ভাগ্য দোষে না ছিল তথায়। সেই হেতু অন্নপূর্ণা, না হলেন সুপ্রশন্না, বাল্যকালাবধি কষ্ট পায়॥

রাণীর বালার্ক তুল্য বালিকা প্রসব হওন।

পয়ার। দশ মাস দশদিন পূর্ণিত হইল। আসিয়ে কষ্ট বেদনা পষ্ট দেখা দিল॥ ভূপতি ভাবিত অতি বিষাদিত মন। কেমনে হইবে শীঘ্র দু ঠাঁই দুজন॥ হিতকারি পুরহিত দুর্গা নাম করে। বিপত্তে মধুসূদন আত্মবর্গ সঙরে॥ গুরু গুরুজন যত বুঝান রাজায়। ভয় নাই ভয় নাই ঈশ্বর ইচ্ছায়॥ প্রতিবাসী কুলকন্যা নিজ দাসীগণ। বাজাতে বাজন শঙ্খ করেতে ধারণ॥ দ্বারে দ্বারপাল যত ছাড়ি নিজ কাম। কেহ ডাকে রাধাকৃষ্ণ কেহ সীতারাম॥ হস্তেতে কোরাণ ভৃত্য যতেক যবন। পীরের উদ্দীশে সির্ণি মানে কত জন॥ রায়-বাঁশ তলয়ার লয়ে যত ঢালি। উচ্চৈস্বরে সঙরে সবে জয় কালী জয় কালী॥ চাকর নফর যত আকাঙ্ক্ষিত তারা। একান্ত চিত্রেতে সবে ডাকে তারা তারা॥ তুরি ভেরি জগঝম্প দামামা দগড়া। বাদ্যকর লয়ে বাদ্য ফটকেতে খাড়া॥ ঘড়িয়াল ঘড়ি লয়ে নিকটে হাজির। খড়ি পাতি গণৎকার করে লগ্ন স্থির॥ করিয়ে সুবেশ শয্যা হয়ে মাতিয়ালা। মিলায় সুযন্ত্র যন্ত্রী নহবদওয়ালা॥ সূতিকা আগার দ্বারে ধাত্রী কত জন। রাণীরে সকলে কয় প্রবোধ বচন॥ গৃহিণী গর্ব্বিনী যারা দেখান সা-হস। একান্ত অন্তরে রাণী ভাবে আশুতোষ॥ স্বপনে দেবী মন্দিরে হেরি যে কন্যায়। সেই কন্যা পাই যেন মায়ের কৃ-পায়॥ বাঞ্ছা প্রদায়িনী বাঞ্ছা পুরাণ তখনি। প্রসব হইল কন্যা বিদ্যুত বরণী॥ ভূমিষ্ট হইবা মাত্র হেন জ্ঞান হয়। সঘোরা যামিনী ছিল পূর্ণিমা উদয়॥ কর পদে শোভে পদ্ম পদ্মগন্ধ গায়। পদ্মগন্ধা নাম কন্যা সেই হেতু পায়॥ মুখ-পদ্ম হেরে পদ্ম জলে থেকে জ্বলে। সুবর্ণ সুবর্ণ হেরে প্রবেশে অনলে॥ নয়ন হেরে খঞ্জন বনেতে লুকায়। গৃধিনীর গর্ব্ব চূর্ণ

হেরে শুক্তোদয়। এক দৃষ্টে সকলে করিয়ে নিরীক্ষণ। পরস্পারে বলে কন্যা মানবিনী নন॥ প্রসব কষ্টেতে রাণী অচৈতন্যা ছিল। হেরিয়ে কন্যার রূপ চৈতন্য হইল॥ ভূপতি প্রভৃতি যত স্বজন বান্ধব। নিকটে আসিয়া রূপ দেখে অসম্ভব॥ মহামায়া মায়ায় মোহিত মহীপতি। নিশ্চয় জানিল কন্যা হবে ভগবতী॥ ভাগ্যফলে পাইলাম দেবীর কৃপায়। অদৃষ্টের ফলাফল খণ্ডন না যায়॥ ভাণ্ডারে রাখিব ধন আর কার তরে। সন্তুষ্ট করিয়া দিব যে যা আশা করে॥ বহু মুদ্রা পট্টবস্ত্র স্বর্ণ আভরণ॥ ধাত্রীর সন্তোষ হেতু দিলেন রাজন॥ স্বর্ণ অলঙ্কারে ধাত্রী ভূষিতা হইয়া। পথে২ যায় চলে হাত নাড়া দিয়া॥ যাহার যেমন আশা আশামাত্র পান। কন্যা আগমনে সবে হয় ভাগ্যবান॥ কিঙ্করী কিঙ্কর যারা রাজ পরিবারে। পরস্পারে অদন্য হইল একেবারে॥ গুরু পুরোহিত আদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ধন্য২ করেন পাইয়ে যথোচিত॥ ভূপতির দেখে দান হয় জ্ঞান হত। দারিদ্র দ্বিজেরে ধন বিলাইল কত॥ একেবারে সকলে হইল ভাগ্যবান। বারাণসে না থাকিল ভিক্ষুকের স্থান॥ সে দিন হলেন রাজা কল্পতরু প্রায়। যে যাহা মাগয়ে দান চাবা মাত্র পায়॥ অদন্য হইয়ে দন্য ধন্য২ রবে। পরস্পারে আশীর্ব্বাদ করে যায় সবে॥ ভাগ্যহীন বনমালী না ছিল তথায়। সেই হেতু এত দুঃখ এত দিনে পায়॥ ছয় ঠকে আমারে ঠকায় বারম্বার। দুর্গতি নাসিনী দুর্গে তার এইবার॥

জাতকর্ম্ম ও রাজকন্যার বর অন্বেষণ।

পয়ার। ভাগ্যফলে কন্যারত্ন দিয়াছেন বিধি। জনকের জপোমালা জননীর নিধি॥ প্রথমত প্রতিবাসী করে নিমন্ত্রণ। ঘটা করে আটকৌড়ে করেন রাজন॥ সূতিকা ষষ্ঠী পূজায় অসম্ভব ব্যয়। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলী লন তায়॥ অন্নপ্রাশন

কথা কহিতে বিস্তার। হয় নাই হবে নাই তেমন ব্যাপার॥ গুরু পুরোহিত আসি করিয়ে গণনা। দেখিলেন রাজকন্যা সর্ব্ব সুলক্ষণা॥ ভূপতি কহেন নাম কি হবে কন্যার। শাস্ত্র অনুসারে সবে করুন বিচার॥ ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপা পঙ্কজ নয়না। কর পদে পদ্ম চিহ্ন দেখি সর্ব্বজনা॥ বিশেষে পদ্মের ঘ্রাণ গাত্রেতে কন্যার। ব্যবস্থা হইল নাম পদ্মগন্ধা তাঁর॥ চন্দ্রমুখী রাশি নাম অন্নারম্ভকালে। দ্বিজগণ রাখিবারে কন মহীপালে॥ দিন দিন বাড়ে বালা চন্দ্রকলা প্রায়। চন্দ্রমুখী হেরে চন্দ্র কলঙ্কিনী দায়॥ গগণচন্দ্রে কিবল বিনাশে তিমির। চন্দ্রমুখী করে আলো অন্তর বাহির॥ অহর্নিশি সতী পতি রাখে বক্ষস্থলে। কথায় কথায় দোঁহে ডাকেন মা বলে॥ পিতা মাতা বুলি কন্যা শিখিল যখন। শ্রবণে সন্তুষ্ট রাজ রাণী দুইজন॥ পলকে ছাড়িতে নারে অন্তরে অন্তরে। গিরিজা কুমারী যেন গিরিরাজ ঘরে॥ কন্যারে অধিক স্নেহ বাড়িল রাজার। রাজ্ঞীর যেমন গলে গজমতি হার॥ মণি মুক্তা প্রবালাদি রজত কাঞ্চন। যতনে পরান সাজে যেখানে যেমন॥ স্বর্ণগাত্রে মিশাইল স্বর্ণ অলঙ্কার। গলদেশে শোভে হীরাযুক্ত মুক্ত হার॥ স্ত্রী জাতির বৃদ্ধি বৃক্ষ কদলি যেমন। দেখিতে দেখিতে কন্যা যুবতী লক্ষণ॥ ঠেকিলেন মহীপতি বিবাহের দায়। বর অন্বেষণে লোক চৌদিগে বেড়ায়॥ ধনে মানে কুলে শীলে রূপে গুণে শেষ। খুঁজিবারে বরপাত্র ভূপতি আদেশ॥ অঙ্গ বঙ্গ সৌরাষ্ট্র দ্রাবিড় আদি যত। আজ্ঞা মাত্র কুলাচার্য্য যায় কত শত। যেমন রূপসী কন্যা উপযুক্ত বর। ত্রৈলোক্য খুজিয়ে মেলা বিষম দুষ্কর॥ যদ্যপি কেচিৎ মেলে দুই এক জন। সর্ব্বমতে নহে তুল্য সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ কি করিবে ধনে মানে কুলে শীলে তার। ভদ্রের সন্তান হয়ে বিদ্যা নাহি যার॥ কোন মতে না মিলিল বাঞ্ছিত যেমন। ঘটক মুখেতে শুনি চিন্তিত রাজন॥ তদন্তরে মহীপতি ভাবেন উপায়। অভাশত

গণে আসি কত্তই বুঝায়॥ জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির এ আর কেমন। কিহেতু না মেলে পাত্র কন্যার কারণ॥ পরেতে কিরূপে বিভা হইল কন্যার। কহ কহ মহামুনি করিয়া বিস্তার॥ দ্বিজ বনমালী কয় কোথা পাবে বর। যে হবে সে সতীপতি যোগে নিরান্তর॥

মুনিবর বরের বৃত্তান্ত।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। ব্যাস কন তদন্তর, শুন রাজা অতঃপর, বরের সমস্ত বিবরণ। বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা অন্যথা কে করে তাহা, ছলে বলে কৌশলে মিলন॥ অধিক খুজিতে গেলে, কদাচিত ভাল মেলে, নতুবা কষ্টের চিহ্ন তায়। প্রথমে যাহার সুখ, পশ্চাতে তাহার দুখ, চিরদিন সমান না যায়॥ হৈমক নামে কানন, অতি উপাদয় বন, জ্ঞান হয় স্বর্গের সমান। চৌদিগেতে তরুবর, সুশোভিত মনোহর, নানা জাতি বিহঙ্গের স্থান॥ গঙ্গার পশ্চিম ধার, বাস যজ্ঞ দেবতার, মানবের প্রার্থনীয় হয়। যোগী ঋষি ব্রহ্মচারি, বাণপ্রস্ত ভেকধারি, সন্ন্যাসী মহন্ত কত রয়॥ ব্রহ্মবংশ চূড়ামণি, ভার্গব নামেতে মুনি, ভাগ্যফলে ভৃগুর নন্দন। তথায় আশ্রম তাঁর, সদা করে যোগাচার, সমাধি সাধনে সদা রন॥ এক দিন সে আশ্রমে, গঙ্গা স্নান ছলক্রমে, এলেন দুর্ব্বাশা তপোধন। ভার্গব দেখিয়ে তায়, পুলকে পূর্ণিত কায়, বসিবারে দেন কুশাসন॥ পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে দান, করে পূজা সমাধান, সমাদরে করেন জিজ্ঞাসা। একি মম ভাগ্যোদয়, আশ্রম পবিত্র হয়, কৃতার্থ করিতে মোরে আশা॥ নাম যাঁর দুর্ব্বাসা, সদা কন দুর্ভাসা, কভু পোড়া মুখে নাহি হাসি। কন যেন ক্রোধ ভরে, দারুণ গম্ভির শরে, তব সহ সাক্ষাতার্থে আসি॥ ভক্ষণার্থে নানা ফল, হরিতকী গঙ্গাজল, ভৃগু সুত আনিয়ে যোগায়। দুর্ব্বাসা দেখিয়ে কন, হেন দশা কি কারণ, নারী তব গেছেন

কোথায়॥ ভার্গব কহেন হাসি, নাহি দারা অভিলাষী, যোগ অভ্যাসী থাকি যোগাসনে। হৃদে ভাবি ব্রহ্মপদ না ঘটে কোন বিপদ, আলাপ না করি কার সনে॥ শুনিয়ে কটু উত্তর, কম্পান্বিত কলেবর, মুনিবর মুনিবরে কন। তুমিত পণ্ডিত ভারি, কিসে হলে ব্রহ্মচারি, ধিক্ ধিক্ তোমার জীবন॥ সংসার আশ্রম সার, সে সুখ না হলো যার, বৃথা তার থাকা এ সংসারে। তব পিতামহ যিনি, ভার্গে না লেখেন তিনি, ভাল বাসা বুঝেছি তোমারে॥ বিধাতা যারে বৈমুখ, না দেখি তাহার মুখ, ছিছি এখানে থাকা নয়। এইরূপ তিরস্কার, করিলেন বারম্বার, ভার্গবের শুনে দুঃখ হয়॥ ব্যস্ত হয়ে তদন্তর, দুর্ব্বাসা গেলেন ঘর, দিয়ে গালি যত মনে ছিল। ভার্গবের টলে মন, ত্যজি সমাধি সাধন, একেবারে উন্মত্ত হইল॥ একে সে বসন্ত কাল, ডাকিছে কোকিল কাল, কাল সম বিয়োগীর পক্ষে। রিপুর প্রধান যেই, বপুর হিংসক সেই, পানিমাত্রে পাওয়াভার রক্ষে॥ চৌদিগে কুসমাকর, বিকসিত তরুবর, মধুকর ভ্রমে ফুলে ফুলে। জলে থাকি অবিশ্রান্ত, পদ্মিনে হেরিয়ে কান্ত, প্রস্ফুটিত হয় কুলে কুলে॥ মলয়া মারুত হানে, বিরহিনী মরে প্রাণে, যোগীর উড়ায় বহির্বাস। যুবতী না ছাড়ে পতি, সদা বাঞ্ছা করে রতি, বিধবারা গণিছে হুতাশ॥ দুর্ব্বাসার শুনি ভাষা, সংসার আশ্রমে আসা, ভার্গবের হৈল মনে মনে। সাঁপেতে হইল বর, গেল দুঃখ অতঃপর, সাজ বর বনমালী ভনে॥

ব্রহ্মার নিকটে ভার্গবের গমন এবং বর প্রাপ্ত।

পয়ার। দুর্ব্বাসার শুনি ভাষা ভৃগুর নন্দন, অপমানে অভিমানে বিষণ্ণ-বদন॥ সংযোগে প্রভাবে যোগ যোগনিদ্রা

বসে। রহিলেন যোগাচার যোগাসনে বসে।। ঘেরিল রুক্মিণী পুত্র লয়ে শরাসন। হুতাশ বাতাস পথে লজ্জার গমন।। কাতর হইয়ে বিপ্র ভাবে মনে মনে। এক্ষণে যাওয়া উচিত ব্রহ্মার সদনে।। জানিব আমার ভাগ্যে কি লেখেন তিনি। শুভাশুভ ভবিতব্য মূলাধার যিনি।। চঞ্চল হইল অতি মানস মাতঙ্গ। উপনীত ব্রহ্মলোকে ত্যজিয়ে আতঙ্গ।। বন্দন পূজন ধ্যান জ্ঞান অনুসারে। করেন যেমত যজ্ঞ আসিয়ে ব্রহ্মারে।। বহু দিনান্তরে হেরে পৌত্রের মুখ। মনে২ আহ্লাদিত হন চতুর্ম্মুখ॥ বেস্ত হয়ে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন। মস্তক আঘ্রান লয়ে চুম্বন বদন।। ক্রোড়েতে বসায়ে কন করিয়ে কৌসল। কহ২ ভাই তব আশ্রম কুশল।। অন্তর্যামি চতুর্ম্মুখ মনেতে জানিয়া। তথাপি কহেন বাত্রা কৌশল করিয়া॥ স্বকার্য্য সাধনে ভাই কতই বিলম্ব। কত দিন যোগাচার করেছ আ-রম্ভ।। পুনঃ২ পিতামহ করেন জিজ্ঞাসা। মনঃ দুঃখে মুনিবর না ভাষেন ভাষা॥ মৌনব্রত করে রণ বোবার মতন। চিন্তায় বিবর্ণ বর্ণ বিষণ্ণ বদন॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে কন যোড় করে। কুশল কহিব কিবা কেবা আছে ঘরে।। একা মাত্র থাকি পড়ে শবের মতন। জলবিন্দু দেয় মুখে কে আছে এমন। শরীরের ভদ্রাভদ্র জীব মাত্রে আছে। শৃগাল কুকুরে শেষে ছিঁড়ে খায় পাছে।। সংসারে জন্মিয়ে যার না হয় সংসার। মিছা মিছি মরে খেটে ভূতের বেগার।। ক্ষুধায় না পাই অন্ন পিপাশাতে বারি। ধিক্২ যোগাশ্রম ধিক্ ব্রহ্মচারী। না জানি কি ভাগ্যে প্রভু লেখেন আমার। খণ্ডাইয়ে দেন যদি হয় খণ্ডা-বার।। সূতিকা গৃহেতে যদি হয়ে থাকে ভুল। সংপ্রতি শোধন কর হয়ে অনুকূল।। সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি আপনার ভাল। ভাল করে লিখে দেন হয় যাতে ভাল॥ শুনিয়া নাতির বার্ত্তা হেসে কন বিধি। বিধি হয়ে কেমনেতে করিব অবিধি॥ কেন ভাই কহ হেন অশ্রুত বচন। পুঁছিলে কি পোঁছা যায়

ভাগ্যের লিখন॥ যাহার যেমন কর্ম্ম ভোগা ভোগ তাই। লেখনি আপনি লেখে আমি লিখি নাই॥ কি আছে তোমার ভাগ্যে তুমিতো না যান। না বুঝিয়া কেন এত কর অভিমান॥ ভার্গব কহেন বাক্য নহে অসম্ভব। যে জন সৃজন কর্ত্তা তারি হাত সব॥ চতুর্ম্মুখ কন তবে লহ এই বর। সগর্ভা রমণী পাবে ফিরে যাও ঘর॥ ত্রৈলক্য মোহিনী নারী বলিহারি যাই। বিশ্ব জয়ী সেই গর্ভে পুত্র পাবে ভাই॥ পাইয়ে ব্রহ্মার বর মুনিবর ভাবে। কে হেন কামিনী আছে অরণ্যেতে যাবে॥ লজ্জায় একথা পুনঃ জিজ্ঞাসিতে নারি। যে হয় সে হয় শীঘ্র পেলে হয় নারি॥ ভাগ্যে গিয়ে ছিলে তথা বনমালী বলে। সৌভাগ্যে ভার্গব ভাল ভাগ্যবন্ত হলে॥ এত দিনে যোগ সিদ্ধ হইল তোমার। সে যোগেতে মনযোগ থাকিলে উদ্ধার॥ হাতে হাতে পেলে ফল শুভ যাত্রা গুণে। তুষ্ট হয়ে যায় গৃহে বিধি বাক্য শুনে॥

বর প্রাপ্তে মুনিবর স্বস্থানে গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। বর প্রাপ্তে মুনিবর, ভাবেন হবেন বর; বরমাল্য দিবে বরাননা। অন্তরে দেখে প্রলাপ, এখনি হবে আলাপ, বর সজ্জা কিছুই হলোনা॥ ব্যস্ত অতি বাড়াবাড়ি, মুড়াতে বাসনা দাড়ি, পয়সা কড়ি সঙ্গে ছিল নাই। নিজেত পণ্ডিত ধীর, মনে২ যুক্তি স্থির, হস্তেতে মাখেন লয়ে ছাই॥ তাহাতে আস্তের কেশ, মুড়ান না হয় বেশ, সার মাত্র হইল যন্ত্রণা। হয়ে অতি হৃয়মান, নাপিত আলয়ে যান, ভাগ্য ক্রমে সে গৃহে ছিলনা॥ ভাবিয়ে মনের দুঃখে, চলেন আশ্রম মুখে, মুখে মন্ত্র নারী জপোমালা। দেখিলে পরের নারী, নিকটেতে জান তারি, কন এস২ রাজবালা॥ মহা ব্যস্ত, মহামুনি, ভাবেন আসিয়ে ধনী, সুধাংশু বদনে বাণী কবে। অতীত পথিতগণে, জিজ্ঞাসেন জনে২, এখানেতে

আশা হবে কবে॥ দেখিলে পরের মেয়ে, ধরিতে ছোটেন ধেয়ে, ভয়ে কার ভার পথে যাওয়া। বিশেষতঃ গর্ব্ভবতী, বালা বৃদ্ধা কি যুবতী, দৃষ্ট মাত্রে কন নিজ জায়া॥ ক্রমেতে আশ্রমে যেয়ে, দেখিল চৌদিগ চেয়ে, রমণী না হয় দরশন। যোগেতে থাকেন যোগ, ভোগ মাত্র কর্ম্মভোগ, গায়ত্রী সন্ধ্যার বিসর্জ্জন॥ নারী নামামৃত পান, মুখে নারী গুণগান, নারী মন্ত্র অন্তরে ভাবনা। সদা মন উচাটন, বাতুল যেমন হন, ছটফট কতই যাতনা॥ ক্রমে যত যায় দিন, ভেবে তনু হয় ক্ষীণ, সারাদিন না হয় আহার। প্রেয়সী আশার আশে, সদাই বাহিরে আশে, না হেরিয়ে উদ্যোগ কন্যার॥ বিলম্ব যতই হয়, বিধি প্রতি কটু কয়, বুড়া হয়ে গিয়াছেন বয়ে। এই রূপে দিন যায়, যামিনী আগত প্রায়, কামিনীর আসার আশয়ে॥ দ্বিজ বনমালী কয়, ব্যস্ত কেন মহাশয়, বাড়াবাড়ি কিছু ভাল নয়। কিঞ্চিৎ করহ ব্যাজ, পশ্চাতে হইবে সাজ, বিধি বাক্য লঙ্ঘন না হয়॥

মুনিবরের স্বপ্নে রমণী সম্ভোগ।

পয়ার। ক্রমে২ দিনমণি স্বস্থানে চলিল। কাল সম কাল রাত্র নিকটে আইল॥ ফুটিল উদ্যানে পুষ্প তরুবর যত। মলয়া মারুত বাণ হানে অবিরত॥ কুহু২ রবে সব কোকিল কুহরে। শ্রবণে বিযোগী মন অমনি শিহরে॥ না হেরে পদ্মিনী কান্ত পদ্ম জলে জ্বলে। প্রস্ফুটিত কুমদিনী পতি পাবে বলে॥ শয্যা কণ্টকের ন্যায় হইল মুনির। কোন মতে কোন স্থানে না হন সুস্থির॥ কভু শয্যা শয্যাপরে কখন ধরায়। ধড়ফড় করে যেন জালে কাতলায়॥ নিশি অবসানে মুনি থাকি নিদ্রা যোগে। স্বপ্নে নন্দিনী এক পাইয়ে সম্ভোগে॥ নিদ্রা ভঙ্গে পুনঃ নাহি দেখিবারে পান। কিবল হইল দৃষ্ট বসনে নি-শান॥ নিকটে পাইয়ে পদ্ম পুঁছিয়ে সে দাগ। ব্যস্ত হয়ে মহা-

মুনি হলেন সযাগ। অবিলম্বে উপনীত সুরধুণী তীরে। ভাসাইয়ে দিল পদ্ম জাহ্নবীর নীরে॥ ধৌত করে বসন আসিয়া পুনর্ব্বার। ময়ন করেন নিজ গৃহে আপনার॥ দেখ রাজা যুধিষ্ঠির দৈবের ঘটন। শ্রুতমুখী হয়ে পদ্ম করিল গমন॥ ক্রমেতে দক্ষিণ মুখে ভাসিয়ে সে ফুল। কাশীতে গঙ্গার ঘাটে প্রাপ্ত হয় কুল॥ সেইত হইল ফুল বিবাহের ফুল। ফুটালেন প্রজাপতি হয়ে অনুকূল॥ বনমালী বলে সে সামান্য পদ্ম নয়। যে পদ্ম পরশে পদ্ম গর্ভবতী হয়॥

কন্যা সহ রাজ্ঞীর গঙ্গাস্নানে গমন।

পয়ার। দৈবযোগে ধ্রুবযোগ হৈল সঙ্ঘটন। সুরধুণী স্নানে রাণী করেন গমন॥ দুহিতা সহিতা যান জান আরোহণে। আগে পাছে দাস দাসী ধায় কতজনে॥ বেত্র হস্তে নেত্র যেন কুমারের চাক। যম দুত প্রায় দুত যায় দিয়ে হাঁক॥ তফাত তফাত শব্দে কর্ণে লাগে তালি। পাঁচ হেতিয়ার বান্ধা ছোটে কত ঢালি॥ যাইতে তখন পথে কৃতান্ত ডরায়। পথিক ছাড়িয়ে পথ কুপথে পলায়॥ সুবর্ণ শিবিকা ঘেরা বিচিত্র বসনে। ঝালরে ঝুলিছে মতি রবির কিরণে॥ কনক কলস অষ্ট কলস সমান। তাহাতে বেষ্টিত মতি বদরিকা প্রমাণ॥ চন্দ্র সম চন্দ্রাতপ শিবিকা উপরে। চতুষ্পার্শ্বে গজমুক্তা সাজে থরে থরে॥ নীলকান্ত অয়স্কান্ত চন্দ্রকান্ত মণি। আপনি পরেন কত পরেন নন্দিনী॥ গিরি রাণী ক্রোড়ে যেন গিরিরাজ বালা। শিবিকা ভিতরে কন্যা তেমতি উজ্জ্বলা॥ কাণ্ডারেতে ঘেরা মাঠ অগ্রেতে আছিল। বাহক ছুটিয়ে বেগে তাহে প্রবেশিল॥ তটস্থ তটস্থ লোক দেখে চেয়ে চেয়ে। ধরাপতি সতী ক্রোড়ে ধরাপতি মেয়ে॥ ধরাধরি করি দাসী নাবায় ধরায়। আনিয়ে সুগন্ধি তৈল কেহ বা মাখায়॥ কিবা অপরূপ রূপ আহা মরি মরি। ভুবন মোহিনী

যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥ আবাল বৃদ্ধা বনিতা দেখিয়া সকল। ধন্য ধন্য বলে সবে হইল চঞ্চল॥ কি যোগ গঙ্গায় যোগ গোলযোগ কত। স্নানার্থি ছাড়িয়ে স্নান নিকটে আগত॥ স্তব স্তোত্র যথাযজ্ঞ পাত্র অনুসারে। বিনয়ে রাখেন মান রাণী সত্মাকারে॥ তদন্তে কিঙ্করী কর করিয়ে ধারণ। করেন জাহ্নবী স্নান নিয়ম যেমন॥ হেনকালে সেই পদ্ম স্রোতে ভেসে যায়॥ ভাসিতে ভাসিতে পদ্ম ঠেকে পদ্ম গায়॥ শুন শুন নরোবর পাণ্ডব নন্দন। অন্যথা না হয় কভু ব্রহ্মার বচন॥ পদ্মচক্ষে হেরে পদ্ম ভাসে পদ্ম জলে। তুলে দে তুলে দে শীঘ্র দাসী প্রতি বলে॥ অন্তরে সত্বর দিয়ে সুলোচনা দাসী। সংগ্রহ করিল পদ্ম সলিলেত ভাসি॥ প্রফুল্ল সরোজ প্রাপ্ত সরোজ বদনী। পদ্মহস্তে লন পদ্ম পদ্ম বিনোদিনী॥ নাসিকায় লয়ে ঘ্রাণ রাখে কবরিতে। বিধির নির্ব্বন্ধ বিধি নারিল খণ্ডিতে॥ অমঘা ব্রাহ্মণ বীর্য্য ছিল সে পঙ্কজে। আঘ্রাণ মাত্রেতে গিয়ে পশিল পঙ্কজে॥ বিকসিত শ্বেত শতদল প্রকাশিল। মুদ্রিত ছিল কমল রজো দেখা দিল॥ এসব গোপন বার্ত্তা জানিবার নয়। বিধাতার বরে বিভা অগ্রে গর্ভ হয়॥ স্নানান্তরে মহারাণী বিলাইয়া ধন। কন্যাসহ নিজালয়ে করেন গমন॥ সদাই থাকেন কন্যা আপন মহলে। সেবায় নিযুক্ত দাসী থাকিল সকলে॥ ক্রমে ক্রমে দেখি সবে কেমন কেমন। মনে মনে স্বচিন্তিত যত দাসীগণ॥ এসব গোপন বার্ত্তা জানিবার নয়। কালীর কৃপায় দ্বিজ বনমালী কয়॥

দাসী কর্ত্তৃক গর্ভ প্রকাশ।

লঘু-ত্রিপদী। ক্রমশ কন্যার, গর্ভের সঞ্চার, দাসীগণে ভাবে ত্রাসে। স্তনে দেখি ক্ষীর, চিত্র নহে স্থির, রুধির নীর হুতাসে॥ বুদ্ধে বিচক্ষণা, দাসী সুলোচনা, করে বিবেচনা মনে। এ আর কি দায়, বুঝি প্রাণ যায়, ঘটনা হল কেমনে॥

এ দোষ কন্যায়, সম্ভব না পায়, বিচার করিয়ে রাজা। শেষে হবে স্থির, সাজশ দাসীর, বিনা দোষে দিবে সাজা॥ মিথ্যা প্রবঞ্চনা, হবে না ছলনা, জানা জানি হবে সবে। গালে কালি দিয়ে, মাথা মুড়াইয়ে, শালে চড়াইবে কবে॥ যত দাসীগণ, বিষণ্ণা-বদন, রাণীর নিকটে যায়। নেত্রে বহে নীর, চিত্তে নাহি স্থির, আতঙ্কে কম্পিত কায়॥ প্রণমিয়ে রাণী, নাহি কহে বাণী, পরস্পরে বলে বল। দাসীর প্রধানা, দাসী সুলোচনা, সম্মুখে হাজির হল॥ গলে বস্ত্র দিয়ে, বিনয় করিয়ে, বলে শুন রাজ্যেশ্বরী। না জানি কি দায়, ঘটিল পদ্মায়, আহা মরি মরি মরি॥ গর্ভের লক্ষণ, সকলি যেমন, কিছু মাত্র ভেদ নাই। অঘট ঘটনা, ঘটালে যে জনা, তার মুখে দিব ছাই॥ আমি দাসী তব, সত্য কব সব, শপথে স্বপথে যাব। যদি মিথ্যা হয়, নরক নিশ্চয়, ইহকালে শাস্তি পাব। কন্যা লক্ষ্মী সমা, গুণ অনুপমা, না জানি কি কর্ম্ম ফলে। বুঝি দৈব দোষে, কোন দেব রোষে, অকালে সুফল ফলে॥ আসিতে হেথায়, কেহ নাহি পায়, শমন সমান রাজা। আইল যে জন, না জানি কেমন, কার ভাগ্যে আছে সাজা॥ এ নব বালিকে, কমল কলিকে, বিকসিত কিসে হলো। নিজে বন্ধ্যা নারী, ঠাওরিতে নারি, দেখিবে জননী চল॥ বনমালী কয়, কথা মিথ্যা নয়, গর্ব্ভবতী রাজবালা। নাহি তার দোষ, বিধাতার রোষ, তাহাতে ঘটিল জ্বালা॥

রাজ্ঞীর কন্যা সন্নিধানে গমন।

ত্রিপদী। শুনি বাক্য সুলোচনা, রাণী আরক্ত লোচনা, কোপেতে কম্পিত কলেবর২। রুষিলা সুশীলা সতী, ব্যস্ত হয়ে যান অতি, কন্যার মহলেতে সত্বর২॥ যেন মর্ত্তা মাতঙ্গিণী, হয়ে রাণী উন্মাদিনী, তথায় দিলেন দরশন২। অন্তরেতে ভয়

বাসি, সঙ্গে সঙ্গে ধায় দাসী, দেখে কন্যা ধরায় শয়ন২॥ পাণ্ডু-বর্ণ চমৎকার, বিষম নিতম্ব ভার, পয়োধরে ধরিয়াছে ক্ষীর২। সদত্ত তোলেন হাঁই, খায় পোড়া মাটি ছাই, ঘন ঘন বমনে অস্থির২॥ অম্বল ভক্ষণে আশ, ধরাসনে করে বাস, গর্ভের লক্ষণ সত্য বটে২ কন্যারে হেরিয়ে রাণী, বদনে না সরে বাণী, অনিমিষে নিরখে নিকটে২॥ রাজপত্নী বুদ্ধিমতি, ত্রাসেতে কম্পিত অতি, কি জানি যদ্যপি পীড়া হয়২। আজ্ঞা করেন দাসীরে, ডাকহ ধাত্রী বৈদ্যরে, যাহা হয় কহিবে নিশ্চয়২॥ প্রথমে আইল বৈদ্য, সুবুদ্ধি হয়ে গো বৈদ্য, স্বকার্য্য সাধন হেতু হয়২। দৃষ্টি মাত্র চিনে রোগ, কয় দশমাস ভোগ, এ ব্যাধি সামান্য ব্যাধি নয়২॥ যদ্যপি থাকে সৌভাগ্য, তবে সে হবে আরোগ্য, রোগ যোগ্য ঔষধি সেবনে২। কিন্তু মাতা বলি শুন, রোগটিতো খাট নন, ভেবে চিন্তে দেখ মনে মনে২॥ আমি গো মা রাজবৈদ্য, কি আছে মম অসাধ্য, মৃত্যু দেহ বাঁচাইতে পারি২। দ্বিজ বনমালী বলে, ভাল রোগী প্রাপ্ত হলে, হইলে অর্থের অধিকারি২॥

রাজ কন্যার চিকীৎসার্থে অর্থ ব্যয়।

লঘু-ত্রিপদী। বৈদ্য যা কহিল, রাজ্ঞী না বুঝিল, বিপদে বুঝেন বাঁকা। ব্যস্ত হয়ে রাণী, শীঘ্র দেন আনি, অঞ্চল পূরিয়ে টাকা॥ ধাত্রী ভাবে দায়, বিপদ ঘটায়, বিষ ব্যবসাই বৈদ্য। না জানি কি দিবে, কিসে কি হইবে, গর্ভস্রাব হবে সদ্য॥ গোপনে ডাকায়, রাণীরে বুঝায়, দিওনা দিওনা তঙ্কা। দেবদত্ত রোগ, দশমাস ভোগ, এ যে শঙ্কা শত শঙ্কা॥ দুটি কর যুড়ি, নিবেদয়ে বুড়ি, মিথ্যা ভাব কেন রাণী। বৈদ্যের কথায়, ব্যর্থ অর্থ ব্যয়, যা করে দেবী ভবানী॥ নাতি যদি হয়, কত সুখোদয়, জানিবে তখনি মাতা। এ রোগের বিধি, বিধি মাত্র বিধি, যা করিবেন বিধাতা॥ ধাত্রী হিত বলে,

রাণী ক্রোধে জ্বলে, মারিবারে তারে চায়। দেখিয়ে লক্ষণ, বাঁচাতে জীবন, ধাত্রী ভয়ে পলায়॥ হয়ে অপমান, বুড়ীটি তো জান, বলে দেখা যাবে পরে। কে আছে এমন, আসুক এখন, ঝাগ দেখি ভাল করে॥ রোজারে ডাকিতে, কহেন ত্বরিতে, ব্যস্ত হয়ে যায় দাসী। শ্রুত মাত্র রোজা, লয়ে পুথি বোঝা, উপনীত হলো আসি॥ কে বুঝে সে তন্ত্র, পড়ে কত মন্ত্র, জেন ধন্বন্তরী সুত। গাত্রেতে ফুঁ ফাঁ, দিয়ে বলে হাঁ, এতক্ষণে গেল ভূত॥ পরেতে গণক, এসে কত লোক, ফাকি দিয়ে লয় ধন। শুনি গোলযোগ, করি অনযোগ, পুরোহিত এসে কন॥ আমি পুরোহিত, সদা চিন্তিহিত, ভূপতি জানেন ভাল। আমার সস্ত্যান, অব্যর্থ সন্ধান, অনাশে কাটে জঞ্জাল॥ যদি পড়ি চণ্ডী, শুনিবেন চণ্ডী, দুর্গা নামে দুঃখ হরে। পেলে মম সাড়া, কাটে গ্রহ ফাড়া, জানিতে পারিবে পরে॥ জ্যোতিষ বিদ্যায়, কে আঁটে আমায়, নক্ষত্র গণনা করি। খড়ি যদি পাতি, খুঁজে পাতিপাতি, দেব উপদেব ধরি॥ অপরাজিতা স্তব, মুখে মুখে সব, রুদ্রচণ্ডী ভাল জানি। না পেলে দক্ষিণা, সস্ত্যানে বসিনা, বিবচনা কর রাণী॥ বনমালী কয়, এতো ব্যাধি নয়, মিছে কেন ভাব রাণী। দেখিবার সুত্র, হইল দৌহুত্র ভাল মতে আমি জানি॥

কন্যার প্রতি রাণীর ভৎর্সনা।

পয়ার। কোন মতে রাজবালা আরোগ্য না হয়। গর্ভবতী বলে রাণী জানিল নিশ্চয়॥ মনে২ মহিষীর উপজিল শঙ্কা। এত দিনে ডুবিল নামের জোর ডঙ্কা॥ রাজা রাজচক্রবর্ত্তি বিক্রমে বিশাল। বিশ্বজয়ী হয়ে একি ঘটিল জঞ্জাল॥ ধিক্ ধিক্ এমন কন্যারি মুখে ছাই। উচ্চ মুণ্ড অধো হইল লাজে মরে যাই॥ কেন বা ধরিলাম গর্ব্ভে এ পাপ কারিণী। এ যে কন্যা নাগ কন্যা কালভুজঙ্গিনী॥ পালনেতে প্রাণ যায়

মন দুঃখে মরি। কেনবা পূজিয়ে ছিলাম দেবী মাহেশ্বরী॥ বৃথায় দিলাম হত্যা অন্নদার ঘরে। কেনবা মাগিলাম বর পূজে বিশ্বেশ্বরে॥ কেনবা করিয়াছিলাম ব্রত হরিবংশ। এ বংশ হইতে ভাল আছিল নির্ব্বংশ॥ ভাবিতে২ ক্রোধ উপজিল মনে। কন্যারে কহেন বাত্রা আরক্ত লোচনে॥ কেনবা মরিলি হলি ভূমিষ্ট যখন। লবণ দিতাম গলে জানিলে এমন॥ ধিক্ ধিক্ কালামুখী কুলকলঙ্কিনী। অসতী হইলি হয়ে সতীর নন্দিনী॥ করিয়ে পাপজ কর্ম্ম হইলি কি সুখি। অকলঙ্ক কুলে কালি দিলি কালামুখী॥ রাজার দুহিতা আমি রাজার বনিতা। রাজার শাশুড়ী হব মনে আকাঙ্ক্ষিতা॥ পাঠায়েছি দ্বিজবর বর অন্বেষণে। ঘটা করে দিব বিভা বাঞ্ছা ছিল মনে॥ সতী কন্যা হলে সতী খ্যাতি ভূমণ্ডলে। ভূপতি তনয় গাতি জানিত সকলে॥ সে আশা নৈরাশা হলো তোর কর্ম্ম দোষে। মনানলে প্রাণ জ্বলে মরি সে আপসে॥ হলো সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব শুনে উপহাস। বিবাহ না হতে গর্ভ একি সর্ব্বনাশ॥ আসিবারে যমালয়ে কৃতান্ত ডরায়। চুপে২ সর্ব্বনাশী এনেছিলি কায়॥ মনে মনে ছিলি ব্যস্তা জানিব কেমনে। আপনি আপন দোষে হারালি জীবনে॥ অগ্রেতে কাটিবে তোরে শুনিলে রাজন। পশ্চাতে দাসীর মুণ্ড হইবে ছেদন॥ আপনি মজিলি আর পরেরে মজালি। ছিছিছি রাজার মুখে দিলি চূণ কালি॥ কেমনে দেখিব চক্ষে বক্ষে বজ্রাঘাত। এখন মরিস যদি ঘুচে উৎপাত॥ মনের ঘৃণায় আমি বল কি করিব। অনলে প্রবেশি কিম্বা জলেতে ডুবিব॥ সবে করে কানাকানি জানাজানি শেষে। লজ্জায় করিতে বাস না পারিব দেশে॥ এইরূপে দেন গালি নৃপতি গৃহিণী। নিরব হইয়ে সব শুনেন নন্দিনী॥ ঘৃণাযুক্তা রাজবালা জননী কথায়। বজ্রাঘাত ভাঙ্গি যেন পড়িল মাথায়॥ পদ্মমুখী অধোমুখী হইল তখন। অম্বুজ নয়নে অম্বু হয় বরিষণ॥ মনে২ মৃত্যু

বাঞ্ছা অসহ্য বচনে। বিনয় করিয়ে কয় জননী সদনে॥ শুন২ জননী গো করি নিবেদন। অনোচিত তিরস্কার কর অকারণ॥ ভাল মন্দ ফলাফল কিছু জানি নাই। শপথ করিয়ে কহি অন্নদা দোহাই॥ মিথ্যা যদি কহি হবে নরকে গমন। নিশ্চয় জেনেছি মম নিকট মরণ॥ এ পাপ দেহেতে প্রাণ না রাখিব আর। পিতারে কহিয়ে শীঘ্র কর প্রতিকার॥ আমার বাক্যেতে কেন হইবে বিশ্বাস। জিজ্ঞাস দাস দাসীরে কহিবে নির্য্যাশ॥ জনমে না করি আমি পুরুষের সঙ্গ। নিতান্ত জানিলাম গর্ব্ব বিধাতার রঙ্গ॥ দ্বিজ বনমালী বলে তাই সত্য বটে। মিথ্যা কন্যা কহে নাই মায়ের নিকটে॥

মাতৃ বাক্যে কন্যার আত্মঘাতিনী হওনোদ্যগ এবং যক্ষ কর্ত্তৃক হরণ।

পয়ার। জননী নিকটে কন্যা হইয়া বিদায়। মনে মনে অভিপ্রায় ত্যজিবারে কায়॥ উপনীত হয়ে আসি আপন মহলে। ছাড়িয়ে সোণার শয্যা পড়ে ধরাতলে॥ অভিমানে কার সনে না কহে বচন। নিকটে যাইতে দাসীবর্গেতে বারণ॥ একাকিনী গৃহ মধ্যে রন মন দুঃখে। দেখে শুনে দাসীগণ থাকিল অসুখে॥ যাহার যেমন ভার আছিল সেবায়। অনুমতি ভিন্ন কেহ করিতে না যায়॥ দাসী মধ্যে সুলচনা দাসী প্রিয়তমা। দাস্য কর্ম্মে ভুক্তা স্নেহ সহোদরা সমা॥ সম্মুখেতে যায় সেই না শুনে বারণ। নিকটে বসিয়া হিত করায় শ্রবণ॥ নিবারিতে মনস্তাপ মনে বাঞ্ছা তারি। সুস্নিগ্ধ করিতে স্নিগ্ধ মুখে দেয় বারি॥ ভক্ষণার্থে দেয় মিষ্ট অন্ন জল পান। কিবল করেন কন্যা স্নিগ্ধ জল পান॥ সান্ত্বনা করিতে দাসী চেষ্টা পায় যত। ক্রমে ক্রমে উপসর্গ বৃদ্ধি হয় তত॥ মুহু২ ছাড়ে কন্যা দীর্ঘ নিশ্বাস। হুতাশে উড়িয়ে যায় ব্যাজন বাতাশ॥ এইরূপে অবসান সমস্ত যামিনী। প্রত্যুষ

সময়ে একা উঠিয়ে কামিনী॥ সন্নিধান সন্নিলিষ্ট আছিল উদ্যান। ধিরে২ রাজ বালা তারি মধ্যে যান॥ রজ্জু লহ রজনীতে রাজার নন্দিনী। অনূঢ়া আরূঢ়া বৃক্ষ উপরে একাকিনী॥ সযত্না হইয়ে কন্যা বৃক্ষশাখা ধরে। বন্ধন করিল রজ্জু স্বকরে দুস্করে॥ বৃক্ষেতে আছিল যক্ষ লক্ষ করে তায়। সাপক্ষ হইয়া রক্ষা করিবারে যায়॥ সৌখ্য আশে আসে যক্ষ করিতে রক্ষণ। মোক্ষ লাভ লাবণ্য করিয়া নিরক্ষণ॥ সৈন্য মার্গে স্বর্ণলতা স্কন্দেতে করিয়ে। নিবিড় কানন মধ্যে নাবায় আনিয়ে॥ সচক্ষে হেরিয়ে রূপ ত্রৈলোক্য মোহিনী। মোহিত হইয়ে কয় শুনহ পদ্মিনী॥ তোমার যেমন রূপ আমিহ তেমন। উভয়েতে করি এস প্রেম আলাপন॥ শ্রবণে অশ্রুতবাক্য ভাবে বরাননে। সতীর সতীত্ব নষ্ট হয় এতক্ষণে॥ মরণ অধিক কষ্ট হইল এবার। হিতে বিপরীত করে দুষ্ট দুরাচার॥ আশায় উহার আমি করিলে নৈরাশ। সবলে সতীত্ব মম করিবে বিনাশ॥ দুরান্ত যক্ষের ভয়ে কম্পিত হৃদয়। সাহসে করিযে ভর মিষ্ট ভাষা কয়॥ নিতান্ত শরণাগতা আমি তব দাসী। করিলে জীবন রক্ষা হইয়ে হিতাষী॥ জীবন বিহনে মম কাতরা জীবন। বারি দানে কর রক্ষা নিলাম শরণ॥ কহিতে কহিতে বাত্রা নেত্রে বহে নীর। ব্যাকুলা হইয়া কন্যা কান্দিয়ে অস্থির॥ শ্রুত মাত্র প্রিয়বাক্য আশা পূর্ণ মনে। গমন করিল যক্ষ বারি অন্বেষণে॥ ধরাতে অধরা পড়ে ধরাপতি কন্যা। ধরণী ধারিনী ধাত্রী ব্যস্তা তারি জন্যে॥ দ্বিজ বনমালী বলে কারে কর ভয়। বিপদ নাশিনী দুর্গা ডাক এ সময়॥

যক্ষ ভয়ে পদ্মগন্ধার দেবী আরাধনা।

পয়ার। বারি অন্বেষণে যক্ষ করিল গমন। সেই সাবকাশে কন্যা করেন সাধন॥ একান্ত অন্তরে ভাবে করাল বদনী।

কিঙ্করীরে কর কৃপা কৃতান্ত দলনী। অজ্ঞান বালীকা আমি না জানি সম্ভোগ। বিদিত তোমাতে মাতা এ রোগ কি রোগ॥ মিছামিছি অনুযোগ করিয়ে জননী। বর্জ্জন করেন মোরে কি করি জননী॥ আত্মঘাতী হতে আসি তাহার কারণ। পাপীষ্ঠ যক্ষেতে মোরে করিল হরণ॥ প্রাণেতে বধিত যদি সে ছিল উত্তম। অভাগিনী বলে বুঝি ত্যেজ্য করে যম॥ এত দিনে সতীর সতীত্ব নষ্ট হয়। প্রসূতী তনয়া সতী রাখ এ সময়॥ জয়ং দেহি জয় দুর্গে যন্ত্রণা হারিনী। জগদাদ্যা জগন্মাতা যামিনী রূপিনী॥ যশোদা নন্দিনী যোগেশ্বরী যোগ মায়া। জনক যজ্ঞ নাশিনী যোগেশ্বর জায়া॥ জগত পালিনী জগধাত্রী জন্মহরা। যম যন্ত্রণা নাশিনী তারা পরাৎপরা॥ জন্ম ভূমে লয়ে জন্ম জননী জঠরে। যমের যন্ত্রণা কত সব কলেবরে॥ সে আতঙ্ক ভেবে অঙ্গ ত্রাহি২ কাঁপে। সভয়ে অভয়ং দেহি এ ঘোর বিপাকে॥ দ্বিজ কুলে কুলাঙ্গার দীন বনমালী। নিজ দাস বলে রক্ষা কর রক্ষাকালী॥

যক্ষ বিনাশার্থে দেবীর গমনোদ্বেগ।

ত্রিপদী। শুনিয়া স্তুতি কন্যার, কৈলাসে আশন মার, অকস্মাৎ টলিল আপনি। আস্তে ব্যস্তে উঠে তার, হন যেন জ্ঞান হরা, শয্যাপরে বসেন অমনি॥ নিকটে আছিল জয়া, সুধান তারে অভয়া, কেন হেন হলো বল২। বুঝি বা কেহ বিপদে, শরণ লইল পদে, কোন স্থানে কাহার কি হলো॥ জয়া কহিল তারিণী, তুমি অন্তর যামিনী, ত্রৈলোক্যে কি তব অগোচর। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, তোমারে ডাকে সকলে, এড়াইতে যন্ত্রণা জঠর॥ মহাবিষ্ণু রূপ ধরে, অনন্ত শয়ন করে, থাক মাগো অনন্ত রূপিনী। হয়ে অতি শ্রদ্ধা যুতা, সদত জলধি সুতা, সেবি পদ দিবস যামিনী॥ তংহি ত্রিদেব জননী, ইদানী হর ঘরণী, নিরাকারা সাকারা কে জানে। পাদপদ্মে পশু-

পতি, হৃদিপদ্মে বিশ্বপতি, নাভিপদ্মে পদ্মযোনী জ্ঞানে। সংপ্রতি বক্ষের করে, পড়ে তব স্তুতি করে, পদ্মগন্ধা ভূপতি বালীকা। বিলম্বে ত্যজিবে প্রাণ, হতে হবে অধিষ্ঠান, রণে যাত্রা কর মা চণ্ডীকা॥ শুনিয়ে দুঃখ পদ্মার, বিলম্ব না সহে আর, রণসাজ সাজেন তারিণী। মাভৈ২ রবে, নাচে ভৈরবী ভৈরবে, ডাকে কত ডাকিনী যোগিনী॥ করে অসি চকমক, ভালে অগ্নি ধক্২, লো লো জিহ্বা নলিত অধরে। ঝর ঝর মুণ্ডমালা, ঝকমক উজ্জ্বলা, ঝলকে২ রক্ত ঝরে॥ আস্যে হাস্য খল২, এল থেল কুন্তল, উন্মত্তা উন্মাদিনী প্রায়। সুধা-পানে ঢল২, ঢলে অঙ্গ টল২, শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যায়॥ নখের প্রখর শশী, শুধাক্ষরে রাশি রাশি পদতলে, শিব সবাকার। মহা প্রলয় কারিণী, যেন মত্তা মাতঙ্গিনী, মার২ শব্দ মুখে মার॥ হেনকালে শূল করে, নন্দী অতি সকাতরে, বলে মাতা কোথায় গমন। সামান্য কার্য্যেতে বৃথা, যাও যদি যথা তথা, তবে মম বিফল জীবন॥ আমি নন্দী দাস তব, ভবভয়ে পূজি ভব, অসাধ্য কি তোদের কৃপায়। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, কত্তে পারি চলাচল, রবি সুত আমারে ডরায়॥ তব পদে শপে মন, অসাধ্য করি সাধন, মরণেরে দিয়েছি মা ফাঁকি। যদি তব কৃপা হয়, কৃতান্তেরে করি জয়, বনমালী বলে তাই ডাকি॥

নন্দিনী রক্ষার্থে নন্দির প্রতি দেবীর আদেশ।

পয়ার। নন্দির স্তবেতে তুষ্টা দেবী ভদ্রকালী। ত্যজিলেন রণসজ্জা নরমুণ্ডমালী॥ নন্দিরে কহেন বাছা শুন দিয়া মন। ব্রহ্মার পৌত্র সে ভার্গব তপোধন॥ হৈমক কাননে সদা রন যোগাসনে। দারাপরিগ্রহ হেতু বাঞ্ছা হইল মনে॥ পিতামহ সন্নিধানে প্রাপ্ত হন বর। স্বগর্ভ্রা পাবেন নারী সেই মুনিবর॥ পাইতে বিলম্ব পত্নী ভাবে মহামুনি। স্বপনে সম্ভোগে

উত্তম রমণী ॥ বসনের চিহ্ন ঘরিষণ করে ফুলে। নিঃক্ষেপ করিল তাহা জাহ্নবীর কূলে ॥ ভীমসেন মহীপতি বাস কাশী ধামে। তাঁর কন্যা সেই কন্যা পদ্মগন্ধা নামে ॥ প্রাতস্নানে গিয়েছিল জননী সহিতে। হেনকালে সেই পদ্ম দেখিল ভাসিতে ॥ পদ্মহস্তে লয়ে পদ্ম আঘ্রাণ লইল। ব্রহ্মা বরে ব্রহ্মবীর্য্য নাকে প্রবেশিল ॥ তাহাতে গর্ব্ভিনী কন্যা দৈবের ঘটনে বিবাহ পূর্ব্বেতে গর্ভ নিন্দে সর্ব্বজনে ॥ জননী কন্যার তেঁই করিল ভর্ৎসনা। গলে রজ্জু দিতে এসেছিল চন্দ্রাননা ॥ বৃক্ষপরে ছিল যক্ষ করিল হরণ। তাহাতে হইল রক্ষা কন্যার জীবন ॥ শাপেতে হইল বর যক্ষের হরণে। স্কন্দে করি আনি তারে নাবায় গহনে ॥ ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপ হেরিয়ে কন্যার। মোহিত হইয়ে দুষ্ট করে অত্যাচার ॥ সতী সে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবারে। কাতরা হইয়া তথা ডাকিছে আমারে ॥ অতএব যাও বাছা করিতে উদ্ধার। অগ্রেতে করগে দুষ্ট যক্ষেরে সংহার ॥ পরেতে লইয়ে কন্যা মুনির আশ্রমে। স্কন্দেতে করিয়ে রেখে এস কিছু শ্রমে ॥ এই উপদেশ সব কহিবে কন্যারে। সে জেন বিশেষ কয় মুনির কুমারে ॥ বিবাহ হইবে তার আগত নিশিতে। মমবর কন্যা তারে যাও বাঁচা-ইতে ॥ দ্বিজ বনমালী বলে এই সে কারণে। দয়াময়ী ত্রি সংসারে বলে সর্ব্বজনে ॥ কিন্তু তাহা জানা যাবে সে দিন যে দিন। যদ্যপি না হয় দিন কৃতান্ত অধীন ॥

নন্দী কর্ত্তৃক যক্ষের বিনাশ এবং দম্পতি মিলন।
আক্ষেপ উক্তি পয়ার।

নন্দী কালীর কিঙ্কর নন্দী কালীর কিঙ্কর। কালীর আদেশে যায় শূন্যে করি ভর ॥ তার অসাধ্য কি জানা তার অসাধ্য কি জানা। দেবীর কৃপায় পায় অনাসে ঠিকানা ॥ মুহূর্ত্তিকে সেই স্থানে মুহূর্ত্তিক সেই স্থানে। উপনীত হন কন্যা

কান্দে যেই খানে॥ সে যে দৃঢ় ভক্তি জোরে সে যে দৃঢ় ভক্তি জোরে। বেন্ধেছে অভয় পদ আপন অন্তরে॥ নন্দী হেরে করে জ্ঞান নন্দী হেরে করে জ্ঞান। রাহু ভয়ে শশধর ভূতলে লুকান॥ কন্যা মুখশশী ফান্দে কন্যা মুখশশী ফান্দে। পড়িয়ে কলঙ্কি চাঁদ হৃগ কোলে কান্দে॥ যক্ষ পুলকিত কায় যক্ষ পুলকিত কায়। বারী লয়ে সে সময় আইল তথায়॥ নন্দী জিজ্ঞাসে তাহারে নন্দী জিজ্ঞাসে তাহারে। কে তুই পাষণ্ড যক্ষ ঘেরিলি কন্যারে॥ যক্ষ ভয় প্রাপ্তে কয় যক্ষ ভয় প্রাপ্তে কয়। বিচার করিয়ে শুন্দন দেন মহাশয়॥ ইনি আমার গৃহিণী ইনি আমার গৃহিণী। কলহ করিয়ে বনে আইসে একাকিনী॥ আমি উহার কারণ আমি উহার কারণ। ভুগিয়ে বিস্তর কষ্ট পাই দরশন॥ নন্দী ক্রোধ ভরে কয় নন্দী ক্রোধ ভরে কয়। এমন পদ্মিনী ভার্য্যা ভূতের কি হয়॥ এ যে রাজার কুমারী এ যে রাজার কুমারী। তোর ভাগ্যে কেমনে মিলিল হেন নারী॥ তুই সত্য করে বল তুই সত্য করে বল। হরিলি কাহার কন্যা করে কোন ছল। যদি বাঞ্ছা থাকে প্রাণে যদি বাঞ্ছা থাকে প্রাণে। এখন ছাড়িয়ে কন্যা পলা অন্য স্থানে॥ দ্বন্দ্ব বাড়িতে লাগিল দ্বন্দ্ব বাড়িতে লাগিল। নন্দীর কথায় যক্ষ কোপেতে জ্বলিল॥ নন্দী কহিল কন্যারে নন্দী কহিল কন্যারে। এসেছি জননী আমি বাঁচাতে তোমারে॥ শুনি মাতৃ সম্বোধনা শুনি মাতৃ সম্বোধনা। প্রফুল্ল নয়নে চায় ফুল্লার বদনা॥ পিতৃ জ্ঞানে দেখে চেয়ে পিতৃ জ্ঞানে দেখে চেয়ে। কেমনে চিনিবে সে তো নয় তার মেয়ে॥ মনে মনে কন্যা ভাবে মনে মনে কন্যা ভাবে। যে হয় সে হয় পিতৃ কার্য্য করে যাবে॥ কহে বিনয় বচনে কহে বিনয় বচনে। বিপদে শরণ পিতা নিলাম চরণে॥ নন্দী বলে ভয় নাই নন্দী বলে ভয় নাই। কহিব বিশেষ বার্ত্তা শুন মোর ঠাঁই॥ আগে বধি পাপীষ্ঠরে আগে বধি পাপীষ্ঠরে। পশ্চাতে মিলাব তব

পতির গোচরে॥ কন্যা পুলকিত মনে কন্যা পুলকিত মনে। পতির প্রসঙ্গ বার্ত্তা শুনিল শ্রবণে॥ নন্দী বলে ওরে যক্ষ নন্দী বলে ওরে যক্ষ। এস ভাই দুজনেতে করি ভাব শক্য॥ অগ্রে করি কোলা কুলি অগ্রে করি কোলা কুলি। পশ্চাতেতে পরিচয় পাইবে সকলি॥ দোহে বাদিল কুন্দল দোহে বান্দিল কুন্দল। ত্রাস যুক্তা রাজ বালা নেত্রে বহে জল॥ যক্ষ ভারি বলবান যক্ষ ভারি বলবান। হঠাৎ না পারে নন্দী বধিবারে প্রাণ॥ হল মল্ল যুদ্ধ কত হল মল্ল যুদ্ধ কত। পরস্পরে পদাঘাত করে শত শত॥ যক্ষ করে মুষ্ট্যাঘাত যক্ষ করে মুষ্ট্যাঘাত। বজ্র সম জ্ঞান করে নন্দী আকস্মাত॥ নন্দী ত্রিশূল লইয়ে নন্দী ত্রিশূল লইয়ে। স্বজোরে যক্ষের মুণ্ডে হানে ঘুরাইয়ে॥ সে যে শিবের ত্রিশূল সে যে শিবের ত্রিশূল। আঘাত মাত্রেতে যক্ষ হইল ব্যাকুল॥ যক্ষে ফেলিয়ে ভূতলে যক্ষে ফেলিয়ে ভূতলে। কাটে নন্দী তার মুণ্ড কালী কালী বলে॥ যক্ষ হইল নিধন২। বলে নন্দী স্কন্ধে মাতা কর আরোহণ॥ কন্যা ঠেকিলেন দায়২। কেমনে বিশেষ বার্ত্তা জিজ্ঞাসে লজ্জায়॥ নন্দী আভাযে বুঝিল২। যে রূপেতে গর্ব্ভবতী সকলি কহিল॥ কন্যা জিজ্ঞাসে তখন২। চিনিতে না পারি পিতা তুমি কোন জন॥ নন্দী কহে সমাচার২। তুমি যার বরকন্যা আমি দাস তাঁর॥ তুমি ডাকিলে যাঁহারে২। তব রক্ষা হেতু তিনি পাঠান আমারে॥ তাঁর অনুমতি ক্রমে২। যাইতে হইবে মাতা ভার্গব আশ্রমে॥ আমি কহিনু যেমন২। এ সব বৃত্তান্ত তাঁরে করাবে শ্রবণ॥ তিনি তোমার কারণে২। অহর্নিশি রন গৃহে চিন্তাযুক্ত মনে॥ পদ্মা ভাবিয়ে ব্যাকুল২। বলে কুলকুণ্ডলিনী কুলালেন কুল॥ যথা হৈমক কানন২। কন্যা সহ করে নন্দী তথায় গমন॥ রাখি কুঠির দুয়ারে২। বিশেষ করিয়ে বার্ত্তা কহেন কন্যারে॥ যাহা কালীর আদেশ২। আদ্যোপান্ত সেই সব কহিল বিশেষ॥ নন্দী লইয়ে বিদায়২।

সে স্থানে রাখিয়ে কন্যা স্বস্থানেতে যায়॥ বলে ভেবনা জননী২। গৃহেতে তোমার পতি নিদ্রাগত মুনি। তিনি তোমার কারণ২। সদত আছেন ব্যস্ত আসিবে কখন॥ উঠে এখনি তোমায়২। সমাদরে তুষিবেন কালীর কৃপায়॥ তুমি সুখে কর ঘর২। মিলায়ে দিলেন কালী মননীত বর॥ তথা রাখিয়ে কন্যারে২। চলিলেন শিবদূত শিবের গোচরে॥ পদ্মা জিজ্ঞাসে তখন২। কি নাম তোমার পিতা করাও শ্রবণ॥ দ্বিজ বনমালী কয়২। কালীর কিঙ্কর ওর নাম নন্দী হয়॥

মুনি সহ রাজকন্যার পরিচয়।

পয়ার। শুন রাজা যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য কথন। সুবর্ণ পালঙ্কে যার হইত শয়ন॥ শত শত দাসী আসি সেবিত যাহায়। অঞ্চল পাতিয়ে শয্যা করিল ধরায়॥ জনক জননী জন্ম স্থান জন্মাবধি। কভু তো না ছিল ছাড়া ভাবে নিরবধি॥ বিশেষে নিশির কষ্ট মরণ সমান। নিশি অবসানে কন্যা সুখে নিদ্রা জান॥ আশ্রম মধ্যেতে মুনি ছিলেন শয়নে। পোড়া চক্ষে নিদ্রা নাই নারী চিন্তা মনে॥ পাইয়ে পদ্মের ঘ্রাণ উন্মত্ত চকব। অতি ব্যস্ত উঠিলেন হইয়ে কাতর॥ দ্বার মুক্ত করিয়ে দেখেন মহীতলে। কনক-কমল পড়ে ধূলায় অঞ্চলে॥ নিকটে সরোজ প্রাপ্তে চেনা হয় দায়॥ গুণ২ গুণ রবে খুঁজিয়ে বেড়ায়॥ অনিমিষে নিরীক্ষণ করে বিলক্ষণ। মনে২ এই চিন্তা বাতুল যেমন॥ কভু না সম্ভবে কন্যা হবে মানবিনী। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলত্তমা ইনি॥ শারদা বরদা কিম্বা অন্নদা বা হয়। ডাকিনী যোগিনী বলে মনে নাহি লয়॥ অপ্সরী কিন্নরী কভু নাহি হয় জ্ঞান। তা হলে আসিবে কেন মম সন্নিধান॥ দেব উপদেব মধ্যে অবশ্য কে হয়। ভাগ্যফলে পাইয়াছি ছাড়া যুক্তি নয়॥ ইতস্তত অনুমান করিয়ে অন্তরে। নিকটে আসিয়ে বাক্য কন ভদন্তরে॥ " কে তুমি কামিনী

হেথা নিশি অবসানে। কোন জাতি কিবা নাম ধাম কোন স্থানে॥ মানবিনী হও যদি দেহ পরিচয়। দেব উপদেব হলে পলায় নিশ্চয়॥ হেরিয়ে তোমার রূপ ধৈর্য্য ধরা ভার। হিতে বিপরীত পাছে একে হয় আর॥ কপট করিয়া যদি কহ মিথ্যা বাণী। শাপেতে করিব ভস্ম ভালমতে জানি॥ শুনিয়ে কঠোর বাক্য মুনির বদনে। লজ্জারূপা রাখে লজ্জা ঢাকিয়ে বসনে॥ অধোমুখী পদ্মমুখী প্রণামের ছলে। অঞ্চল টানিয়া দিল আচ্ছাদন গলে॥ মৃদুস্বরে কন বাক্য আমি তব দাসী। বিধির নির্ব্বন্ধ হেতু এখানেতে আসি॥ পশ্চাতেতে পরিচয় কহিব সকল। সম্প্রতি জীবন বিনে জীবন চঞ্চল॥ ভূপতি দুহিতা আমি আপনার জায়া। বিবাহ না হতে গর্ভ বিধাতার মায়া॥ বিনা অপরাধে হয় কলঙ্ক আমার। সেই হেতু জননী করেন তিরস্কার॥ গলে রজ্জু দিতে আসি তাহার কারণ। শূন্যপথে যক্ষ এক করিল হরণ॥ বলাৎকার করিবারে গহনে নাবায়। ধর্ম্ম রক্ষা হেতু আমি ডাকি কালি-কায়॥ স্বাপক্ষ জগতমাতা হইয়ে আমারে। নন্দীরে পাঠান দুষ্ট যক্ষে বধিবারে॥ নিধন করিয়া যক্ষে নন্দী মহাবল। গর্ভের বৃত্তান্ত মোরে কহিল সকল॥ তেঁই সে গোপন বার্ত্তা হইল বিদিত। সম্প্রতি করুন প্রভু যা হয় বিহিত॥ স্মরণ করিলে মনে পড়িবে নিশ্চয়। ব্রহ্মলোকে গমন হইল যে সময়॥ সগর্ভা রমণী পাবে কন প্রজাপতি। তেঁই সে আমার এত ঘটিল দুর্গতি॥ ভেবে চিন্তে দেখ মনে কি দাগ ঘটিয়ে। নিক্ষেপ করিলে পদ্ম জাহ্নবীতে গিয়ে॥ জননী সহিত আমি গিয়ে গঙ্গাস্নানে। গর্ভবতী হইলাম সে পদ্ম আঘ্রাণে॥ সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম আর জান মহাশয়। কালীর আদেশে বার্ত্তা নন্দী মোরে কয়॥ প্রিয়সীর প্রীয় বাক্য করিয়ে শ্রবণ। রসে তনু ঢলঢল আনন্দিত মন॥ করে ধরি মুনিবর উঠায়ে বসান।

অলাবু পাত্রের বারি করালেন পান॥ গৃহেতে স্থাপিয়ে লক্ষ্মী মৃগচর্ম্ম পরে বাসনা মুনির শীঘ্র পূজা সাঙ্গ করে॥ কাতরা কামিনী হেরে দয়া উপজিল। বনমালী বলে তেঁই বিলম্ব হইল॥

মুনির বাজারে গমন এবং দ্রব্যাদি ক্রয়।

ত্রিপদী। উপসী রূপসী ঘরে, ঋষি ছটফট করে, মনে মনে ভাবেন কি হয়। বিনা অর্থে সব ফাঁকা, বিয়ে কৈলে চাই টাকা, গৃহস্থালি অর্থ ভিন্ন নয়॥ কোশাকুশি কুশাসন, শীত-বস্ত্র পুরাতন, ছিল মৃগচর্ম্ম খানি মাত্র। নিজে তিনি দিগাম্বর, পরিধান বাঘাম্বর, অলাবু কেবল জলপাত্র॥ রমণী নিদ্রিতা ঘরে, সেই অবসরে সরে, দ্বার বন্ধ করিয়ে গোপনে। যা ছিল সর্ব্বস্ব ধন, লইয়ে হলো গমন, বিক্রয় করিতে বাঞ্ছা মনে॥ বেচিয়ে সর্ব্বস্ব ধন, হইল যা উপার্জ্জন, মনে মনে ভাবেন কি করি। একে সে নারী যুবতী, তাহে পূর্ণ গর্ব্ভবতী, প্রথমে লজ্জায় পাছে মরি॥ বাজারে দেখেন দিব্য, দিব্য দ্রব্য নানা দ্রব্য, খাজা গজা মেঠাই সন্দেশ। কাঁচা গোল্লা মনহরা, রস-গোল্লা রসে ভরা, থালে থালে দোকানেতে বেশ॥ দাড়িম্ব কাঁঠাল জাম, পিয়ারা আতা বাদাম, নারিকেল চাঁপাকলা শশা। আর্‌সি চিরুণী মিসি, ভাল দেখে লন ঋষি, আতর গোলাব মাতাঘসা॥ ফিরে তো গিয়েছে চাল, ক্রয় করে মিহি চাল, দারিদ্রের আশা অতি ভারি। মেছুনী নিকটে গিয়ে, মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়ে, ছানা পোনা লন ভারি ভারি॥ কিনিতে বাঞ্ছা ঢাকাই, সঙ্গতি কিছুই নাই, দেখে শুনে লাগিল চটক। পেয়েছিল টাকা জটা, ফুরাইয়ে গেল তটা, রমণীর মরি কি কুহক॥ এলাচ লঙ্গ কর্পূর, জুয়ান ধনে প্রচুর, পান আর পানের মসালা। ফুলল-চন্দন চুয়া, খদির এলাচ গুয়া, লন ভুলাইতে রাজবালা॥ আসিয়ে গঙ্গার পারে, কিনে

লয়ে যান ধারে, দধি দুগ্ধ ছানা গাওয়া ঘৃত। মস্তকে লইয়ে ঝুড়ি, চলিলেন গুড়ি গুড়ি, ভাবি কর্ম্মে বিষম বিব্রত॥ পথে আসিতে২, মিলে গেল আচম্বিতে, আচম্বিতে নামিনী কামিনী। কথায় কথায় তার যেমন খুরের ধার, কত রঙ্গ জানেন রঙ্গিনী॥ চাবি সিকলি কটিপরে, গোলা মিসি ওষ্ঠাধরে, গলায় দোলায় দিব্য দানা। পুরুষ দেখিলে ঘেঁসে, কয় কথা হেসে হেসে, যেন কত কাল আছে জানা॥ ঠকে ঠকাইতে চায়, বাক্যে মুণ্ড ঘুরে যায়, আগামি মাহিনা লয় হাতে। তাহারে পাইয়ে মুনি, বাহাল করে অমনি, ঝুড়িটি আনিয়ে দেন মাথে॥ উভয়েতে একন্তরে, চলেন অতি সত্তরে, পথ দেখে না চলেন মুনি। দ্বিজ বনমালী কয়, আস্তে যেও মহাশয়, নিদ্রাগত আছেন রমণী॥

মুনি কর্ত্তৃক রন্ধন ও রাজকন্যার ভোজন।

পয়ার। দাসীর সহিত ঋষি বাজার করিয়ে। উপনীত হন নিজ আশ্রমে আসিয়ে॥ একাকিনী নারী গৃহে স্থির হওয়া ভার। ব্যস্ত হয়ে দেখিলেন মুক্ত করি দ্বার॥ দর্শনে কৃতার্থ কন্যা আছিল শয্যায়। এলো৹থেলো কুণ্ডল অম্বর নাহি গায়॥ পূর্ব্বে নিরক্ষণ না হইল ভাল অঙ্গ। বিকশিত পদ্ম হেরে মাতিল মাতঙ্গ॥ মনে২ হয় আশা আশা পূর্ণ করে। পুরুষ পরশে নারী উঠিল শিহরে॥ বিনয় করিয়ে কয় ধরিয়ে চরণ। পূর্ব্বেতে বলেছি কষ্ট নিশির যেমন॥ অদ্যাপি অন্তরে মম জাগিছে হুতাস। কিবল মাত্র লাগে ভাল ব্যজন বাতাস॥ এসেছি যখন দাসী দাসীত্ব করিব। যখন যেমন আজ্ঞা অবশ্য পালিব॥ বিধাতা কর্ত্তৃক নিযোজিত এই দাসী। সেবিব যুগল পদ মনে অভিলাষী॥ সতীর কিবল গতি পতি ভিন্ন নাই। জাতি কুল লজ্জা ভয় সব পতি ঠাই॥ পরাধীনা নারীজাতি পরে প্রাণ দিয়ে। পরের মরণে মরে অনলে পুড়িয়ে॥ শুনিয়ে

নারীর বাক্য তুষ্ট মনে২। আনিয়ে সুস্নিগ্ধ দ্রব্য খাওয়ান যতনে॥ সে দিন বর্জ্জন করে সন্ধ্যা গায়ত্রিরে। করিতে পাকানুষ্ঠান কহেন দাসীরে॥ মূর্ত্তিময়ী সাক্ষাতেতে কিসের ভাবনা। অপর দেবতা কেন করিবে অর্চ্চনা॥ জপিবারে মূলমন্ত্র জপেন রমণী। হৃদপদ্মে দেখে পদ্ম ধ্যান অন্তে মুনি॥ স্বহস্তে রান্ধিয়ে ভোগ আনিয়ে ত্বরায়। সম্মুখে দাণ্ডায়ে ইচ্ছা সহস্তে খাওয়ায়॥ পতির দেখিয়ে ভক্তি সতী ভাবে মনে। ঘটিল বিষম দায় কি করি এক্ষণে॥ দাসী উপলক্ষ কন্যা কন হাসি২। প্রসাদ পাইব অদ্য মনে অভিলাষী॥ সে কথা শুনিয়ে ঋষি আনন্দিত মনে। পঞ্চগ্রাসী হইয়ে উঠেন তৎ-ক্ষণে॥ কিবল আহার মাত্র খড়কে সে দিন। নিকটে দাণ্ডান গিয়ে যেন অতি দীন॥ বিনয় করিয়ে কন কাতর হইয়ে। ভোজনেতে রাজবালা বসুন আসিয়ে॥ পুরুষ দেখিয়ে নারী আহার না করে। সেই হেতু সব দ্রব্য দেন একত্তরে॥ নিকটে বসিয়ে দাসী সাধিয়ে খাওয়ায়। ভোজনান্তে তাম্বুলাদি আনিয়ে যোগায়। পুনরায় রাজবালা করেন শয়ন। নিযুক্ত হইল দাসী সেবিতে চরণ॥ হাসি হাসি ঋষি আসি বসেন শয্যায়। সময় পাইয়ে দাসী ভোজনে তথায়॥ সবে মাত্র কুঁড়ে খানি স্থান নাহি আর। ভোজন করিয়ে দাসী এলো পুনর্ব্বার॥ পরস্পারে সে দিন নূতন তিন জন। সন্তুষ্ট হইয়ে করে মিষ্ট আলাপন॥ হরিষে বিষাদ মুনি ভাবে মনে মনে। রমণী সহিত হেথা রহিব কেমনে॥ বসিতে আসন নাহি শুতে নাহি শয্যা। কেমনে রহিবে মান উপজিল লজ্জা॥ দ্বিজ বনমালী বলে ভাব কেন আর। রমণীর পয়ে দুঃখ ঘুচিল তোমার॥

বাটী খরিদার্থে পতিকে অঙ্গুরী প্রদান।

পয়ার। ভোজনান্তে শ্রান্ত হয়ে ঋষি ভাবে মনে। দারা সহ অরণ্যেতে রহিব কেমনে॥ রমণী কুলের কাল সদা অবি-

শ্বামী। বিশেষে রূপসী হলে অনেকে প্রয়াসী॥ একেতো যক্ষের ধন রক্ষা পাওয়া ভার। দারিদ্রের কর্ম্ম নয় হস্তি পালিবার॥ মৃগয়ার ছলে হেথা এসে কতজন। ছলে বলে কি কৌশলে করিবে হরণ॥ গৃহীর উচিত বাস গৃহীর নিকটে। অনাসে উদ্ধার হয় পড়িলে সঙ্কটে॥ এই রূপ যুক্তি মুনি স্থির করি মনে। বিনয় করিয়ে কয় শুন চন্দ্রাননে॥ অরণ্য মধ্যেতে বহু হিংস্রবের ভয়। তব সহ এখানেতে থাকা যুক্তি নয়॥ নগর মধ্যেতে গিয়া বাটী ভাড়া লয়ে। একান্ত মানস তথা থাকিব উভয়ে। অর্থ ব্যায়ে পাওয়া যায় ভাল অট্টালিকা। দাস দাসী রাখা যাবে পাচক পাচিকা॥ কথার ছলেতে কন্যা বুঝিল অমনি। ভাগ্যফলে পাই পতি অর্থ হীন মুনি॥ ঈষৎ করিয়ে হাস্য পতিরে চাহিয়ে। হীরক অঙ্গুরী এক দেন খসাইয়ে॥ কহেন ইহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা হয়। বিক্রয় করিয়ে দ্রব্য কর গিয়ে ক্রয়॥ মণিব অঙ্গুরী প্রাপ্তে মুনির বিস্ময়। অন্য অভরণ মূল্য না জানি কি হয়॥ তবে আর কি ভাবনা দুঃখ গেল দূর। ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ হইল প্রচুর॥ ব্যস্ত হয়ে যান মুনি সন্তোষ অন্তরে। অঙ্গুরিটী দেন এক জহরির করে॥ জিজ্ঞাসা করেন মূল্য কত পাওয়া হয়। লক্ষ মুদ্রা দাম তাঁরে জহরিতে কয়॥ কসাকসী করিবারে বাড়ে পাঁচ হাজার। সেই টাকা লয়ে মুনি করেন বাজার॥ না জানি অর্থের গুণ প্রকাশ কেমন। সন্তাদরে ভাল দ্রব্য সাধে কতজন॥ সুরধুনী তীরে বাড়ী বিচিত্র নির্ম্মাণ। তখনি হইল ক্রয় তখনি সাজান॥ দাস দাসী দৌবারিক পাঠক ব্রাহ্মণ। স্বস্থানে নিযুক্ত হন আসি দ্বিজগণ॥ হাসি২ প্রতিবাসি আসিয়ে তথায়। পরস্পরে অনেকেতে উদ্যোগ যোগায়॥ সেই দিন শুভদিন হয়ে গেল স্থির। শুভ যাত্রা সন্নিধানে হইয়ে মুনির॥ নিশিযোগে হবে যাবে ব্রাহ্মণ ভোজন। প্রতিবাসীগণে দ্রব্য করে আহরণ॥ লক্ষ মুদ্রা সুদিখাতে রহিল গচ্ছিত। অবশিষ্ট ধনে হয় সর্ব্ব

দ্রব্য স্থিত॥ রমণী আমিতে ঋষি করেন গমন। স্নান আরোহণে যান আনন্দিত মন॥ ঋষি মুচে বাবু হন নব অনুরাগে। দৌবারিক ধায় কত পাল্‌কির আগে॥ পরিল ঢাকাই ধুতি জরি যুতা পায়। দাড়ি মুড়াইতে মুনি নাহি চেনা যায়॥ ওখানে রাজনন্দিনী দাসী সমিভ্যারে। পতির বিলম্বে গৃহে স্থির হতে নারে॥ মনে২ কত চিন্তা হতেছে উদয়। ঠকেতে ঠকায়ে ধন লইল নিশ্চয়॥ এক দৃষ্টে রাজপথ করে নিরক্ষণ। হেনকালে ঋষির হইল আগমন॥ রূপ হেরে রূপসী না চেনেন তাহায়। ভয়েতে কাতরা হয়ে গৃহেতে পলায়॥ কিবল সে দিন মাত্র দেখা একবার। বিশেষে মাহিক দাড়ি চেনা অতি ভার॥ দর্পণে হেরিলে মুখ আপনি বিস্ময়। নারীর কি দিব দোষ পেতে পারে ভয়॥ সে ভাব বুঝিয়ে মুনি নিকটেতে আসি। ভয় নাই ভয় নাই কন হাসি২॥ অঙ্গুরী বেচিয়ে যাহা পাইলাম ধন। তাহাতে হইল দ্রব্য সর্ব্ব আহরণ॥ কিনিয়াছি অট্টালিকা সুরধুণী ধারে। শুভ যাত্রা কর ধনী স্মরিয়ে দুর্গারে॥ শ্রবণ মাত্রেতে কন্যা আনন্দিত মন। শুভ যাত্রা করিলেন পতির সদন॥ উপস্থিত হয়ে মুনি সন্তোষ অন্তরে। কন দেখ দেখি মনে ধরে কি না ধরে॥ দাসী সহ রূপসী করেন নিরক্ষণ। সহস্তে সাজান গৃহ যেখানে যেমন॥ যেরূপে শয়নাগার সাজান রমণী। হেরিয়ে মুনির মন টলিল অমনি॥ প্রতিবাসি কুলকন্যা করে নিমন্ত্রণ। চর্ব্ব্য চষ্য লেহ্য পেয় করান ভোজন॥ বচনে সন্তুষ্ট করে করেন বিদায়। ধন্য২ ধন্য বলে সবে গৃহে যায়॥ কেহ বলে না দেখেছি এমন সুন্দরী। কেহ বলে ইহার বালাই লয়ে মরি॥ এই রূপে প্রশংসা করিয়ে নারীগণ। আমোদ প্রমোদ করে করিল গমন॥ ওখানেতে মুনিবর অতি সমাদরে। বিদায় করেন দ্বিজে দক্ষিণান্ত করে॥ ভোজনান্তে সকলেরে করেন বিদায়। ব্যস্ত ঋষি মিছামিছি নিশি বয়ে যায়॥ রমণীরে কন প্রীয়ে করগে ভোজন। আজকের দিন

হয় সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ পতি বাক্য শুনি সতী ভোজন করিল। দ্বিজ বনমালী বলে বাসনা পূরিল॥

সতী পতির মিলন।

ত্রিপদী। ব্যস্ত হয়ে বিনদিনী, বাঁধায়ে বান্ধেন বেণী, বিনদের বিনয় শুনিয়ে। বেশ ভুষা বেশ করে, বিচিত্র বসন পরে, আতর গোলাপ তাতে দিয়ে॥ হীরক বলয় সাতে, হীরার বাউটি হাতে, মণিময় সব আভরণ। থরে থরে ভাল মতি, স্থানে২ পরে সতী, জ্যোতি জিনি রবির কিরণ॥ চন্দ্র সম চন্দ্রহার, নিতম্বেতে কি বাহার, পয়োধরে উত্তম কাঁচুলী। তাম্বুল চিহ্ন অধরে, গোলা মিশি উষ্ঠাধরে, ভালে নেত্রে সিন্দূর কজ্জলি॥ পায়ে হীরাকাটা মল, কর্ণেতে শোভে কুণ্ডল, নাসাগ্রে দোলে গজমতি। পদ্মগন্ধ সেই গায়; চন্দনে চর্চ্চিত তায়, জিনিতে চলেন রতী পতি॥ মৃদু২ হাসি হাসি সুধাংশু বদনী আসি, সর্জ্জা করে বসেন শয্যায়। হেন কালে মুনিবর, হইয়ে অতি সত্তর, প্রবেশ করিতে গৃহে যায়॥ প্রথমেতে নেত্র শরে, পড়িয়ে মুনি শিহরে, রমণী দেখিয়ে লজ্জা পান। বসনে ঢাকি বদন, তখনি করে শয়ন, দাসীগণ বুঝিয়ে পলান॥ নারীর ছলনা ভারি, জানেন কত চাতুরী, প্রথমেতে করেন ছলনা। অগ্রেতে না কথা কয়, নয়ন মুদিয়ে রয়, যেন অতি ধর্ম্ম পরায়ণা॥ পতিতো পণ্ডিত ভারি, নিজে তিনি ব্রহ্মচারি, জনমে না হয় নারী সঙ্গ। জানেন কিবল যোগ, না জানে কভু সংযোগ, দেখে তার হইল আতঙ্ক॥ সাহসে করিয়ে ভর, পয়োধরে দেন কর, রমণী অমনি শিহরিল। ছি ছি ছি ছি ছি বলে, মিছামিছি ক্রোধ ছলে, বলেন যোগিনী কোথা গেল॥ কোথায় রুদ্রাক্ষ মালা, কে নিলে বিভুতি ডালা, কারে দিলে শয্যা কুশাসন। তব ধর্ম্ম যোগাচার, কেন কর অত্যাচার, বাঘাম্বর ছাড় কি কারণ॥ শুনিয়ে নারীর

বাণী, হেসে ঢলে পড়ে মুনি, কন শুনহ যোগেশ্বরী। যার তরে করি যোগ, সেই করে অনুযোগ, বল কিসে যোগ সিদ্ধ করি॥ করিয়ে সমাধি যোগ, পেলাম মাহেন্দ্রযোগ, নিশি যোগ যায় ফুরাইয়ে। বিনে তব মনযোগ, কেমনে হবে সংযোগ, দেহ শীঘ্র যোগ শিখাইয়ে॥ এইরূপ কথান্তরে, উন্মত্ত পরস্পরে, ক্রমেতে যুদ্ধের হয় সজ্জা। বসনে বদন ঢেকে, থেকে২ একে একে, দূরে পলাইল ভয় লজ্জা॥ মরি২ কিবা সদ্য, রণসাজ সাজে পদ্ম, বনমালী রচে ছন্দ হয়। ব্যাস মুখে যুধিষ্ঠির, শ্রবণে হেসে অস্থির, ধন্য ধন্য বলেন কন্যায়॥

সতী পতির সংগ্রাম।

তোটক ছন্দ। ঋষি তনয় বিনয় করে ধরে। রমণী অমনি ভয়েতে শিহরে॥ পতি সম্ভোগ কি ভোগ জানে না সে। কেমনে মাতিবে রতি রঙ্গ রসে॥ মুখপদ্ম তাহদ্দ প্রফুল্ল ছিল। পতি সঙ্গ আতঙ্ক তাপে শুখাল॥ পদ্মিনী কাতরা ভ্রমরার ভয়ে। মধু আশে পশে কমল হৃদয়ে॥ কর পদ্ম দিয়ে পদ্ম কলিকাতে। মাতিল ভ্রমরা পদ্মের ঘ্রাণেতে॥ রমণী অমনি শিহরে উঠিয়ে॥ বলে ছাড় ছাড় নাথ মরি ভয়ে॥ রক্ষ রক্ষ পতি আমি দাসী তব। জানিনা কেমনে রতি দান দিব॥ তুমি এই রসে যদি পণ্ডিত হও। বিকসিত হলে বসিবে মহাশয়॥ আমি পদ্ম তুমি অলি জানি ভাল। সময়ে ফলালে ফলিবে সুফল॥ এখন কলিকা দেখনা নয়নে। মকুলে বসিলে রস পাবে কেনে॥ কাতরে পতিরে কহিছে তখনি। যেমন বুঝিবে করিবে আপনি॥ ভ্রমরা অমনি কমলে পশিল। ঘন ঘন শ্বাসে বদন উঠিল॥ রুণু ঝুনু বাজিছে ঘুঙ্গুর পায়। কি বাহার চন্দ্রহার দুলিতেছে তায়। সতী পতি দোহে সমরে মাতিল। এলো থেলো হলো বসন কুন্তল॥ লজ্জা প্রাপ্তে লজ্জা

অতি দূরে পলায়। নিতম্ব বসন খসে নিতম্ব যায়॥ সহলে মহলে প্রবেশে যখনি। আহা উহু করে কত কান্দে ধ্বনি॥ পর স্পরে দোহে সুখ লাভ আশে। রগড়ারগড়ি করে কামরসে॥ করুণা কর না কর ভয় মনে। রস ইক্ষু কি দেয় বিনা পীড়নে॥ রমণী অমনি ভয় ত্যজে দূরে। বিপরীত রীত ত্বরিত উপরে॥ উভয়ে সে দিনে অতি লভ্য বৃতি। বিলম্ব হইলে প্রদানে আহুতি॥ সতী পতি দোহে ভাসিল আনন্দে॥ দ্বিজ বনমালী রচে তোটকের ছন্দে॥ যুধিষ্ঠির কন ব্যাস মুনিবরে। রাজা রাণী থাকে কেমনেতে ঘরে। বিশেষ করিয়ে কহ কি হইল। কন্যা অন্বেষণে দূত কে চলিল॥ পরাসর স্মৃত কহে সত্য ভাসা। ধর্ম্মপুত্র যাহা করেন জিজ্ঞাসা॥

কন্যা অদর্শনে রাণীর নিকট দাসীর পরিচয়।

পয়ার। শয্যায় কন্যায় না হেরিয়া সুলোচনা। মনে মনে উপজিল অপার ভাবনা॥ ইতঃস্তত রাজপুরী করি অন্বেষণ। রাণীর নিকটে যায় বিষণ্ণ বদন॥ কান্দিতে কান্দিতে কয় শুন ঠাকুরাণী। হবে হেন সর্ব্বনাশ অগ্রেতে না জানি॥ তোমার নিকট হইতে হইয়ে বিদায়। গত রজনীতে কন্যা কিছু নাহি খায়॥ না করে কাহার সনে বাক্য আলাপন। নিকটে যাইতে দাসী সকলে বারণ॥ কারণ বুঝিয়ে আমি সেবিবার ছলে। বিনয়ে বুঝাই কত বসে পদতলে॥ ছলনা করিয়ে মোরে কহেন সুন্দরী। শিরো রোগে যায় প্রাণ মরি মরি মরি॥ ঔষধি প্রদানে কত করি প্রতিকার। চন্দন লেপন করি মস্তকে কন্যার॥ কতই চিকিৎসা করি কতই প্রকারে। সে যে রোগ রোগ নয় ঔষধে কি সারে॥ কেবল ভক্ষণ করে জল আর পান। নিশি অবসানেতে কপট নিদ্রা যান॥ নিশ্চয় তাহারে আমি নিদ্রিতা জানিয়া। শয়ন করিয়াছিলাম পদতলে গিয়া॥ প্রভাতে উঠিয়ে পুনঃ দেখিতে না পাই। পরস্পরে সকলেরে

জিজ্ঞাসিতে যাই॥ কোন স্থানে কার কাছে না পেয়ে সন্ধান। আসিয়াছি রাজমাতা তব সন্নিধান॥ ভাল মন্দ বিবেচনা কর রাজেশ্বরী। দাসী জাতি মূঢ়মতি অল্প বুদ্ধি ধরি॥ সুলোচনা বাক্য শুনি রাণী সুলোচনা। ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ শোকেতে মগনা॥ মস্তকে পড়িল বজ্রাঘাত আকস্মাৎ। কপালে কঙ্কন হানি করে রক্তপাত॥ ধরায় পড়িয়ে কান্দে ধরাপতি জায়া। ধরাধরি করে তোলে দাসী বিশ্বমায়া॥ মনের দুঃখেতে দাসী কান্দিতে কান্দিতে। তখনি চলিল ভূপে সমাচার দিতে॥ দ্বিজ বনমালী বলে ভাবনা কি তার। নিদান সময় কালে দুর্গা নাম সার॥

ভূপতির নিকট দাসীর গমন এবং পরিচয়।

পয়ার। বিশ্বমায়া মায়ায় মোহিত মহীপতি। ভাল বাসা মহিষীর প্রিয়ত্তমা অতি॥ বিচেতনা প্রায় হেরি রাজার বণিতে। সেই গিয়ে কয় বার্ত্তা নৃপতি সহিতে॥ সজল নয়না দাসী হেরিয়ে রাজন। মনে২ হয় চিন্তা বিপদ লক্ষণ॥ জিজ্ঞাসা করেন রাজা হইয়ে চঞ্চল। কেন কেন বিশ্বমায়া এলি হেথা বল॥ কি জন্যে চঞ্চল চিত্র নেত্র ছল ছল। ভাল মন্দ সমাচার শীঘ্র বল বল॥ বিনয় করিয়ে দাসী কহেন বচন। অন্তঃপুরে একবার করুন গমন॥ বিশেষ শুনিয়ে তথা পাইবে দেখিতে। গোপণীয় বার্ত্তা হেথা না পারি কহিতে॥ নৃপতি দুঃখিত অতি দাসী নিরীক্ষণে। আর কি থাকেন রাজা রাজ সিংহাসনে॥ ব্যস্ত হয়ে ধরাপতি নাম্বি ধরাতলে। অবিলম্বে উপনীত রাণীর মহলে॥ দূরে হইতে শুনিলেন ক্রন্দনের ধ্বনি। নিকটে দেখেন পড়ে ধরাপরে ধনি॥ কি হলো কি হলো বলে করেন জিজ্ঞাসা। ভয়প্রাপ্তে দাস দাসী নাহি কয় ভাসা॥ বিশ্বমায়া প্রতি ভূপ করেন আদেশ। আদ্যপান্ত সেই দাসী কহে সবিশেষ॥ শুনিয়া

কন্যার গর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। মনদুঃখে মহীপতি মৃত্যু প্রায় রয়॥ সম্মুখে কন্যার দাসী সুলোচনা ছিল। আরক্ত নয়নে তারে ভূপ জিজ্ঞাসিল॥ কহ২ সুলোচনা কহ সুসংবাদ। মনে মনে মম সনে আছিল কি বাদ॥ সময়ে কলালি কল ভাল কল করে। সমুচিত প্রতিফল নে এসে সত্বরে॥ গোপনে গোপনে ভাল ঘর মজাইলি। কহ সত্য কারে কন্যা মিলাইয়ে দিলি॥ অবলা বলাস তুই অফলা ফলাস। অবলা কুলের বালা অনাসে ভুলাস॥ ভাল যদি চাস শীঘ্র এনেদে কন্যারে। নতুবা বধিব বেটী কে রাখে তোমারে॥ তুই অনর্থের মুল কুল বিনাশিনী। কেন লো হারামজাদী হারাম খাইলি॥ বিদায় করিব চুণ কালি মুখে দিয়ে। গঙ্গা পার করে দিব মাথা মুড়াইয়ে॥ শ্রবণে কন্যার কথা জ্বলে যত প্রাণ। সহস্তে লইয়ে খড়্গ কাটিবারে যান॥ বিষম চণ্ডাল ক্রোধ অন্তরে পশিল। স্ত্রী হত্যা পাতক ভয় দূরে পলাইল॥ পাত্র মিত্র গণ আসি অসী লয় কেড়ে। দ্বারপালে কটু কন দাসীগণ ছেড়ে॥ দ্বিজ বনমালী কয় মিছা কর রোষ। ভাল মন্দ ফলা ফল অদৃষ্টের দোষ॥

দ্বারপালের প্রতি ভূপতির ভৎর্সনা।

মালঝাঁপ। মহীপাল, যেন কাল, দ্বারপালে ঝোকে। বলে বেটা, মনাকাট, মারি ঝেটা তোকে॥ তোর ভার, রাখা দ্বার, সাধ্যকার এসে। কোন চোরে, চুরি করে, দিবে নিশে॥ জমাদ্দার জোয়ারোয়ার, হেতিয়ার করে। যেন ঢোল, করে রোল, গণ্ডগোল করে॥ এই ছার, কর্ম্ম আর, করে কার বাপে। নাহি ত্রাণ, অপমান, ভয়ে প্রাণ কাঁপে॥ জরু নিয়ে চলে জেয়ে, থাকি গিয়ে দেশে। একি কাল, মহীপাল, চোর বলে শেষে॥ মিছে সাজা, দেয় রাজা, পরে মজা করে। বলে জোরে ডেকে মোরে, এনে দেরে ধরে॥ একি দায়, হায়

হায়, জান যায় ডরে। যেতে পেলে, কোন ছলে যাই চলে ঘরে ॥ দ্বারি কয় মহাশয়, কিবা কয় বল। কোন বেটা, এলো চোট্টা, কিবা লোটা হল ॥ হামি দিন, সিংহদীন, রাতদিন রই। কুছ নাই, দেখা পাই, ভাবি চোর কই। রাজা বলে, কোন ছলে, কে আনিলে কারে। কোন বেটা, ভারি ঠেটা, রাখে কেটা তারে ॥ মম কন্যা, রূপে ধন্যা, নয় সামান্যা মেয়ে। কি প্রকারে, তারে হরে, কোন চোরে যেয়ে ॥ হুজুরে বিনয় করে, জমাদ্দার কয়। এত কায, মহারাজ, ছোটা কায নয় ॥ চোর ধরে, আনিবারে, যাই করে রোস। ক্ষমা কর, দণ্ডধর, নাহি মোর দোষ ॥ ক্রোধে অতি, ক্ষিতি পতি, শীঘ্রগতি ধায়। দেখে রাণী একাকিনী, উন্মাদিনী প্রায় ॥ কোপ ভরে, দাসী ধরে, মারিবারে চলে। সবিনয়ে, রাণী গিয়ে বুঝাইয়ে বলে ॥ এরা দাসী, নয় দোষী, অভিলাষী মনে। বনমালী, বলে কালী, কি হবে মরণে ॥

ভূপতি নিকটে রাজ্ঞীর পরিচয়।

আক্ষেপ উক্তি পয়ার।

অতি ক্রোধ ভরে রায়২। লয়ে অসি দাস দাসী কাটিবারে যায় ॥ হয়ে ভয়েতে কম্পিত২। বলে তারা রাখ তারা কর না বঞ্চিত ॥ রাণী দেখিয়ে তখন২। চরণে পড়িয়ে আসি করে নিবারণ ॥ বলে শুন মহারাজ২। ভাল মতে জানি নহে দাসীর এ কায ॥ কেন স্ত্রী হত্যা করিবে২। ইহকালে অপযশ পরেতে মজিবে ॥ এত মম কর্ম্ম ফলে২। হারালাম প্রিয় কন্যা গালি দিই বলে ॥ দেখে গর্ব্ভের লক্ষণ২। নারিতো বুঝিতে নারি তাহার কারণ ॥ আমি না বলে তোমায়২। প্রথমে দেখাই বৈদ্য রোগ অভিপ্রায় ॥ জানি কন্যা গুণ-বতী২। কেমনে সম্ভব হয় হবে গর্ব্ভবতী ॥ তারে জানিতাম মনে২। সতীকন্যা সতী লক্ষ্মী রাষ্ট জগজ্জনে ॥ পরে সকলেতে

কয়২। দেব উপদেব কেহ করেছে আশ্রয়॥ আমি ভৌতিক ভাবিয়ে২। বিধিমতে করি চেষ্টা রোজা ডাকাইয়ে॥ তাতে কিছুই না হয়২। স্বস্ত্যানে ব্রাহ্মণে অর্থ ফাঁকি দিয়ে লয়॥ মনতুঃখে মরি জ্বলে২। না জেনে দিলাম গালি মর২ বলে॥ বুঝি তাহারি কারণ২। বিবাগিনী হয়ে কোথা করিল গমন॥ সে যে অঞ্চলের নিধি২। দিয়ে কেন হরে লয় নিদারুণ বিধি॥ মরি ধিক্ এ জীবনে২। আঁটকুড়ি হয়ে গৃহে থাকিব কেমনে॥ মম এই নিবেদন২। ত্বরায় আপনি গিয়ে কর অন্বেষণ॥ মম হেন মনে লয়২। অভিমানে কোন স্থানে গিয়েছে নিশ্চয়॥ আমি অন্নদার ঘরে২। অনসন রব যোগে দেখি মা কি করে॥ এতো তাহারি ঘটনা২। নতুবা গর্ব্বিণী কেন নবীনা ললনা॥ পদ্মগন্ধা মোর সতী২। কি হেতু ঘটিবে তার এমন তুর্ম্মতি॥ যোগে ত্যজিব জীবন২। দেখিব মায়ের মায়া আছয়ে কেমন॥ নহে অন্যের এ দোষ২। মিছামিছি কর প্রভু দাসী প্রতি রোষ॥ শুনি রাণীর বচন২। দাসী প্রতি করে রাজা ক্রোধ সম্বরণ॥ দ্বিজ বনমালী কয়২। সে যে কন্যা দেবী কন্যা তার কিবা ভয়॥

কন্যা অন্বেষণে ভূপতির গমন।

পয়ার। মন্ত্রীবর্গ লয়ে রাজা করেন মন্ত্রণা। কি রূপে ঘটিল হেন তুর্ঘট ঘটনা॥ পাত্র মিত্র সভাশত শত২ লোক। সুক্ষ্ম বুদ্ধি সভাকার সুক্ষ্ম বিবেচক॥ পরস্পরে কয় সবে বিতর্ক করিয়া। ক্রমে২ সকলেতে উঠিল কহিয়া॥ সহসা আসিতে হেথা যমদূত ত্রাশে। দেব উপদেব ভিন্ন অন্য কেবা আসে॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ নর হয়। করিলে বি-হিত চেষ্টা জানিব নিশ্চয়॥ এক্ষণে উচিত হয় লইতে সন্ধান। জম্বুদীপ মধ্যে কন্যা আছে কোন স্থান॥ সত্বর রাজার চর

যাগ অন্বেষণে। অদ্যাপি জীবিতা আছে হেন লয় মনে॥ রাজ্ঞীরে অর্পিয়া রাজ্য তখনি রাজন। কন্যা অন্বেষণে যান সঙ্গে সৈন্যগণ॥ অঙ্গ বঙ্গ সৌরাষ্ট্র দ্রাবিড় আদি করে। খুজিতে রাজার চর ভ্রমে সর্ব্বত্তরে॥ হয় হস্তি রথী রথ সেনা চতুরঙ্গ। লইয়ে চলেন রাজা চড়িয়ে তুরঙ্গ॥ পক্ষ সম উড়ে যেন পক্ষরাজ হয়। যুতে২ চলে হস্তি কে করে নির্ণয়॥ কোন মতে কোন স্থানে না পায় সন্ধান। জীবনে নাহিক বেঁচে হয় অনুমান॥ পরে শুন যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য কথন। মহীপতি মহী-তলে করয়ে ভ্রমণ॥ বহু দিনান্তরে রাজা না পায়ে কন্যারে। সদেশে করেন যাত্রা সৈন্য সমিভ্যারে॥ তপন তাপে তাপিত সব সৈন্যগণ। জিবন বিহনে হয় অস্থির জীবন॥ পথি মধ্যে হেরিল উত্তম সরোবর। উদ্যান সহিত স্থান অতি মনোহর॥ পিপাসিত হয়ে সবে দ্রুতগতি গিয়ে। জলপান করে আসি তাহে প্রবেশিয়ে॥ হেনকালে দ্বারপাল দেখিয়ে নয়নে। নিষেধ করিল কত যাইতে উদ্যানে॥ নৃপতি আদেশ প্রাপ্তে যত সৈন্যগণ। সবলে নাম্বিল জলে খাইতে জীবন॥ গন্ধর্ব্ব উদ্যান সেটা আগে জানে নাই। শ্রুতমাত্র দুষ্ট উপনীত সেই ঠাঁই॥ সবলে আসিয়া তথা করে আক্রমণ। নৃপতির করে করে সে করে বন্ধন॥ আজ্ঞা অনুসারে তাঁর আসি যত সৈন্য। রাজ সৈন্য বধে করে উচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন॥ পরাক্রম হেরে যারা অবশিষ্ট ছিল। হয় হস্তি অর্থ ছেড়ে ভয়ে পলাইল॥ নৃপতিরে কারাবদ্ধ করিয়ে দুর্জ্জন। সবলে হরণ কৈল যত রাজ্যধন॥ অবশিষ্ট দাস দাসী পলায় সত্বরে। রাণী গিয়ে রহিলেন জনকের ঘরে॥ পশ্চাতে একত্র সবে হইবে মিলন। দ্বিজ বনমালী বলে শুন সর্ব্বজন॥

পদ্মগন্ধার সাধ ভোজন এবং পুত্র প্রসব হওন।

পয়ার। ওখানেতে মুনি মুনিপত্নী একত্তরে। আনন্দ

সাগরে ভাসে আনন্দনগরে॥ একে নবিনা যুবতী নব গর্ব্ভ বতী। খাইতে উত্তম দ্রব্য বাঞ্ছা করে সতী॥ নিখুতি জেলাপি খাজা মেঠাই সন্দেশ। কটু.তিক্ত কসায়ন দ্রব্যাদি অশেষ॥ আজ্ঞা অনুসারে মুনি যোগান সকল। কাঁচা পাকা ফল মূল যতই অম্বল॥ নব রসে নিত্য খেলা নাহিক বিশ্রাম। অহর্নিশি রাসক্রীড়া মদন সংগ্রাম॥ আছয়ে পদ্ধতি নব্য গর্ব্ভিণী যেমন। ভাজা কাঁচা পাকা সাধ দেয় কন্যাগণ॥ রমণীর পয়ে মুনি হন ভাগ্যবান। যথেষ্ট করেন ব্যয় বাড়াইতে মান॥ ধন্য২ বলে যত প্রতিবাসীগণ। নিত্য করে নিত্যকৃত্য বিধান যেমন॥ ক্রমেতে প্রসব কাল হইল নারীর। কেমনে দু ঠাঁই হয় ভাবনা মুনির॥ প্রতিবাসি কুল কন্যা ধাত্রী কত জন। ডাকিবা মাত্রেতে সবে উপনীত হন॥ আসিয়ে কষ্ট বেদনা পষ্ট দেখা দিল। শ্রীদুর্গা শরণে মুনি অমনি বসিল॥ শুভলগ্নে শুভক্ষণে পদ্মগন্ধা নারী। প্রসব হইল পুত্র ধন্য বলিহারি॥ ভাগ্যফলে ভার্গবের হইল নন্দন। কিবা অপরূপ রূপ ভুবনমোহন॥ দিন২.বাড়ে শিশু যেন শুক্ল শশী। জ্ঞান হয় পূর্ণচন্দ্র কপালেতে বসি॥ আটকৌড়া ষষ্ঠীপূজা নিয়মানু-সারে। সাধ পুরাইয়ে মুনি ঘটা করে সারে॥ জননীর পূর্ব্ব দুঃখ হৈল নিবারণ। রাখিল পুত্রের নাম তাই নিবারণ॥ সতী পতি উভয়ের উপজিল সুখ। সর্ব্ব সুখ দূরে গেল হেরে চাঁদমুখ॥ ক্রমেতে নিকট হয় অন্নারম্ভ কাল। জননীর বাঞ্ছা খুব ঘটা হয় ভাল॥ পতিরে কহেন সতী কর আয়োজন। স্থানে স্থানে পাঠাইয়ে দেও নিমন্ত্রণ॥ জনক জননী দোঁহে মম অদর্শনে। রন কি'না রন বাঁচে সন্ধ হয় মনে॥ আমি মাত্র এক কন্যা অন্নদার বরে। মা বলিতে নাহি অন্য আমার মাতারে॥ কতই স্বহেন কষ্ট জননী আমার। বিশেষ না জেনে পূর্ব্বে করে তিরস্কার॥ এ যে বিধাতার খেলা জানিব কেমনে। জানিলে কি দিই কষ্ট মা বাপ জীবনে॥ যা হবার হয়েছে

পত্র লিখন এখনি। শ্রুত মাত্র আসিবেন জনক জননী। রমণী আদেশ প্রাপ্তে ভার্গব সুধির। তখনি পঞ্জিকা দেখে করে দিন স্থির॥ শ্বশুরে লেখন পত্র বিশেষ কথন। যে রূপ ব্রহ্মার খেলা গর্ব্বের লক্ষণ॥ যেরূপে সদয়া দয়াময়ী ভগবতী। যে রূপে মিলান নন্দী আনি শীঘ্রগতি॥ প্রেরণ করেন পত্র ভাট ডাকাইয়ে। আদেশ করেন দোঁহে শীঘ্র আন গিয়ে॥ পত্রপাঠ যায় ভাট চড়ে অশ্বপরে। বারাণসে উপস্থিত অল্প দিনান্তরে॥ তথায় বিশেষ বার্ত্তা করিল শ্রবণ। ভূপতির কারাবদ্ধ রাজ্ঞী পলায়ন॥ তথা হইতে ফিরে ভাট আসিয়ে সত্তর। বিশেষ কহিল সব ভার্গব গোচর॥ ভাট মুখে মুনিবর শুনেন যেমন। রমণী সন্তুষ্টা হেতু ভাণ্ডাইয়ে কন॥ আহ্লাদিতা রাজবালা সুধাংশুবদনী। বাসনা দেখেন কবে জনক জননী॥ একান্ত অন্তরে ডাকে দেবী অন্নদায়। দ্বিজ বনমালী বলে রাখ অন্নদায়॥

নিবারণের অন্নপ্রাশনে অন্নদার গমন।

পয়ার। বর কন্যা করে স্তুতি অন্তরে জানিয়া। ছদ্মবেশে অন্নপূর্ণা চলেন সাজিয়া॥ কুবেরে করেন আজ্ঞা আন আভরণ। আনন্দ নগরে অদ্য করিব গমন॥ যক্ষরাজ বলে মাতা কোন অভিলাষে। তথায় গমন হবে কাহার নিবাসে॥ নরলোকে এমন সাধনা আছে কার। হেরিয়ে অভয় পদ পাইবে নিস্তার॥ জগন্মাতা কন বাছা বলিরে তোমারে। পদ্মগন্ধা মম কন্যা বিখ্যাত সংসারে॥ মম বরে জন্ম তার শুনহ নিশ্চয়। লক্ষ্মী স্বরসতী সম মম প্রিয় হয়॥ তাহার পুত্রের অন্ন দিবে ঘটা করে। আমি না যাইলে কর্ম্ম সম্পন্ন কে করে॥ ছদ্মবেশে যাব তথা কেহ না চিনিবে। আপনার মাতা বলে কন্যা সম্ভাষিবে॥ অবাক হইল যক্ষ মায়ের কথায়। মানবিনী বলে নাহি জানিল পদ্মায়॥ বাছিয়ে বাছিয়ে আনি দিব্য আভরণ। দেবীর

হস্তেতে সব করিল অর্পণ ॥ একসাট আভরণ বালকের তরে। ততোধিক দেয় সাট পরাতে কন্যারে ॥ জয়া বিজয়া পদ্মা দাসী আদি করি। আগে পাছে যায় সবে ছদ্মবেশ ধরি ॥ লক্ষ্মী স্বরসতী দোঁহে ছিলেন তথায়। যাইবারে সমির্ভারে কহিলেন মায় ॥ দেবী কন তবে বাছা মানবিনী হয়। এরূপে যাওন যজ্ঞ মর্ত্যলোকে নয় ॥ ছদ্মবেশে গেলে লোকে কেহ না চিনিবে। মম ধর্ম্ম কন্যা দোঁহে পরিচয় দিবে ॥ এইরূপ পরস্পরে মন্ত্রণা করিয়ে। যান আরোহণে জান তিন মায়ে ঝিয়ে ॥ মুহুর্ত্তেকে উপনীত মুনি সন্নিধান। কন্যা সহ মহামায়া অন্তঃপুরে জান ॥ জননীর আগমন জানি গুণবতী। আনিবারে অগ্রসার পদ্মগন্ধা সতী ॥ আস্তে ব্যস্তে দেখে গিয়ে শিবিকা ভিতরে। তিন পূর্ণ শশীর উদয় একত্তরে ॥ প্রণাম পূর্ব্বক কন্যা কান্দিতে২। পিতার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসে ত্বরিতে ॥ জগৎ জননী কন্যা লয়ে নিজ কোলে। চুম্বন করেন তার বদন কমলে ॥ লক্ষ্মী স্বরসতী দেখে অবাক হইয়ে। উভয়ে করেন হাস্য আস্য আচ্ছাদিয়ে ॥ যতন করিয়া পদ্মা লয়ে তিন জনে। করে ধরি বসাইল রত্ন সিংহাসনে ॥ সহস্তে করিয়ে দেয় পদ প্রক্ষালন। জননীরে কন পদ্মা এরা মা কে হন ॥ অন্নদা কহেন মম ধর্ম্ম কন্যাদ্বয়। দেখিবারে আইলেন তোমার তনয় ॥ শ্রবণ মাত্রেতে কন্যা অতি সমাদরে। দিদি বলে পদধূলি মস্তকেতে ধরে ॥ এত ছদ্মবেশী সবে তবু রূপে আলো। মণিময় আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে ভাল ॥ বৈদিক কার্য্যেতে মুনি ছিলেন তখন। শাশুড়ির আগমন করিল শ্রবণ ॥ সত্বর হইবে কর্ম্ম সমাপণ করে। প্রণাম করিতে যান অতি সকাতরে ॥ অপরূপ রূপ হেরে হইয়ে বিস্ময়। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি সবিনয়ে কয় ॥ মনে কি ছিল জননী নরাধম জনে। তপস্যা সফল মম হইল এতক্ষণে ॥ বিধি বিষ্ণু যে চরণ ধ্যানে নাহি পান। অধম নিবাসে তাঁর হয় অধিষ্ঠান ॥ ধন্য২ ধন্য আমি

ধন্য মম জায়া। যাহার ভাগ্যের ফলে দেখি মহামায়া॥ এইরূপে বহু স্তুতি করে মহামুনি। লজ্জিতা জগন্মাতা সেই বাক্য শুনি॥ ব্রহ্মাণ্ড মায়ায় ভুলে অনায়াসে যাঁর। অসাধ্য সংসারে কিবা আছয়ে তাহার॥ মুনির কঠোর তপ ছিল পূর্ব্বকার। সেই হেতু দরশন দেন একবার॥ পুনর্ব্বার মহামায়া মায়া প্রকাশিয়ে। অম্বরে ঢাকেন আস্য ঘোম্‌টা টানিয়ে। তখনি মুনির মনে হইল উদয়॥ আপন শাশুড়ি বলে জানিল নিশ্চয়॥ আনন্দময়ী আগমনে আনন্দ বাড়িল। দর্শনার্থে প্রতিবাসী কন্যারা আইল॥ সেরূপ নয়নে হেরে হেন সাধ্য কার। কিরণে অনায়াসে সবে দেখে অন্ধকার॥ হেনকালে পদ্মগন্ধা আনিয়ে বালকে। জননী দিদিরে দেন দেখে সর্ব্বলোকে॥ মনে মনে মহামায়া বুঝি অভিপ্রায়। আভরণ আনিবারে কহেন জয়ায়॥ প্রজ্জ্বল উজ্জ্বল রবি শশীর কিরণ। অবাক হইল লোকে করে নিরক্ষণ॥ নিলকান্ত অয়স্কান্ত চন্দ্রকান্ত মুনি। দিয়েছেন যক্ষরাজ মাতৃ আজ্ঞা শুনি॥ লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে বাচিয়ে লইয়ে। মায়ে পোয়ে সহস্তেতে দেন পরাইয়ে॥ পরাইতে উভয়েরে বিচিত্র বসন। জ্বলন্ত অনল গৃহে জ্বলিল যেমন॥ হেনকালে মুনি পুরোহিত সমির্ভারে। খাওয়াতে এলেন অন্ন মন্ত্রপুতঃ করে॥ জ্বলন্ত অনল দেখে তফাত হইতে। সন্দেহ হইল অগ্নি লেগেছে গৃহেতে॥ নিকটে আসিয়ে দেখে কিছুই তা নয়। রূপের কিরণ আভরণ মণিময়॥ নরে কে চিনিতে পারে দেব দত্ত দ্রব্য। সকলে প্রশংসা করে কয় দ্রব্য দিব্য॥ বিনয় করিয়ে মুনি কহেন তখন। আপনি জননী অন্ন করান ভোজন॥ পদ্মগন্ধা বলে মম না থাকিতে ভ্রাতা। আমার পুত্রেরে অন্ন খাওয়াবেন মাতা॥ উভয় মানস পূর্ণ করিবার তরে। অন্নদা খাওয়ান অন্ন ধন্য ধন্য নরে॥ লক্ষ্মী সরস্বতী মাতা মিলি তিনজন। মুনির পুত্রেরে অন্ন করান ভোজন॥ যৌতুকার্থে

তিন দেবী দেন তিন মণি। অবাক হইয়ে চক্ষে দেখিলেন মুনি॥ অপরে যৌতুক দিতে আনে সিকি টাকা। পরস্পরে দেখে শুনে হয়ে যায় ভেকা॥ দ্বিজ বনমালী বলে অন্নদার খেলা। ভবসিন্ধু তরিবারে সেই পদ ভেলা॥

দেবতাদিগের ছদ্ম বেশে গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। অন্নদার আগমনে, বিশ্বনাথ ক্রোধ মনে, নারদেরে ডাকাইয়ে কন। সুরাসুর নাগ নরে, বল গিয়ে ত্বরা করে, মুনির আশ্রমে নিমন্ত্রণ॥ প্রথমেতে ব্রহ্মালোকে, পশ্চাতে যাবে গোলকে, সবিনয়ে কহিবে সত্বরে। সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, গিয়াছেন ভগবতী, আনন্দার্থে আনন্দ নগরে॥ তথা অদ্য মহোৎসব, যাইতে হইবে সব, ভার্গব মুনির নিকেতনে। সকলেরে জানাইবে, ছদ্ম বেশেতে যাইবে, দেবতা তেত্রিশ কোটিগণে॥ বীণা যন্ত্রে দিবে তান, মুখে হরিগুণ গান, মহামুনি করেন গমন। তপোধন তপবলে, স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে, মুহূর্ত্তেকে করেন ভ্রমণ॥ প্রজাপতি হংসপরে, বিশ্বপতি খগবরে, বৃষব বাহনে পশুপতি। ময়ুরেতে ষড়ানন, মুসিকেতে গজানন, ঐরাবতে যান সচীপতি॥ কৃতান্ত মহিষ পরে, পথোত্রজে যোগীবরে, মকর বাহনে সুরধুনী। যাঁহার যাহা বাহন, যান করে আরোহণ, সঙ্গে কত যোগী ঋষি মুনি॥ নাগ নর পশু পক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ, লক্ষ লক্ষ ভুত প্রেতগণ। গ্রামের প্রান্তভাগেতে, মিলি সবে একত্রেতে, ছদ্মবেশ করেন ধারণ॥ বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন, অতি আনন্দিত মন, বেস বেশ সাজান সকলে। যাহার যেমন রূপ, পরিধান সেই রূপ, অপরূপ রূপ যোগ বলে॥ মনে২ বিবেচনা, করিলেন তিনজনা, একত্রেতে যাওয়া যোগ্য নয়। দেখিলে ভার্গব মুনি, পলাইবে তখনি, অন্তরে পাইয়ে ভারি ভয়॥ দ্বিজ বনমালী কয়, নামে ঘুচে ভবভয়, তাঁহাদের হবে আগমন। মুনি কন নৃপবরে, শুন রাজা অতঃপরে, যে প্রকারে জান সর্ব্বজন॥

দেবতাদিগের ছদ্ম বেশে আধিষ্ঠান।

পয়ার। প্রথমেতে হয়ে গেল ব্রাহ্মণ ভোজন। পরে পরিচারিকা প্রভৃতি অন্যজন॥ ভোজনান্তে গৃহে গেল যত কুল নারী। হেনকালে উপনীত ছদ্মবেশ ধারি॥ সর্ব্ব অগ্রে আইলেন কর্ত্তা তিনজন। সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ব্রহ্ম পরায়ণ॥ ভৃগুপদ চিহ্ন কারো বক্ষের উপরে। তরঙ্গ বাহিনী কারো জটার ভিতরে॥ পরিধান বাগাম্বর বিভূতি ভূষণ। কথায় কথায় কন নম নারায়ণ॥ স্বচক্ষে হেরিয়ে তিনে মুনি ভাবে মনে। সামান্য অতিথ নাহি হন তিনজনে॥ কৃতাঞ্জলি হয়ে দেন বসিতে আসন। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে করে চরণ বন্দন॥ সবিনয়ে যোড় করে করেন জিজ্ঞাসা। কোথায় গমন হবে কোথা হতে আসা॥ স্তবে তুষ্ট প্রথমেতে কন চতুর্ম্মুখ॥ শুন বাছা আমার সংসারে নাহি সুখ॥ প্রথমেতে করি আমি দারা পরিগ্রহ। তাহাতে না দেখি সুখ কিবল নিগ্রহ॥ সংসার অসার সার গুরুদত্ত ধন। সাধন করি সবাসনা ত্যজিব জীবন॥ নৃত্যময়ী নিত্য তত্ত্ব করিবার তরে। লইয়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভ্রমি সর্ব্বত্তরে॥ কাশীতে তো কাশীশ্বরী নাহিক এখন। সেই হেতু তথা আর নাহি প্রয়োজন॥ গুরু উপদেশ ভিন্ন সিদ্ধ নাহি হয়। একারণে সাধু সঙ্গ করেছি আশ্রয়॥ পরে পরিচয় দেন প্রভু গদাধর। শুন বাছা আমার বৃত্তান্ত অতঃপর॥ চঞ্চলা চপলা নামে যুগল ভগিনী। বিবাহ করিয়াছিলাম অগ্রেতে না চিনি॥ পরস্পরে আমার কথার বাধ্য নয়। যেখানে সে থানে যায় নাহি করে ভয়॥ যদুবংশ সম বংশ আছিল আমার। কালের প্রভাবে কালে করিল সংহার॥ সেই মনস্তাপে আমি হইয়ে সন্ন্যাসী। বহু দিন থাকি হয়ে বৃন্দাবন বাসী॥ ব্রজধামে ব্রজলীলা করে সম্বরন। মথুরাতে রাজ্য প্রাপ্ত হন নারায়ণ॥ অনিত্য সুখেরে আমি বর্জ্জন করিয়ে। সংপ্রতি রয়েছি বাছা

সিন্ধুতীরে গিয়ে॥ তীর্থের প্রধান তীর্থ সেই তীর্থ স্থান। প্রসাদ পরশে পাপী মুক্তিপদ পান॥ গয়া গঙ্গা তীর্থ আমি কভু ছাড়া নই। আত্মা পরমাত্মা আমি একি সব কই॥ সর্ব্ব শেষে পরিচয় দেন ত্রিলোচন। কিঞ্চিৎ কহিব মম দুঃখ বিবরণ॥ পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি হয়ে গৃহবাসী। সুখদা মোক্ষদা জায়া অন্যেতে সন্ন্যাসী॥ উভয়েতে সমভাব আছিল আমার। তথাপি ভাগ্যের দোষে মন পাওয়া ভার॥ কারে বা হৃদয়ে রাখি কারে বা মস্তকে। নারী মন্ত্রে উপাসক বলে থাকে লোকে॥ সপত্নী সহিত দ্বন্দ্ব সদত করিয়ে। উভয়েতে এসেছেন আমারে ত্যজিয়ে॥ কেহ বারাণসী বাসী কেহ বা সাগরে। অহর্নিশি ভ্রমি আমি অন্বেষণ করে॥ শ্মশানে মশানে ফিরি বাতুলের প্রায়। তথাপি কাহার দেখা নাহি পাওয়া যায়॥ সেই হেতু বহু দিন সংসার ছাড়িয়ে। কাশীবাসী হয়ে রই সন্ন্যাসী হইয়ে॥ জ্বলামুখী প্রভৃতি খুজিয়ে একবার। চন্দ্রশিখর হয়ে যাইব কেদার॥ ইঙ্গিতেতে পরিচয় দেন তিন জন। ভার্গব ভাবেন মম সার্থক জীবন॥ বিনয় করিয়ে কয় শুন দয়াময়। অধমেরে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়॥ মধ্যাহ্নের কাল বয়ে যায় অকারণ। অনুমতি পাই যদি করি আহরণ॥ দেখিয়ে ভক্তের ভক্তি দয়া উপজিল। তথাস্তু বলিয়ে সায় তিন জনে দিল॥ যে দেখি চরিত্র তব সাধুজ্ঞান হয়। খাইতে তোমার অন্ন নাহি করি ভয়॥ উদেযাগ করিতে মুনি অন্দরে চলিল। হেনকালে সকলে আসিয়ে দেখা দিল॥ মৃগচর্ম্ম বাঘাম্বর সঙ্গে কুশাসন। করে করে জপমালা বিভূতি ভূষণ॥ লম্বিত জড়িত কার গলিত কুন্তল। ভালে শোভে অর্দ্ধচন্দ্র শ্রবণে কুণ্ডল॥ কাহার তুলসী কার গলেতে রুদ্রাক্ষ। ক্রমে২ দেন দেখা আসি লক্ষ লক্ষ॥ কেহ বলে হর হর কেহ বলে হরি। কেহ বলে দেহি অন্ন অন্নপূর্ণেশ্বরী॥ কোলাহল শব্দ শুনি অন্দর হইতে। আস্তে বেস্তে আন মুনি বাহিরে দেখিতে॥

অবাক হইল সব দেখে সমারোহ। অন্তঃপুরে প্রবেশেন বুঝিয়ে নিগ্রহ॥ চরণ ধরিয়ে গিয়ে কান্দে শাশুড়ির। বিষণ্ণ বদন অতি নেত্রে বহে নীর॥ পতি পত্নী দুই জনে কান্দিয়ে ব্যাকুল। বলে কুলকুণ্ডলিনী দেও যদি কুল॥ হিতে বিপরীত হল ঠেকিলাম দায়। হরিবে বিষাদ মাগো ভেবে প্রাণ যায়॥ বিভুক্ত অতিথ যদি বৈমুখ হইবে। ব্রহ্ম কোপানলে বংশ এখনি মরিবে॥ লজ্জা রূপা রাখ লজ্জা এমন সময়ে। নতুবা ত্যজিব প্রাণ আত্মঘাতি হবে॥ হাস্যমুখী হাস্য করে কহেন তখন। কান্দিলে কি হবে বাছা সকার্য্য সাধন॥ তল্লাস করিয়ে দেখ কত জন হয়। পশ্চাতে উচিত যুক্তি করিব নির্ণয়॥ মুনি বলে জননী গো অসাধ্য তা পারা। বরঞ্চ গণিতে পারি আকাশের তারা। বরিষার ধারা শঙ্খ্যা করিবারে পারি। তথাপি অতিথ কত কহিবারে নারি॥ শারদা বরদা দোহে কন হাসি হাসি। উপনীত যত জন সবি কি সন্ন্যাসী॥ চোরের ঘরেতে চুরি করি কি সে জোর। ধারে ধারে মিলিয়াছে ধরো করে জোর॥ পাত্রা পাত্র বিবেচনা পশ্চাতে করিয়ে। বিদায় করিব সমুচিত শাস্তি দিয়ে॥ তপোবল এক্ষণে তোমার কি হইল। পদ্মগন্ধা ভগ্নী কি সকল হরে নিল॥ ব্যঙ্গ ছলে কন কথা লক্ষ্মী সরস্বতী। বসনে বদন ঢাকি হাসেন পার্ব্বতী॥ দেবী কন যাও বাছা ভেবনা অন্তরে। খাওয়াইয়ে দিব সবে অন্নদার বরে॥ অপর ছিল যাহারা ভয়েতে পলায়। দ্বিজ বনমালী বলে ভাব অন্নদায়॥

অন্নপূর্ণার রন্ধন ও পরিবেশন।

পয়ার। পতি পত্নী দুজনার শুনিয়া ক্রন্দন। ব্যস্তা ত্রিস্ত মাতা হন ততক্ষণ॥ ভাণ্ডারে করিতে দৃষ্টি কন বরদারে। আপনি গেলেন মাতা রন্ধন আগারে॥ শারদারে দেন আজ্ঞা থাক সর্ব্ব ঠাই। কেহ জেন কোন মতে ফিরে জান

নাই॥ জয়া বিজয়া দাসী উপযুক্তা ছিল। আয়োজন করিবারে নিযুক্ত হইল॥ পায়স পীষ্টক আদি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। আকাশ প্রমাণ অন্ন হইল রন্ধন॥ দাসীরে আদেশ মাতা করেন তখন। ত্বরায় বসায়ে দেও যে যেখানে রন॥ লক্ষ্মী সরস্বতী প্রতি দেন অনুমতি। একেবারে লয়ে অন্ন চল শীঘ্রগতি॥ স্বর্ণ থালে লয়ে অন্ন তিন স্বর্ণলতা। হাসিতে হাসিতে গিয়া উপনীত তথা॥ তড়িৎ যেমন যান ত্বরিত গমনে। নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে প্রতি পদার্পণে॥ গলে গজমতি হার শ্রবণে কুণ্ডল॥ কবরি বন্ধন বেণী জড়িত কুন্তল॥ ভালেতে সিন্দূর বিন্দু নয়নে অঞ্জন। সৌরভে মোহিত গাত্রে অগৌর চন্দন॥ দেখিতে দেখিতে দ্রব্য দেন সর্ব্ব ঠাঁই। মধুর বচনে কন কাহার কি চাই॥ শাক শাক বলে ডাক দেয় নবশাকে। ডালি বিনা গালি দেয় যত নিচ লোকে॥ ভাজা ভাজা বলে হাড় হয়ে গেল ভাজা। কেহ বলে কবে পাব মিষ্টান্ন খাজা॥ কোথা হতে এলো তিন বেটী কড়ে রাড়ী। কেহবা অম্বল পায় কেহ বা চর্চ্চড়ি॥ আহারের সুখ তত শুক্ত না হইল। হেদেদেখ ছেঁচড়া মাগি ছেচড়া না দিল॥ ছোট মুখে বড় কথা করিয়ে শ্রবণ। ভয়ে নীচগামি লক্ষ্মী তাহার কারণ॥ ভদ্রের বিনয় শুনি দেবী বাকবাণী। আলক্ষ্মী আশ্রয় করে সে পক্ষেতে তিনি॥ দেবাসুর পক্ষে দশভুজা দাক্ষায়ণী। দশ হস্তে দেন অন্ন ব্যঞ্জন আপনি॥ এক ঠাঁই আছিলেন কর্ত্তা তিন জন। সর্ব্বাগ্রে তথায় অন্ন করেন অর্পণ॥ পঞ্চগ্রাসে সব অন্ন খাইলেন তাঁরা। আভাসেতে অভিপ্রায় বুঝিলেন তারা॥ ইচ্ছাময়ী সে সময় ইচ্ছা প্রকাশিয়ে। দৃষ্টিতে করেন সৃষ্টি কণা মাত্র দিয়ে॥ দেবীর হস্তের পাক অমৃত সমান। উদর পূরিয়ে সবে চেয়ে চেয়ে খান॥ সুধাংশু বদনে সুধা মিশ্রিত বচন। শুনিয়া সন্তুষ্ট দেবাসুর নরগণ॥ পায়স পীষ্টক আদি মিষ্টান্ন যত। প্রত্যেক পত্রেতে দেন ঘড়া২ ঘৃত॥ আর না আর না বলে

সকলেতে কয়। তথাপি দেওনে তাঁরা ক্ষান্ত নাহি হয়॥ বাড়া বাড়ী দেখে সবে উঠে পলাইল। লক্ষ্মী সরস্বতী মাতা হাসিতে লাগিল॥ বিধি বিষ্ণু বিশ্বেশ্বর সন্তোষ অন্তরে। আশীর্ব্বাদ করিবারে কন মুনিবরে॥ মনে২ ধন্যবাদ দেন তিন জন। না জানি পদ্মগন্ধার কেমন সাধন॥ যোগীগণ যে চরণ ধ্যানে নাহি পায। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বপদ ব্রহ্মপদ যায়॥ আহা মরি কত পুণ্য করিবে সে ধনী। ভক্তি ডোরে বান্ধিয়াছে ব্রহ্ম সোণাতনী॥ কৃতার্থ ভার্গব মুনি সে কথা শ্রবণে। অন্তঃপুরে লইয়ে গেলেন তিন জনে॥ বসিবারে ত্রিদেবেরে দিয়ে সিংহা-সন। রমণীরে কন আসি পূজহ চরণ॥ গললগ্নীকৃত বাসে কৃতাঞ্জলি হয়ে। প্রণাম করিল পদ্ম পুত্র ক্রোড়ে লয়ে॥ পদ্মহস্তে লয়ে পদ্ম পাদপদ্ম ধূলি। করিল বিস্তর স্তব হয়ে কৃতাঞ্জলি॥ সাবিত্রী সদৃশ ভব বলিয়ে তখন। তিন মুনি আশীর্ব্বাদ দেন তিন জন॥ লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা বিধি বিষ্ণু হর। সম্বরী মানব লীলা জ্ঞান তদন্তর॥ মুহূর্ত্তেক মধ্যে দেব মাত্রে না রহিল। ভোজ বাজী বলে জ্ঞান অপরে করিল। মণি প্রাপ্তে মুনিবর রমণী সহিত। মনে মনে কতই হলেন আহ্লাদিত॥ নিশ্চয় জানিল তাঁরা অন্নদার খেলা। বনমালী বলে অন্তে সে চরণ ভেলা॥

নিবারণের বিদ্যারম্ভ এবং বেদ শিক্ষার্থে অবন্তি নগরে গমন।

ত্রিপদী। একবারে মুনিবর, হন অতি ভাগ্যধর, ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। এক পুত্র নিবারণ, প্রাণের অধিক ধন, পালন করেন সর্ব্বদাই॥ পলকে প্রলয় মনে, হয় তার অদর্শনে, জননীর অঞ্চলের নিধি। যেমন মায়ের মন, তেমনি পেলেন ধন, বেছে বেছে দিয়াছেন বিধি॥ সদা সুধাংশু বদনে, সুধা মাখা বাক্য শুনে, তুষ্ট হয় সরোজবদনী।

অন্তর অন্তরে তারে, ছাড়িতে নাহিক পারে, যেন যশোদার নিলমণি ॥ পঞ্চম বৎসর কালে, বিদ্যারম্ভ পাঠশালে, ঘটা করে দেন খড়ি করে। শিশু অতি বুদ্ধিবান, পাইয়ে ক্রমে সন্ধান, বর্ণাদি সকল শিক্ষা করে ॥ তদন্তরে ব্যাকরণ, করে শিশু অধ্যায়ণ, সম্পূর্ণ না হয় অভিলাষ। নীতি সাহিত্রী বেদান্ত, তর্কশাস্ত্রাদি সিদ্ধান্ত, অলক্ষয়ে করিল অভ্যাষ ॥ সাবিত্রী দীক্ষা সময়, বেদে অধিকার হয়, চতুর্ব্বেদ শিখিতে বাসনা। সদেশে পণ্ডিত নাই, সদা শিশু ভাবে তাই, মনে২ করে বিবেচনা ॥ অবন্তি নগরে মুনি, সন্দিপন নাম শুনি, আনন্দিত হয় নিবারণ। তথায় যাইতে আশ, করে শিশু অভিলাষ, করিবারে বেদ অধ্যায়ণ ॥ ভাবে মনে গুণমণি, শুনি জনক জননী, কখন না দিবেন যাইতে। সাত পাঁচ ভেবে ধির, মনে কৈল যুক্তি স্থির, পলাইয়ে যাইব নিশিতে ॥ পূর্ব্ব দিন কোন ছলে, কিছুই নাহিক বলে, প্রত্যুষেতে উঠিয়ে পলায়। খুঙ্গি পুঁথি বই আর, সকলি লইল তার, কিছু অর্থ গোপনে যা পায় ॥ চলিলেন পথোব্রজে, পড়ুয়ার বেশ ত্যজে, পথ মধ্যে মিলিল কিঙ্কর। অতি অল্প দিন পরে, উপনীত তথাকারে, সন্তুষ্ট দেখিয়ে মুনিবর ॥ পরিচয়ে ত্রিপ্ত হয়ে, রাখেন আলয়ে লয়ে, যেন তার আপন সন্তান। দেখিয়ে বুদ্ধির ধার, সন্দিপণ চমৎকার, মনের আহ্লাদে পাঠ চান ॥ গুরুর রমণী যিনি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রূপিণী, পুত্রের অধিক ভাল বাসে। আদরের পরিশেষ, আহারের নাহি ক্লেশ, যেমন ছিলেন নিজ বাসে ॥ ক্রমে২ অধ্যায়ণ, করে শিশু নিবারণ, অল্প দিনে কতুই শিখিল। হোথা জনক জননী, কান্দে দিবস রজনী, হা পুত্র যো পুত্র কি হইল ॥ এখানেতে উচাটন, হইল শিশুর মন, তিষ্ঠিতে নাহিক পারে আর। মা বাপের দুঃখা-নল, অন্তরে জ্বলে প্রবল, স্বদেশে যাইতে বাঞ্ছা তার ॥ দ্বিজ

বনমালী বলে, সে নয় সামান্য ছেলে, ভয় কি তাঁহার ত্রিভুবনে। মা বাপের পুণ্যফলে, বিপদে বিপদে ফেলে, মুনি কন ধর্ম্মরাজ শুনে॥

পথ ভ্রান্তে নিবারণের অরণ্যে প্রবেশ এবং নিস্তারিণী দর্শন।

পয়ার। কিছু দিন নিবারণ থাকিয়ে সেখানে। শিখিল অনেক বিদ্যা সন্দিপণ স্থানে॥ বহু কাল না হেরে জনক জননীরে। চঞ্চল হইল চিত্ত নেত্র ভাষে নীরে॥ মনে২ করে চিন্তা ঋষির তনয়। এক্ষণে এখানে আর থাকা যুক্তি নয়॥ জনক জননী দেশে মম অদর্শনে॥ জীবনে জিবিত নাই সন্ধ হয় মনে॥ অহর্নিশি ভাসে দোঁহে নয়নের জলে। সে জলে অন্তর জ্বলে নেবেনাক জ্বলে॥ মহামায়া মহজাল বিষম জঞ্জাল। পড়িলে অনাশে নাশে গ্রাশে এসে কাল॥ পিতা মাতা সম গুরু নাহি ত্রিভুবনে। গুরুর অগ্রেতে পূজা করে জ্ঞানিগণে॥ বিশেষে সুধিতে নারি জননীর ধার। জীবন ধারণ যাঁর পানে দুগ্ধ ধার॥ দশমাস দশদিন গর্ব্ভেতে ধরিয়ে। কতই সহেন কষ্ট সন্তান লাগিয়ে॥ সুপুত্র যে জন হয় সেই তাহা মানে। পিতা মাতা অপমান কুপুত্রের স্থানে॥ হেন মাতা পিতা আমি ছাড়িয়ে অনাশে। পরবাসে করি বাস ছার বিদ্যা আশে॥ ধিক২ এ বিদ্যায় ধিক্ মম প্রাণে। সেই সে বিদ্যান বলি মা বাপে যে মানে॥ সেই সে পুত্রের শ্রেষ্ঠ পুত্র বলি তায়। যে জন সদত থাকে মা বাপ সেবায়॥ রবনা রবনা আর রবনা এখানে। দিবনা২ দুঃখ জননীর প্রাণে॥ খাবনা২ আর পর গৃহে অন্ন। সবনা২ আর নিজ গৃহ শূন্য॥ কবনা২ পিতা পরের পিতারে। মা বলে আমার মায়ে কে আছে সংসারে॥ এইরূপ ভাবিতে২ নিবারণ। চঞ্চল হইল চিত্ত নহে নিবারণ॥ গুরু গুরুপত্নী স্থানে লইয়ে বিদায়। দুর্গা

বলে কুতূহলে স্বদেশেতে যায়॥ একাকি চলিল শিশু আনন্দিত মনে। পথভ্রান্তে প্রবেশিল গহণকাননে॥ বন উপবন কত ভ্রমিয়ে বেড়ায়। ভাগ্য দোষে দোসর খুঁজিয়ে নাহি পায়॥ পথশ্রান্তে ক্লান্ত অতি ভ্রান্তমতি ভুল। ভাবিয়ে চিন্তিয়ে শিশু হইল ব্যাকুল॥ রবির কিরণে আস্য হইল মলিন। ঔদাস্য নাহিক হাস্য যেন কত দিন॥ তপনের তাপেতে তাপিত কলেবর। কমলাঙ্গে বহে বারি কম্পে ওষ্ঠাধর॥ অন্ন বিনে ছন্ন শিশু ভাবে অন্নদায়। অন্ন বিনে অম্বুজ বদন শুষ্কপ্রায়॥ অম্বুজ নয়নে অম্বু ঝরিতে লাগিল। ব্যাকুল হইয়ে বৃক্ষ মূলেতে বসিল॥ ক্রমে সে সরোজকান্ত স্বস্থানেতে চলে। প্রফুল্ল সরোজ যত জলে থেকে জ্বলে॥ সরোজ গন্ধার সুত সরোজের প্রায়। এক চিত্তে চিন্তিত সরোজ যার পায়॥ দেখ রাজা যুধিষ্ঠির হইল কেমন। অনিমিষে চতুর্দ্দিগ করে নিরীক্ষণ॥ দেখিতে২ দেখ হইল নিশান। হবে কোন দেবালয় করে অনুমান॥ ধিরে২ উঠে ধীর ধিরে ধিরে যায়। যাইতে২ পথ অনায়াশে পায়॥ মহাপীঠ স্থান জ্ঞান হইল মনেতে। মহাদেবী নিস্তারিণী দেখে মন্দিরেতে॥ রক্তজবাযুক্ত রক্তচন্দনাক্ত পায়। সুধা আশে সুধাকর নখরে লুকায়॥ চন্দনে চর্চ্চিত কিবা শোণিতাক্ত করে। নবঘন জিনি ঘন ঘন রূপ হরে॥ চতুর্ভুজে অর্দ্ধচন্দ্র বস্ত্র দিগ মার। খেপার উপরে খেপী একি চমৎকার॥ কি উজ্জ্বলা মুণ্ডমালা শোভে গলদেশে। মরি মরি কি সেজেছে বিগলিত কেশে॥ তারা সম নেত্র ত্রয় উদয় কপালে। তারার নয়ন তারা শোভিছে কজ্জলে॥ অলকা তিলকা মাঝে সিন্দুরের বিন্দু। বালার্ক মণ্ডলে যেন কত শত ইন্দু॥ শ্রুতিযুগে ইষু শিশু জড়িত কুণ্ডল। সেরূপ হেরিয়ে হর হলেন পাগল॥ শব রূপে চুপে২ আগলেন পায়। সেই হেতু জীব আর নিস্তার না পায়॥ অপরূপ রূপ হেরে শিশু ভাবে মনে। জনম সফল হলো দেবী

দরশনে ॥ মনে২ করে স্তুতি ঋষির তনয়। অভয়ে সভয় জনে কর মা নির্ভয় ॥ ভবাণী ভৈরবী ভীমা ভীষণ ভাষিনী। ভব-দ্বারা ভয়হরা ভবের ভাবিনী ॥ প্রকৃতি তনয়ে ত্রাণ কর এই বার। জগত জননী বিনে কারে দিব ভার ॥ পদে পদে তব পদে দোষী বনমালী। শমন সহ বিবাদ রাখ রক্ষাকালী ॥

ব্রহ্মচারির সহিত নিবারণের পরিচয়।

পয়ার। এইরূপে করে স্তুতি ঋষির নন্দন। হেনকালে উপনীত পূজারি ব্রাহ্মণ ॥ শ্যামানন্দ নামে ভণ্ড সেই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মবংশে জন্ম বটে ব্রহ্মহত্যাকারী॥ মৌখিক স্নেহেতে তুষ্ট হইয়ে কাতর। নিকটে আসিয়ে কথা জিজ্ঞাসে বিস্তর ॥ কোথা হইতে এলে বাছা কিবা তব নাম। কাহার তনয় তুমি বাড়ী কোন গ্রাম ॥ দুষ্টের বাক্যেতে শিশু অনাশে ভুলিল। বিস্তারিয়ে পরিচয় সকলি কহিল॥ সকর্ম্ম সফল শীঘ্র জানিবে নিশ্চয়। নিকটে বসায়ে কত স্নেহ বাক্য কয় ॥ চাঁপা নামে ছিল তার প্রিয়তমা দাসী। তাহারে ডাকিয়া ঋষি কন হাসি হাসি॥ চাঁপার গুণের কথা কহিতে বিস্তার। সৌরবে মোহিত মুনি অন্য কোন ছার ॥ ভুলায়ে পরের ছেলে করে এনে খুন। বলিহারি যাই তার কুহকের গুণ ॥ গণিকা প্রমাদ গণে পড়ে তার ঠাঁই। সর্ব্ব গুণে গুণময়ী বাকি কিছু নাই ॥ মায়াপী রাক্ষসী চাঁপা মায়া প্রকাশিল। বাছা২ বলে এসে নিকটে বসিল ॥ মুখেতে মৌখিক স্নেহ অন্তরেতে খুর। প্রকাশ্য ধার্ম্মিকা কিন্তু নিষ্ঠুরা প্রচুর॥ কথায়২ পোড়া মুখে তার হাসি। মনে২ করে ইচ্ছা গলে দেয় ফাঁসি ॥ ঋষির তনয়া এক নামে যোগমায়া। যাঁর প্রতি সুপ্রসন্না দেবী যোগমায়া॥ বাল্যকালাবধি বালা হয়ে মাতৃ হীনা। অন্যেরে না বলে মাতা নিস্তারিণী বিনা ॥ কথায়২ দুঃখ জানায় সর্ব্বথা। সম্মুখে ফিরল মাতা সাঁহি কন কথা ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভুলান যিনি মায়ার প্রভাবে।

কন্যার মায়াতে পড়ে হিতচিন্তা ভাবে॥ ত্রৈলোক্য মোহিনী কন্যা সর্ব্ব গুণান্বিতা। অচলা সেবার গুণে ভাল বাসে পিতা॥ বয়স্থা হইল বর না হয় নির্ণয়। সেই অভিমানে কন্যা সদা মৌনে রয়॥ বরপাত্র অন্বেষণ করে ব্রহ্মচারী। তাহাতে প্রতিবাদিনী দাসী পাপাচারী॥ মায়ের নিকটে কন্যা কয় মনস্তাপ। বিনাশ কর মা দুর্গে পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ॥ অভয়া সদয়া হও অধিনীর প্রতি। যন্ত্রণা হারিণী মোরে কর মা নিষ্কৃতি॥ অবলা কুলের বালা সরলা সভাব। পতিং দেখিং ঘুচুগ অভাব॥ যোগমায়া স্তবে তুষ্টা দেবী যোগমায়া। তখনি মিলান বর হইয়ে সদয়া॥ বরপ্রাপ্তে মাগে বর বরদার স্থানে। পাইবে উত্তম বর কালীর স্বস্ত্যানে॥ অন্তর যামিনী সব জানেন অন্তরে। ভুবনমোহন বর মিলালেন ঘরে॥ বর যাত্র বরপাত্র কন্যাযাত্র যারা। সেই দিনে দিনস্থির কি জানিবে তারা॥ ওখানেতে ব্রহ্মচারি আনন্দিত মনে। জামাতা পাঠান গৃহে চাঁপাদাসী সনে॥ শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি হইল কন্যার। অন্তরে মদন-বাণ হানে অনিবার॥ একদৃষ্টে নিবারণ নিরীক্ষণ করে। অবলা কুলের বালা পড়ে নেত্রসরে॥ দুশ্চা-নলে প্রাণজ্বলে উভয়ে পীড়িত। কেমনে মিলন হবে সদাই চিন্তিত॥ মায়াপী রাক্ষসী দাসী আগুলিয়ে রয়। তিলার্দ্ধ নাহিক সাধ স্থানান্তর হয়॥ শুন রাজা যুধিষ্ঠির পরে যা হইল। বাঞ্ছা প্রদায়িনী কালী বাঞ্ছা পূরাইল॥ পথশ্রান্তে শ্রান্ত অতি ঋষির নন্দন। ভোজনান্তে তৃপ্ত হয়ে করিল শয়ন॥ অতিথি সেবায় নিতি যত্তোধিক ছিল। বাটীতে আনিয়ে চাঁপা তেমতি করিল॥ মায়াপী রাক্ষসী দাসী আগুলিয়া রয়। ছল করে ছাবালেরে কত জিজ্ঞাশয়॥ অগ্রেতে লইতে চায় অর্থের সন্ধান। মনেং করে আশা যদি কিছু পান॥ ক্রমেতে বাচ্ছল্য ভাব ভাচ্ছল্য হইল। লাজে প্রকাশিতে নারে মনে যা করিল॥ আভাসেতে অভিপ্রায় বুঝিয়ে তখন।

মাতৃভাবে নিবারণ করে সম্বোধন॥ বিরক্তা হইয়ে চায় আরক্তা নয়নে। ক্রোধভরে গালি মাগি দেয় মনে২ ॥ তদন্তরে কার্য্যান্তরে উঠিয়ে চলিল। সুস্থ হয়ে নিবারণ নিদ্রিত হইল॥ দ্বিজ বনমালী বলে ভাবনা কি আর। সময় পাইলে কন্যা যায় এক বার॥

যোগমায়ার সহিত নিবারণের কথোপকথন।

পয়ার। ক্রমে২ দিনমণি সন্থানে চলিল। যামিনীর আগমনে কামিনী ভাবিল॥ পতি পত্নী ভাবে কন্যা ভাবে সারা দিন। সে ভাব অভাব ভাব সে ভাব কঠিন॥ চঞ্চলা হইল চিত্ত ধৈরজ না ধরে। পঙ্কজ নয়নে বারী ঝর ঝর ঝরে॥ মনে মনে করে চিন্তা ঋষির বালিকা। নিশির বিপদে রক্ষা কর মা কালিকা॥ নরমুণ্ড নরে বলি নর মুণ্ডমালী। কাটিয়ে আপন মুণ্ড দিব আজি ডালি॥ খর্পর সাজান হবে কন্যার শোণিতে। ধন্য২ খ্যাতি তব রহিবে মহীতে॥ মহীতলে মহী পূর্ণা মহিমা তোমার। স্ত্রী হত্যা করিলে মান বাড়িবে অপার॥ জন্মাবধি সেবি আমি ও রাঙ্গা চরণ। তথাপি ভাগ্যের লিপি না হয় খণ্ডন॥ এইরূপ মনে২ ভাবিতে ভাবিতে। লজ্জা রূপা ত্যজে লজ্জা পতি বাঁচাইতে॥ চপলা চঞ্চলা প্রায় ত্বরিত গমনে। উপনীত হইল গিয়া অতিথী সদনে॥ বিনয় করিয়ে কয় উঠ মহাশয়। এখানে থাকিলে তব জীবন সংশয়॥ নিস্তারিণী স্থানে অদ্য বলি দিবার তরে। আনিয়ে আমার পিতা রেখেছেন ঘরে॥ এইরূপে শত শত হইল নিধন। বাকি মাত্র ছিল এক তোমার কারণ॥ প্রিয়সী অপ্রিয় ভাষে ত্রাসে নিবারণ শ্রুতমাত্র নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন॥ নিকট মরণ সদা জানিবে নিশ্চয়। কি বলিলে কি বলিলে পুনঃ জিজ্ঞাসয়॥ কাতর হইয়ে কয় শুনহ সুন্দরী। এক্ষণে উপায় তবে বল না কি করি॥ সঙ্ক-

টেতে কর রক্ষা এই ভিক্ষা চাই। ইহার অধিক তব পূর্ণ কিছু নাই॥ চাঁপার ভয়েতে যোগমায়া সে যুবতী। বিলম্ব করিতে নারে কহে শীঘ্রগতি॥ অগ্রেতে করহ তুমি সত্য অঙ্গীকার। পূরাব মানস মনে যা আছে আমার॥ নিবারণ বলে তব হইলাম কেনা। উপকারির উপকার করে নাক কে না॥ সত্য সত্য এই সত্য ত্রিসত্য আমার। অন্যথা যদ্যপি করি দোহাই শ্যামার॥ যোগমায়া বলে তবে ভাবনা কি আর। অবশ্য করিব তব হিত উপকার॥ আমার সহায় তারা পরাৎপরা যিনি। তাঁহার কৃপায় আমি সর্ব্বত্রেতে জিনি॥ জিনিব তোমারে অদ্য কৃতান্ত সমরে। কদাচিত না রাখিব অন্তর অন্তরে॥ একান্ত যদ্যপি নারি নারীকে জিনিতে। কাটিব আপন মুণ্ড দেখিবে নিশিতে॥ নিবারণ কন কথা একি বিপরীত। পরার্থে আপন হত্যা হওয়া অনুচিত॥ এক্ষণে উপায় আছে শুন চন্দ্রাননে। পলাইয়ে যাই চলে উভয়ে কাননে॥ বৃক্ষপরে রব দোঁহে পক্ষ সম বসি। পলাইয়ে যাব পরে অস্ত হলে শশী॥ যোগমায়া বলে যুক্তি আছিল সে ভাল। কাল তিতিক্ষায় আছে কাল চাপা কাল॥ এখনি আসিবে দুষ্টা ডাকিনী ডাকিতে। কি হবে পিতার অগ্রে তোমারে যাইতে॥ সে যুক্তি না হয় যুক্তি এই যুক্তি সার। আদ্যাশক্তি এতে মুক্তি করিবে তোমার॥ পূজা অন্তে বলিদান যখন হইবে। বধিতে তোমারে বলি জনন কহিবে॥ তাহাতে স্বীকার না পাইবে কদাচন। কহিবে পারক আমি করিতে ছেদন॥ পিতারে কহিবে কেহ না ধরিলে পাঠা। অস্ত্রের প্রভাবে পাঠা যাইবেক কাটা॥ জীবিত হইবে পুনঃ কালীর কৃপায়। এই যুক্তি কহিলাম মুক্তির উপায়॥ আমারে সদয় সেই দেবী নিস্তারিণী। মনেতে করিবে যাহা করাবেন তিনি॥ পিতার সহিত কথা কন যেন রতি। দেখে তুষ্টা সর্ব্ব দৃষ্টা পশুপতি সতী॥ নিস্তব্ধ হইল শব্দ শুনিয়া চাঁপার।

পতির নিকটে সতী না রহিল আর॥ তথাপি মনের সন্ধ না হয় ভঞ্জন। নিরানন্দে নিবারণ কয় ততক্ষণ॥ দেবীর নিকটে গিয়া যোগমায়া কয়। লজ্জারূপা রাখ লজ্জা এমন সময়॥ দ্বিজ বনমালী বলে ভাবনা কি আর। ভবের ভাবিনী যিনি জননী তোমার॥

যোগমায়ার দেবীর প্রতি আক্ষেপ উক্তি।

লঘু-ত্রিপদী। পতি পত্নী ভাব, হবে কি অভাব, স্বভাবে ভাবে সে বামা। যত দিন যায়, করে হায় হায়, বলে রক্ষা কর শ্যামা॥ এসেছে যে জন সাধনের ধন, জীবন যৌবন, তারে। দেখেছি যখন, করেছি অর্পণ, রাখিব হৃদি মাঝারে॥ সেই মম পতি, দেহি ভগবতী, অন্য বরে না বরিব। যদি তারে বলি, কহ শুন বলি, শোকেতে প্রাণে মরিব॥ যে অনলে মন, পুড়ে সর্ব্বক্ষণ, কে আছে দেখিতে চেয়ে। যিনি মম পিতা, সদত কুপিতা, মাতা তো পাষাণ মেয়ে॥ আমি তব দাসী, সদা অভিলাষী, শ্রীপদে বিপদে স্থান। এ ঘোর বিপদে, রাখ রাঙ্গা পদে, বাঁচাহ প্রাণের প্রাণ॥ বলে বনমালী, রক্ষা কর কালী, সহেনা যাতনা আর। বারে২ আশা, নাহি পূরে আশা, আসা যাওয়া হয় সার॥

বলি প্রদানার্থে নিবারণকে দাসী লইয়া যায়।

পয়ার। আমি পাপিয়সী দাসী কয় নিবারণে। চল২ চল বাছা দেবী দরশনে॥ সকলে যাইব মোরা করে দার বদ্ধ। ব্রহ্মচারি থাকিবেন পূজায় আবদ্ধ॥ একাকি হেথায় তব থাকা যুক্তি নয়। স্থানের মাহাত্ম্য গুণে নির্ভয়ের ভয়॥ শুনিয়ে নিষ্ঠুর বাক্য নিষ্ঠুরের মুখে। শিরে বজ্রাঘাত পড়ে কন মন দুঃখে॥ মনেহ করে চিন্তা ঋষির তনয়। সাহসে করিয়ে ভর যাওয়া যুক্তি হয়॥ একান্ত যদ্যপি আমি না যাই বচনে।

বলাক্রমে লয়ে যাবে নিগূঢ় বন্ধনে॥ কে আছে দেখাও মোর হইবে সহায়। যা করেন নিস্তারিণী পড়ি গিয়ে পায়॥ জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়। তবে কেন মিছামিছি করি এত ভয়॥ কি জানি যদ্যপি অদ্য হয় পূর্ণ কাল। অবশ্য হইবে মোর অকালে সকাল॥ মহাপীঠে মহামায়া দেবী নিস্তারিণী। হেরিয়ে যদ্যপি মরি কৃতান্তেরে জিনি॥ ভাবিতে ভাবিতে দ্রব্য জ্ঞানের সঞ্চার। শ্রীদুর্গা স্মরণে যায় নিকটে দুর্গার॥ এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করে যোগমায়া। মলিন বদন শশী হেরে হয় মায়া॥ সঙ্গেতে লইয়ে দাসী চলিল কামিনী। মনে মনে ডাকে রক্ষা কর নিস্তারিণী॥ দাসী উপলক্ষে সতী কহেন পতিরে। অতিথেরে দিতে আসন মন্দির বাহিরে॥ মহানিশি যোগে পূজা সঙ্কল্প আমায়। আছি উপবাসী আমি পূজিব শ্যামায়॥ অষ্টশত নিলপদ্ম অদ্য কোথা পাব। মানস আনস পদ্ম পাদপদ্মে দিব॥ ভজন সাধন ধ্যান জ্ঞান অনুসারে। চণ্ডীর সম্মুখে চণ্ডী পাঠ করিবারে॥ আমার হিতার্থে যদি করেন অতীত। আছয়ে মানস দিব দক্ষীণা উচিত॥ উভয়ের উপকার হইবে তাহাতে। সফল হইবে কার্য্য ফল হাতে২॥ নারীর শুনিয়ে উক্তি তুষ্ট নিবারণ। দেবীর সম্মুখে গিয়ে পাতে যোগাসন॥ মহানন্দে শ্যামানন্দ বসিল পূজায়। হাসি২ চাঁপা দাসী উদ্‌যোগ যোগায়॥ যোগমায়া সম্মুখেতে বসি যোগমায়া। মনে২ ডাকে রক্ষা কর যোগমায়া॥ পিতার সাক্ষাতে কন্যা কথা নাহি কয়। অন্তরে অভয়পদ ভাবিয়ে নিশ্চয়॥ নিরানন্দে নিবারণ মন্দির বাহিরে। চৌত্রিশ অক্ষরে স্তুতি করেন কালীরে॥

চৌত্রিশ অক্ষরে কালীকার স্তব।

পয়ার। করালী কপালী কালী কালের কামিনী। কিঙ্করে করুণা কর কৃতার্থ কারিণী॥ খেটক খর্পর ধরা খড়্গ

খরশান। খঞ্জন নয়নী খনে কর খান খান॥ গণেশ জননী গৌরী গজেন্দ্র গমনা। গয়া গঙ্গা গয়েশ্বরী গোপকুলাঙ্গনা॥ ঘোর রূপা ঘোর রবে ঘেরিয়ে সমরে। ঘন ঘন হুহুঙ্কারে ঘাত গো অসুরে॥ চঞ্চলা চপলা চণ্ডী চামুণ্ডা চর্চ্চিকা। চণ্ড-মুণ্ডা চণ্ডরূপা হে চণ্ড নায়ীকা॥ ছল করে ছাবালেরে ছলে দেয় ফাকি। ছজনাতে ছন্ন করে ছল ছল আঁখি॥ যোগনিদ্রা জগাদ্যা জগত জনীনী। জয়ং দেহী জগদ্ধাত্রী যামিনী রূপিনী॥ ঝড় রূপে ঝাপ আসি ঝটিত রণেতে। ঝকে২ মুণ্ড মালা ঝর ঝর শোণিতে। টল টল ক্ষিতিতল চরণের ভরে॥ টানাটানি করে টাঙ্গি টঙ্কারো অসুরে॥ ঠেকেছি ঠকের হাতে ঠকাইল ঠারে। ঠাকুরাণী ঠাঁই দেও ঠকাই ঠকেরে॥ ডাকাকাকি করে ডাকি ডাকাতের ডরে। ডাকিনী বাজায় ডঙ্কা স্তর জাগ ডরে॥ ঢল ঢল সুধা পানে ঢুলু ঢুলু নেত্র। ঢাকা দিয়ে ঢেকা মারে ঢংঙ্গ ঋষিপুত্র॥ ত্রৈলোক্য তারিণী তারা ত্রিতাপ হারিনী। তাপিত তনয়ে তারো ত্রিগুণ ধা-রিণী। থর থর কাঁপে অঙ্গ থাকিয়ে থাকিয়ে। থামাও থামাও শ্যামা পদছায়া দিয়ে॥ দুর্গতি নাসিনী দুর্গে দনুজ দলনী। দয়া কর দয়াময়ী দেবী দাক্ষ্যায়ণী॥ ধরণী ধারিণী ধাত্রী ধনের ঈশ্বরী। ধরণী পবিত্র কর ধান্য রূপ ধরি॥ নারায়ণী নেত্রকালী নিশম্ভু নাসিনী। নিরোদ বরণী নিল নিলনী নয়ানী॥ পার্ব্বতী পরমাগতী পশুপতী জায়া। পঙ্কজাক্ষি পতিব্রতা পাষাণ তনয়া॥ "ফাঁফরে ফেলিলে মাগো এনে ফাকি দিয়ে। ফলাফল ফলে গেল ফাঁদেতে পড়িয়ে॥ বৈষ্ণবী ব্রহ্মাণী বিশ্বেশ্বরী বেদ মাতা। বিদ্যা মহাবিদ্যা ব্রহ্ম-ময়ী গিরি সুতা॥ ভদ্রকালী ভগবতী ভৈরবী ভবাণী। মহেশ্বরী মহামায়া মহেশ মোহিনী। মহিষ মর্দ্দিনী মাতা মাতঙ্গী মঙ্গলা। যোগমায়া যোগেশ্বরী যজ্ঞ বিনাসিনী। জয়ংদেহি জয়ংদেহি যশোদা নন্দিনী॥ রাজ রাজেশ্বরী

রক্ষা কালী রুদ্র জায়া। রুক্মিণী রুক্মিণী রাধারাণী রাম প্রিয়া॥ লোল জিহ্বা লক্ লক্ ললিত অধরে। লট পট লম্বিত গলিত কেশ শিরে॥ বিশালাক্ষী বিশ্বমাতা বণিতা বগলা। বিশ্বমাতা বিশ্বরূপা বারাহি বিমলা॥ শাকাম্বরী শক্তি শিবে শমন শাসিনী। শুভঙ্করী শভোকর শিব সীমস্তিনী॥ ষড়ানন মাতা ষড় রাগ বিহারিণী। ষট্পদ বরণী ষড় রিপু বিনাসিনী॥ শারদা সাবিত্রী শ্যামা শিবে সবাসনা। সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধ কর মনের বাসনা॥ হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্ব জননী। হত্যা হই হেথায় হের গো হর রাণী॥ ক্ষুব্ধ হই ক্ষোব পাই ক্ষীণ অঙ্গ ভয়ে। ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমঃ কর ক্ষণেক চাহিয়ে॥

নিবারণের পুনরায় স্তুতি পাঠ।

পয়ার। স্তবে তুষ্টা জগম্মাতা হইয়ে তখন। ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ অরুণ লোচন॥ দনুজ দলনী দোলে প্রতিমা সহিতে। করে তীক্ষ্ণ অসি ছিল লাগিল কাঁপিতে॥ অন্তর যামিনী সব জানেন অন্তরে। বিশেষ বৃত্তান্ত শিশু বুঝিবে কি করে॥ মনেতে জানিল চণ্ডী অশুদ্ধ হইল। সেই হেতু মহামায়ার ক্রোধ উপজিল॥ যে রূপে দানবকুল করেন নিধন। সেই রূপ সাক্ষাতে দেখেন নিবারণ॥ লোমাঞ্চ হইল অঙ্গ কাঁপে থর২। নয়ন মুদিয়ে পুনঃ ডাকে নিরন্তর॥ সমাধি সাধনে শিশু বসে যোগাসনে। অন্তরে অভয়পদ ভাবে মনে২॥ পুনর্ব্বার ঋষি পুত্র স্তুতি আরম্ভিল। শ্রবণে আনন্দময়ীর আনন্দ বাড়িল॥ ত্বংহি অদ্যা ত্বংহি বিদ্যা ত্বংহি মূলাধার। একাদশ মহাবিদ্যা দশ অবতার॥ কেমনে বর্ণিব বর্ণ নাহি বর্ণ জ্ঞান। বর্ণ রূপা সর্ব্ব বর্ণ তোমার সন্তান॥ ত্বং মাহাত্ম্য বেদে উক্ত ব্যক্ত চরাচরে। বিধি বিষ্ণু মহেশ্বরে ধরিলে উদরে॥ রক্ষ২ রক্ষ সুতে দেবী মুক্তকেশী। অজ্ঞান বালক আমি পদে পদে দোষী॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ পূজে নিরন্তর। অপার মহিমা

চারি বেদে অগোচর। ত্রিসন্ধ্যা রূপিণী মাগো ত্রিগুণ ধারিণী। ত্রিপুরা সুন্দরী তংহি ত্রিতাপ হারিণী॥ ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী গিরিবালা। নিবার এবার মোর শমনে জ্বালা॥ তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি গো যামিনী। ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী॥ তুমি গয়া তুমি গঙ্গা তুমি বারাণসী। দিবসে হও দিনমণি নিশি যোগে শশী॥ বৈকুণ্ঠেতে লক্ষ্মীরূপা বৃন্দাবনে রাধা। গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী কাশীতে অন্নদা॥ উৎকটে উৎকট লীলে বিমলা আপনি। প্রসাদ খাইতে সাধ করে পদ্মযোনি॥ যোগীগণ যোগাসনে থাকি অনসনে। অস্থি চর্ম্ম সার করও পদ সাধনে॥ তথাপি তোমারে কেহ দেখিতে না পায়। হেন মুক্তি জননী গো দেখালে আমায়॥ ধন্য২ ধন্য আমি ধন্য মাতা পিতা। যাহাদের পুণ্য ফলে দেখি জগন্মাতা॥ অনিত্য এ দেহে আর নাহি প্রয়োজন। মুক্তিপদ দেহ মোরে করিয়ে ছেদন॥ সহস্তেতে লহ বলি দেবী নিস্তারিণী। অন্তঃকালে কালী বলে যম যেন জিনি॥ এ পাপ শরীর যাবে তব হোমাগ্নিতে। খর্পর সাজান হবে আমার শোণিতে॥ এইরূপে করে স্তুতি ঋষির তনয়। দ্বিজ বনমালী বলে রাখ এ সময়॥

দেবী কর্ত্তৃক ব্রহ্মচারি বধ।

পয়ার। পূজা অন্তে বলিদান নিয়মানুসারে। আকাঙ্ক্ষীত ব্রহ্মচারি শীঘ্র করি সারে॥ কন্যারে কহেন মাতা কর আহরণ। খর্পর সাজায় দাসী আনন্দিত মন॥ যোগেশ্বরী যোগমায়া মায়ার প্রভাবে। যোগানন্দে যোগমায়া যোগ নিদ্রা ভাবে॥ অন্তরে ভক্তির ডোরে বান্ধে অভয়ায়। স্তুতি ছলে কটু বলে কথায় কথায়॥ তিরস্কারে পুরস্কার ভাবিয়ে জননী। কন্যার করেন হীত মুক্তি প্রদায়িণী॥ মানর্ব নন্দিনী বলে দিয়াছেন ফাঁকি। সম্মুখে কহিতে বার্ত্তা

আকাশ বাণীতে বাণী বাণীমাতা কন। বাণী সুতে আমি তব বাণীর কারণ॥ মম বরে বরো বর বরপুত্র মোর। বরাগন্ধা আরাধিত বর২ তোর॥ ধন্য ধন্য পুণ্য তোর গণ্য মহীতলে। মম বাসে পাবি বাস কাল পূর্ণ হলে॥ বিশ্বজয়ী নিবারণ বধে সাধ্য কার। যে করে উহার হিংসা হিংসি আমি তার॥ শ্রবণে আকাশ বাণী হস্তেতে আকাশ। পেয়ে কন্যা গুণবতী প্রকাশে উল্লাস॥ কৃতাঞ্জলি হয়ে কন্যা সহাস্য বদনী। গলায় অঞ্চল দিয়ে প্রণামে অমনি॥ দেবীর নির্ম্মাল্য মাল্য বরমাল্য ছলে। অতি ব্যস্ত উঠে দেয় নিবারণ গলে॥ দাসী ঋষি দুই-জনে দেখে আনন্দিত। বলিদান উপক্রম করিল ত্বরিত॥ বুঝিতে না পারে শিশু কাহার কি ছল। ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ নেত্র ছল২॥ হেনকালে ব্রহ্মচারী পড়ে দণ্ডপ্রায়। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিস্তারিণী পায়॥ দেখ রাজা যুধিষ্ঠির একি চমৎকার। করিতে পরের হিংসা আপনি সংহার॥ যে জন সৃজন কর্ত্রী সংহারিণী তিনি। ঋষি মুণ্ড সহস্তে কাটেন নিস্তারিণী॥ মন্দিরে পড়িয়ে ধড় ধড়ফড় করে। কাটামুণ্ড কালী২ বলে উচ্চৈঃস্বরে॥ ঠিকুরে পড়িল মুণ্ড চামুণ্ডার পায়। সেই হেতু ব্রহ্মচারী মুক্তিপদ পায়॥ দ্বিজ বনলালী বলে কে হবে তেমন। ছিল বুঝি শ্যামানন্দ শ্যামার নন্দন॥ দুরান্ত কৃতান্ত জিনে মায়ের কৃপায়। শুভক্ষণে যোগমায়া কন্যা ঋষি পায়॥

পিতৃ শোকে যোগমায়ার মূর্চ্ছা।

পয়ার। পিতার পতন কন্যা দেখিয়ে সাক্ষাতে। হাহা-কার করে কান্দে পড়িয়ে ধরাতে॥ ধারাধরি করে তোলে কে আছে এমন। শব্দ পাইয়ে দাসী করে পলায়ন॥ কি হলো২ বলে ভালে হানে কর। কঙ্কণ ঘাতেতে রক্ত ঝরে ঝর

স্বর॥ মোহেতে মোহিতা বালা পড়ে মূর্চ্ছা যায়। স্পন্দন রহিত দেহ যেন মৃত্যু প্রায়॥ মহাযোগী নিবারণ ছিল যোগাসনে। দুর্ঘট ঘটনা কিছু না দেখে নয়নে॥ শুনিয়া ধনীর ধ্বনি ধ্যান ভঙ্গ হয়। ব্যস্ত হয়ে মন্দিরের দ্বার প্রান্তে রয়॥ দেখে শোণিতাক্ত গৃহ শোণিতাক্ত সব। শোণিতাক্ত নৈবিদ্যাদী উপকরণ সব॥ কে করিল ছেদন নিধন কি কারণ। নিশ্চয় বুঝিতে নাহি পারে নিবারণ॥ দেখে যে কিবল মুণ্ড ভূমিতলে কাটা। ছটফট হস্ত পদ যেন কাটা পাঁঠা॥ নিকটে যাইয়া শিশু নিরীক্ষণ করে। তখন গেছেন ঋষি কৃতান্ত নগরে॥ দাসী কন্যা দুইজনে দেখিতে না পায়। অন্তরে ভাবেন বুঝি প্রমাদ ঘটায়॥ মনে২ করে চিন্তা ঋষির তনয়। হিতে বিপরীত হলো ঘটিল প্রলয়॥ মরিয়ে মারিল বেটা ঘটিল প্রমাদ। সদেশেতে যাইতে আর না রহিল সাধ॥ বিনা অপরাধে দণ্ড দিবে দণ্ডধর। খুনের বদলে খুন লইয়ে সত্বর॥ বিশেষে বিপক্ষ দাসী আছয়ে আমার। শপথ করিয়ে মিথ্যা কবে বারম্বার॥ যে দেখি স্থানের গুণ না জানি কি হয়। এখানে থাকিলে অর্দ্ধ মরণ নিশ্চয়॥ পলাইয়ে যাই যদি লয়ে নিজ প্রাণ। কেমনে অবলা বালা পায় পরিত্রাণ॥ সঙ্কটেতে হয় মম জীবন দায়িনী। দেবের দুর্ল্লভা কন্যা ত্রৈলোক্য মোহিনী॥ পিতৃ শোকে মহীতলে পড়ে মৃত্যুপ্রায়। আমি ভিন্ন নাহি অন্য বাঁচাতে উহায়॥ যা থাকে ভাগ্যের ফল ফলিবে নিশ্চয়। বনমালী বলে যুক্তি ছেড়ে যাওয়া নয়॥

সতী পতির মিলন।

ত্রিপদী। ব্রহ্মচারী ঋষি কন্যা, পিতৃশোকে মূর্চ্ছাপন্না, ছিন্নভিন্ন জীর্ণ কলেবর। অধরা হয়ে রধায়, ধুলায় লুণ্ঠিত কায়, মনস্তাপে তাপিত অন্তর॥ অনোজ নেত্রেতে জল, সদা ঝরে ছল২, জলধর সম জল ঝরে। এলোথেলো কেশ বাস,

অন্তরে নাহি উল্লাস, সুধাংশু বদন শুষ্ক ডরে। হাহাকার শব্দ ধ্বনি, করিয়ে পড়িল ধনী, ধ্যানির হইল ধ্যান ভঙ্গ। ব্যস্ত হয়ে নিবারণ, নিকটে করে গমন, রমণীর ভাঙ্গিতে আতঙ্ক। দেখে কন্যা সবাকার, শবাকার হয় তার, করে কর করে আক্রমণ। প্রিয়সীরে প্রিয় ভাষে, কন বাক্য যত আসে, কেন হেন বিষণ্ন বদন॥ এ স্থানে থাকা এক্ষণে, সুযুক্তি না হয় মনে, চল২ গৃহে লয়ে যাই। যা ছিল হলো হবার, না জানি কি ঘটে আর, জ্ঞান হয় প্রাণ রক্ষা নাই॥ রক্তমুখী নিস্তারিণী, নরের শিরধারিণী, নর মুণ্ড মালা যাঁর গলে। কটীতটে নর কর, সর্ব্বাঙ্গে রুধির নর, নরেশ্বর চরণ-যুগলে॥ নিবারণ ব্যস্ত হয়ে, রমণীরে ক্রোড়ে লয়ে, উপনীত হন নিকেতনে। যেমন নিজ ভার্য্যায়, শুয়ায় আনি শয্যায়, সুর্চ্ছ সা করেন প্রাণপনে॥ করেতে করি ব্যজন, অবিরত সমিরণ, সতী জ্ঞানে দেন পতি পাত্রে। বুঝিয়ে পতির ভাব, প্রকাশে সতী স্বভাব, চৈতন্য হইল স্পর্শ মাত্রে॥ সক্রোদক বাটীভরি, বদনে তুলিয়ে ধরি, স্বহস্তে খাওয়ায় রমণীরে। এলোথেলো ছিল বেশ, দেখিল সুবেশ বেস, নেত্রেশ্বর বিন্ধিল শরীরে। সতী পতি সংযোগে, ধরিল বিষম রোগে, নিবারণ কন চন্দ্রাননে। উঠ২ উঠ প্রিয়ে, যায় নিশি পোহাইয়ে, মিথ্যা শোক কর অকারণে॥ তুমিত আমার হিত, করিয়াছ যথোচিত, তব হিত বলনা কি করি। বুঝিতে না পারি ভাব, কি তব মনের ভাব, প্রকাশিয়ে কহলো সুন্দরী॥ সুহজে আমি বিদেশী, প্রভাত হইলে নিশি, সস্থানেতে গমন আমার। যত দিন বেঁচে রব, তোমার প্রশংসা কব, সুধিতে নারিব তব ধার॥ অপ্রকাশ্য ছিল আস্য, হলো দৃশ্য সুপ্রকাশ্য, মনে২ ঔদাস্য মোহিত। কিবা যুগ্ম পয়োধরে, যোগীজন মন হরে, যুবাগণ হেরিলে মূর্চ্ছিত॥ নাসাগ্রে গজমতি, হেরে ছন্ন হয় মতি, রতীপতি রতী নিন্দা করে। পক্ব বিম্ব ওষ্ঠাধর, বিনি আস্য সুধাকর, বচনে বদনে সুধাক্ষরে॥

যেমন শোভা বয়ান, তেমতি পদ্মনয়ান, স্বর্ণ পাত্রে স্বর্ণ কত্ত রাজে। দেখে চক্ষে নিবারণ, চঞ্চল হইল মন, চাপিয়ে ধরিল বক্ষ মাঝে॥ মনে২ ভাবে ধনী, ব্যস্ত অতি গুণমণি, বিষাদে কেমনে পূরে সাধ। পাইলাম গুণনিধি, বিধির একি অবিধি, প্রথমেতে ঘটান প্রমাদ॥ এহেন সুখের রাত্র, মম পক্ষে কাল রাত্র, বরপাত্র বরযাত্র ভাবে। মধু লোভা মধু আশে, ভ্রমিছে মৃণাল পাশে, নৈরাশে স্বদেশে চলে যাবে॥ ঘৃত অগ্নি এক ঠাই, রাখিতে নিষেধ তাই, কি করিব উপায় এক্ষণে। পিতার পতন সদ্য, অশুচি রয়েছি অদ্য, প্রিয় পতি তুষিব কি দানে॥ পুরুষ নিলজ্জ অতি, কোলেতে পেলে যুবতী, নাহি পারে ধৈর্য্য ধরিবারে। রমণীর আকিঞ্চন, হয় বটে মন২, লজ্জা ভয়ে প্রকাশিতে নারে॥ দ্বিজ বনমালী কয়, সর্ব্বদিগ রক্ষা হয়, কর যুক্তি এমন বিধান। ব্যস্ত অতি নিবারণ, কিসে হবে নিবারণ, হানিছে মদন ফুলবাণ॥

যোগমায়া দরশনে নিবারণের খেদ।

পয়ার। পতির ব্যাভার দেখে আনন্দিত মন। মনে২ বরমাল্য করেন অর্পণ॥ হাস্য পরিহাস্য ভাস্য রহাস্য কৌতুক। কেমনে হইবে দান যৌবন যৌতুক॥ জানেন বিষম মায়া যোগমায়া সতী। কৌশল ছলেতে পুনঃ ছলিলেন সতী॥ কপট মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছা যান পুনর্ব্বার। নিমিষ নাহিক চক্ষে যেন শবাকার॥ দশনে দশনে ঘরিষণ কত করে। বিকট কটাক্ষপাত পতির উপরে॥ সরোজ গঙ্গার সুত নিরখে কন্যায়। মৃত্যুর লক্ষণ দৃষ্টে করে হায় হায়॥ নিশ্চয় জানিল কন্যা মরিল এবার। আপনা আপনি কত করে তিরস্কার॥ কেন না হইল মৃত্যু আসিয়ে এখানে। কেমনে আশ্চর্য্য শোক সহ্য যাবে প্রাণে॥ কেন বা দিলেন বিধি রমণী রতন। অভা-গার ভাগ্যে ভোগ হয় কি এমন॥ নেত্র জলে নিবারণ

ডাকিতে লাগিল। রমণী নিরব হয়ে সকলি শুনিল। পুনর্ব্বার ঋষি পুত্র নিযুক্ত সেবায়। ভয় প্রাপ্তে ব্যস্ত হয়ে ডাকেন চাঁপায়। উত্তর না পান তার রয়েছে শয়নে। মৃত্যুবৎ হয়ে রয় ঋষির মরণে। এই রূপে, যেই নিশি প্রভাত হইল। দুর্গা বলে নিবারণ অমনি উঠিল। যাই যাই বলে কিন্তু যাইতে না পারে। তথাপি কিঞ্চিৎ ছল দেখান কন্যারে। করে করি খুঙ্গি পুথি বস্ত্র আভরণ। রমণীরে কন তুমি উঠহ এখন। স্বদেশেতে যাই আমি তোমার কল্যাণে। থাকিবে গৃহেতে তুমি খুব সাবধানে। দেবী দরশনে হেথা এসে কত জন। ছলে বলে কি কৌশলে করিবে হরণ। উচিত তোমার বাস নিজ পতি বাসে। এক্ষণে এখানে বাস মনে নাহি আসে। যদিও না হও তুমি সামান্যা কামিনী। সহায় তোমার হন দেবী নিস্তারিণী। তথাপি সদাই সঙ্ক একাকিনী থাকা। বিপদ সম্পদে পদে পদে ব্যয় টাকা। অনর্থের মূল অর্থ শুনহ সুন্দরী। সাবধানে থাক তুমি এই বাঞ্ছা করি। সংপ্রতি বিদায় আমি মাগি তব স্থানে। দেখে শুনে লও দ্রব্য যা থাকে যে খানে। চিরকাল তব গুণ করিব শরণ। তোমার কৃপায় দেশে হইল গমন। বাক্যদত্তা হই আমি তব বিদ্য-মানে। কি দিয়ে শুধিব ধার বল না এক্ষণে। আছয়ে আমার এক হীরার অঙ্গুরী। সন্তুষ্ট হইয়া লও এই বাঞ্ছা করি। সকরে পরায়ে দিয়ে রমণীর করে। শ্রীদুর্গা শরণ করি উঠিল সত্বরে। কুলের কামিনী হয়ে পুরুষের সনে। লাজে নাহি কয় কথা ভাবে মনে মনে। প্রকাশীতে নাহি পারে মনের মানস। ভেবে চিন্তে দেখিলেক না কহিলে দোষ। আস্তে ব্যস্তে উঠে কন্যা পড়িলেন পায়। নয়ন জলেতে কমলাক্ষ ভেসে যায়। বিনয় করিয়ে বলে শুন মহাশয়। আইবুড়া কন্যা আমি থাকি পিত্রালয়। তব আগমনে মম পিতার বিনাশ। অবলা কুলের বালা করি কোথা বাস। অনুগ্রহ করে মোরে

করুণ গ্রহণ। দাসী হয়ে রাত্র দিন সেবিব চরণ॥ রমণী কটাক্ষ শর বিন্ধিল অন্তরে। অমনি বন্ধন হন মায়ারজ্জু ডোরে॥ সুধাংশু বদনে সুধা মিশ্রিত বচন। শ্রবণে সন্তোষ হয়ে কয় নিবারণ॥ যা হাতে উপকার তব তাই করা হবে। এক্ষণে আমার বাক্য রাখ দেখি তবে॥ গত নিশি উপবাসী রয়েছ আপনি। স্নান করে এসো গিয়ে সরোজবদনী॥ তোমার পিতার তুমি এক মাত্র কন্যা। পিতৃ কার্য্য করে এসে হও আগে ধন্যা॥ সংপ্রতি সহায় আমি হলাম তোমার। অগ্রেতে করিব তব পিতার শত্কার॥ চাঁপারে কহিল যাও দেবীর মন্দিরে। দেখে এসো শব পড়ে আছে কি প্রকারে॥ আজ্ঞা অনুসারে দাসী আসিয়ে ত্বরিতে। দেখিল শবের চিহ্ন নাহি মন্দিরেতে॥ দাসী আসি সমাচার কহিল যেমন। নিবারণ যোগমায়া দেখিল তেমন॥ সশরীরে স্বর্গ বাসে জনকের জায়া। নিবারণ মুখে শুনে তুষ্টা যোগমায়া॥ যথা সাধ্য আদ্য শ্রাদ্ধ দশ দিন পরে। করিলেন যোগমায়া অতি শ্রদ্ধা করে॥ ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করান বিস্তর। থাকিয়ে থাকিয়ে কান্দে শোকেতে কাতর॥ স্বদেশে যাইতে বাঞ্ছা না-করে কুমার। দেখে সঙ্গ জ্বলে অঙ্গ আতঙ্গ চাঁপার॥ অতঃপর উথলিল প্রেমের তরঙ্গ। রসিক রসীকা দোঁহে করে রঙ্গ ভঙ্গ॥ অদ্ভুত সমান ভাবা বনমালী ভাবে। মুনিবর মুখে শুনে নৃপবর হাসে॥

সতী পতির প্রেম যুদ্ধ।

লঘু-ত্রিপদী। কন্যা যোগমায়া, জানে কত মায়া, সর্ব্ব গুণে গুণবতী। মিষ্ট মিষ্ট ভাষে, হাস্য পরিহাসে, অনায়াসে ভুলায় পতি॥ মনোমত বর, পাইয়ে সত্বর, পিতৃ শোক ভাল হলো। বসে একাসনে, কথোপকথনে, প্রেমরসে ঢল ঢল॥ পড়ে নেত্র শরে, উভয়ে শিহরে, পরস্পরে চেষ্টা ভারি।

অশুচি ঘুচিতে, না পারে সহিতে, অধিক কাতরা নারী॥ পূর্ণ ষোল কলা, কতই অবলা, সহিবে যৌবন তার। মদন জ্বালায়, অঙ্গ জ্বলে যায়, অপরাধ নাহি তার॥ অগ্রে পরিচয়, ঋষিকন্যা লয়, কোন জাতি কিবা নাম। কোন কুলোদ্ভব, গোত্র কিবা তব, বসবাস কোন গ্রাম॥ ধূর্ত্ত নিবারণ বুঝিয়া কারণ, পরিচয় কয় ছলে। পূর্ব্বেতে ব্রাহ্মণ, সংপ্রতি যবন, মক্কা গিয়া ছিলাম বলে॥ হারায়েছি কুল, ভাবিয়ে ব্যাকুল, হলে অনুকূল তরি। করে বিবেচনা, কহ সুলোচনা, উচিত যা হয় করি॥ প্রাপ্তে পরিচয়, রমণি বিস্ময়, এমন নাহি সম্ভবে। মাতৃ বাক্যাশ্রয়, ভজিব নিশ্চয়, কপালে যা থাকে হবে॥ ঋষির তনয়, রসিক প্রলয়, জিজ্ঞাসেন প্রিয়া প্রতি। তব বিবরণ, করাহ শ্রবণ, কোন কুলে কুলবতী॥ এ নব যৌবনে, সঁপিয়ে যবনে, আহা মরি কি দুর্ম্মতি। সত্য বিবরণ, করায়ে শ্রবণ, তুষ্ট কর গুণবতী॥ বুঝিয়ে আভাসে, যোগমায়া হাসে, অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ। ভাবে মনে মনে, হইবে কেমনে, প্রথমে পতির সঙ্গ॥ যুদ্ধের সর্জ্জায়, ঋষি পুত্র যায়, অধর অধরে ধরে। দিয়ে আলিঙ্গন, চুম্বিল বদন, কর দেয় পয়োধরে॥ ও রস কেমন, জানেনা দুজন, প্রথমে না পায় দ্বার। বিধির সৃষ্টি বিধি, শিখালেন বিধি, সাপক্ষ কৃষ্ণকুমার॥ পুরুষ পরশে রমণী হরষে, রসেতে রহস উঠিল। গলে মতিহার, ছিল চমৎকার, তখনি খুলে লইল॥ ধর্ম্ম সাক্ষি করে, পরাইবে বরে, বলে তুমি মম পতি। যৌতুক যৌবন, করিনু অর্পণ, শ্রীপদে সঁপিনু মতি॥ হারে হার মন, কহে নিবারণ, হলে তুমি মম জায়া। দিতে আভরণ, নাহি অন্য ধন, তোমারে সঁপিলাম কায়া॥ পিতৃদত্ত ধন, বর আভরণ, রমণী বাহির করে। করিয়ে কৌতুক, দিলেন যৌতুক, সহস্তে পরায়ে বরে॥ দোঁহে নব্য ব্রতি, কেহ নহে ক্লান্তি, সকার্য্য সাধনে দেরি। আহা উহু করে, রমণী শিহরে, পতির বদন হেরি॥ না জানে সন্ধান, কোন

পথে যান, নায়ক পাইয়ে কষ্ট। অনেক পউনে, অনেক পীড়নে, খুজে মেলে পথ পষ্ট॥ দারুণ প্রহার, করে বারে বার, রতিপতি দেখে রঙ্গ। যাইতে অন্দরে, পুলক অন্তরে, আবেশে অবশ অঙ্গ॥ পাইতে সুস্বাদ, উভযেরি সাধ, শীঘ্র ক্ষান্ত নাহি পায়। বনমালী ভণে, আহুতি দেওনে, যজ্ঞকুণ্ড ভেসে যায়॥

সতী পতির আনন্দে চাঁপার হিংসা।

পয়ার। দেখহ নারীর মায়া একি চমৎকার। স্বদেশে যাইতে আর না চাহে [illegible]ার॥ যুবক যুবতী প্রাপ্তে মা বাপ ভুলিল। আনন্দ তরঙ্গে পড়ে ডুবিয়া রহিল॥ দেবীর কৃপায় পায় নাহি কষ্ট লেশ। কত দেশ হইতে পূজা এসে নিত্য বেশ॥ অপর নাহিক ঘরে কারে করে ভয়। অহর্নিশি সতী পতি একাসনে রয়॥ কামযাগে নিশি জাগে দিবসে শয়ন। কথায়২ করে মদন দমন॥ নৃত্য গীত বাদ্যোদ্যম হাস্য পরিহাস। অন্যে যদি দেখে কয় গণিকা নিবাস॥ নিবারণ হতে দুঃখ হলো নিবারণ। সর্ব্বদা থাকেন নারী আনন্দিত মন॥ দেবীর সেবায় রত উভয়ে সমান। নিত্য দেয় নিত্য পূজা যেমত বিধান॥ রাত্র দিন লয়ে পতি করে সতী রঙ্গ। দেখে শুনে চাঁপার জ্বলয়ে পোড়া অঙ্গ॥ চিরকাল জাতক্রোধ অন্তরেতে ছিল। সময় পাইয়ে কন্যা তারি শোধ দিল॥ কথায়২ ঠাট্টা করে যোগমায়া। কি ছার বিছার জ্বালা জ্বলে হেন কায়া॥ কি করে পেটের দায় না থাকিলে নয়। মন দুঃখে সর্ব্বদা বদন ভারে রয়॥ শ্বশুরের প্রিয় দাসী করিয়ে শ্রবণ। শাশুড়ী বলিয়ে সদা ডাকে নিবারণ॥ প্রমদারে নিষেধেন কহিতে কুভাষা। প্রিয়বাদী হইলে সর্ব্বত্রে ভালবাসা॥ তথাপি জাতীয় ধর্ম্ম ছাড়িতে না পারে। থাকিয়ে২ কটু কহেন তাহারে॥ পূর্ব্বমত গিন্নিপোনা না থাকিল আর। ব্রহ্মচারী

পতনে সকল ছারখার। যেমত আছিল গর্ব্ব খর্ব্ব ততোধিক। আপনি আপনে সদা মানে ধিক্২। অতি অল্প দিনে যোগ-মায়া গর্ভবতী। দেখে আনন্দিত হয় সতী আর পতি॥ চাঁপার বাড়য়ে কষ্ট কয় পষ্ট ছলে। বিষম হিংসক মাগী ভাল দেখে জ্বলে॥ কথায়২ গালি অঙ্গুলি মট্‌কান। থেকে২ সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মেরে ধিয়ান॥ পতির খাতিরে সতী শয় ততো তার। তথাপি তাড়াতে চায় এক২ বার॥ বনমালী বলে চাঁপা হয়ছো প্রবীণ। জাননা কি সকলেরি আছে এক দিন॥ যে জোরে করিবে জোর সে নাই এক্ষণে। সংপ্রতি উচিত হয় থাকা মানে মানে॥ মনে২ জান তুমি কন্যাটী নয় পর। জামাতা দুহিতা লয়ে সুখে কর ঘর॥

যোগমায়ার প্রতি চাঁপার ভর্ৎসনা।

উস্তট্ট পয়ার। শুন দেখি ব্রাহ্মণের মেয়ে এই কি লো তুই সতী। পর পুরুষকে পতি বলে বিলাইলি রতি॥ জাতি কুল তার জানিস্‌নাকো কথায় গেলি ভুলে। কুলিনের মেয়ে হয়ে কালি দিলি কুলে॥ ও বেদের ছেলে ব্রাহ্মণ বলে মারন মন্ত্র জেনে। তোর বাপ্‌কে মেরে তোরে ঘেরে বসেছে এক্ষণে॥ কে কোথা শুনেছে কিম্বা দেখেছে সাক্ষাতে। দেবতা হয়ে নরবলি লন আপনার হাতে॥ ওর রংটা কটা মোটা পাঠা মতন গর্দ্দান। দেখ্‌তে বড় মন্দ নয় বেদের সন্তান॥ উপপতির যোগ্য বটে কল্লেও করা যায়। অনাশে পসন্দ করে বুড়ো হাবা তায়॥ অবাক হয়ে আছিল তোর রকম দেখে শুনে। কমল-কলি ফুটায় ছোড়া কুহকের গুণে॥ ভাগ্যে মিন্‌সে গেছে মরে বাঁচলো জেতের দায়। এখন কি আর তোর হাতে ভাত ভাল মানুষে খায়॥ থাক্‌তো যদি পুরুষ ঘরে যেতো কাটা বেটা। একবারে তোর ঘুচে যেতো গয়না নাড়ার লেঠা॥ দেশান্তরি কর্ত্তো গালে দিয়ে চুন কালি। কিম্বা কাঠার

মতন কাট্‌তো ওরে পূজে রক্ষাকালী। ও বেদে ছোড়া গুণিন বটে বলিহারি যাই। এমনি পোশ মানালে তোরে সঙ্গ ছাড়ে নাই। পথের পথিক ধরে ভাল লুঠে নিলি মজা। ভালকুলে জন্মে ভাল তুলে দিলি ধ্বজা। দেখে শুনে বুঝলিনাকো যৌবনের ভরে। পশ্চাতে পস্তাতে হবে প্রাণ সপিলে পরে॥ ও বেদে বেটা বিষম ঠেটা জাহ্নগির শেষ। পেটের দায়ে ঘুরে বেড়ায় এ দেশ ও দেশ॥ ভাগ্য ফলে বাঁচলো ছোড়া মরেযেত কাল্‌। হতভাগা বলে ওরে ত্যাগ করেছেন কালী॥ যা হবার হয়েছে তোরে বলিল যোগমায়া। এক্ষণে ও পরের প্রতি করিসনা আর মায়া॥ ও ফাকের ঘরে লুট্‌লে মজা ফাকি দিয়ে এসে। ফাঁপরে ফেলিয়ে পরে পলাইবে শেষে॥ অনাশে অবলার মন করে যে জন চুরি। শেষেতে মজায় সে জন বুকে মেরে ছুরি॥ রকম দেখে বোধ হয় ছোড়া সামান্য চোর নয়। মিষ্ট ভাবে হাসে ভুলে রমণী প্রলয়॥ নটির মতন নাট ভারি তোর ঠাট দেখে বাঁচিনা। কুলের কুলবতী হয়ে নাই কি'কিছু ঘৃণা॥ পায়ে হিরাকাটা মল ঝমর ঝমর করে। কি বাহার চন্দ্রহার নিতম্ব উপরে॥ দাতে মিসি কুচ্‌কে হাসি ভাল চলান চলালী। অভাগা পাইয়ে ভাল আভাঙ্গা ভাঙ্গালি॥ গলায় গজমতির হার মুখে মধুর হাসি। বারাণ্ডায় দাড়ালে লোকের গলায় দিস ফাঁসি॥ দেখে তোরে বেদে ছোড়া পড়ে গেল ফাদে। ও আছে কি না আছে বলে মা বাপ দেশে কান্দে। যেই ডেগরা ছোড়া নেকুরা করে হেসে কথা কয়। তুই অমনি বসে পড়িস ঢলে বিলম্ব না সয়॥ মরি কি ভোজবাজির খেলা প্রকাশ এ সংসারে। একবারে বস কল্যে তোরে বসিকরণ করে॥ ভাল চলান চলালি ভাগো মরি গেছে বাপ। মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন সবেন না এ পাপ॥ ভাল যদি চাস এক্ষণে তাড়িয়ে দিগে ওরে। শুদ্ধ করে লব তোরে চান্দ্রায়ণ করে॥ এর পরে তোর ঘটাবে

বিপদ গর্ত্ত যদি হয়। ও কাকের ঘরে মজামেরে পলাবে নিশ্চয়॥ এখন গোপণ আছে ভাগ্য করে মানি। প্রাণ গেলে না করবো প্রকাশ আমি যাহা জানি॥ বনমালী বলে চাঁপা ক্ষতি কি তোমার॥ জামাইটীরে দেওনা তুমি শ্বশুরের ভার॥

যোগ মায়ার প্রত্যুত্তর।

উল্টুউ পয়ার।বল দেখিলো কালামুখী তোর এ কুবুদ্ধি কেনে মিছি২ করিস কুচ্ছ বিশেষ না জেনে॥ আমি সতী কি অসতী তুই তা জান্‌বি কেমন করে। অপনার মতন দেখিস বুঝি সকল নারীরে। ভাগ্যে পিতা গেলেন স্বর্গে তেই হলি তুই সতী। কুঁড়োজালি করে করে ধর্ম্মে দিলি মতি। কি জ্বলানটা জ্বলিয়ে ছিলি দেখ্ না মনে ভেবে। চির দিন অধর্ম্মের ভরা ধর্ম্ম কত সবে॥ রাঁড় হয়ে তোর সাড়ের মতন পূর্ব্বে ছিল ঠাট। এখন সুখন্ কমল সুখিয়ে গিয়ে ভুবড়ে হলো কাট॥ তাতে নাইকো মধু কেন বঁধু বস্‌বে সুখ্‌ন ফুলে। থেকে২ তাতেই বুঝি উঠিস জ্বলে২॥ এয়োতীর কপালে সিন্দুর দেখে হিংসা তোর। গয়না দেখে ময়না বেটী হয়েছিস কাতর॥ এখন বুঝি দেখে শুনে ফেটে যাচ্চে বুক। ভেবে দেখ্‌না পরের সনে কল্লি কি কৌতুক॥ খয়া দাতে ভরা মিসি পানে রাঙ্গা ঠোঁট। হাত ছিল রাঁড় গলায় দানা পাছায় ঝুল্‌তো ঘোট॥ তাতে চাবির গোছা ঝুলতো আচ্ছা ঠিকানার উপরে। দেখে লোক্‌কা দিয়ে গঙ্কা যেত ভাল করে॥ গোদা পায়ে পরিসনে মল খেদ রয়েছে মনে। আমায় দেখে ঠাট্টা বুঝি করিস সে কারণে॥ তুই এখন কি সব ভুলে গেলি ওরে কড়ে রাড়ি। যদি সইতে নারিস মর্‌গে জানা দিয়ে গলায় দড়ি॥ তুই ভাঙ্গা ঢোলে রং চড়ায়ে বস্‌গে যা বাজারে। কত বেটা কাটি দিয়ে বাবে পরক করে॥ তোর ছোট মুখে বড় কথা শুনে হাসি পায়। পতিকে কোস্ উপপতি ক্ষতি কি মোর তায়॥ বাপের

উপপত্নী বলে খেমিলাম একণে। মুখ সাম্‌লে কইবি কথা যদি থাকৃতে বাঞ্ছা মনে। তখন তোর তো গিয়েছিল চারি কালের তিন কাল। পর পুরুষকে নিয়ে মজা করি চিরকাল॥ বেদে বলে গালদিস যারে বেদেতে নিপুণ। তুই নিচ হয়ে কি জান্‌বি বেটা মহতের গুণ॥ জহরি না হলে কি জহর চিন্তে পারে। যার মন্ত্র শুনে নিস্তারিণী হত্যা রক্ষা করে॥ আমি তোর কথায় বেদিনী হলাম ফির্‌বেনা'ত আর। চিরকাল জল যুগিয়ে লো তোর থাকা হলো ভার॥ এখন থাকৃতে যদি চাস্‌ এখানে দন্তে তৃণ করে। পড়্‌গে যা সেই বেদের পায়ে যদি রক্ষা করে॥ বনমালী বলে উচিত ক্ষান্ত হতে তায়। মাতৃ তুল্য ছিল চাঁপা ঋষির কৃপায়॥ মুনি মুখে নৃপতি শুনিয়ে কত হাসে। পুনর্ব্বার কি হইল মুনিবর ভাষে॥

নগর ভ্রমণার্থে যোগমায়ার নিকট হইতে বিদায়।

পয়ার। শুন রাজা অতঃপর দৈবের ঘটন। নগর ভ্রমিতে বাঞ্ছা করে নিবারণ॥ রমণীরে কহে তুমি থেক সাবধানে। বেড়ায়ে কিঞ্চিৎ পরে আসিব এখানে॥ একাকী সর্ব্বদা গৃহে থাকা ভারি দায়। বোবার মতন থাকা কদাচ না যায়॥ বিপদে পড়িলে দেখে বন্ধু কেবা আছে। ভদ্রের উচিত হয় যাওয়া ভদ্র কাছে॥ যোগমায়া কহে যাও এসো শীঘ্র গতি। একাকী চলিল শিশু আনন্দিত মতি॥ কতক দূরেতে দেখে সুন্দর নগর। অনেক ভদ্রের বাস স্থান মনোহর॥ যাইতে যাইতে পথে করে নিরীক্ষণ। ক্রমে২ যায় কত নৃপতি নন্দন॥ হয় হস্তী রথী রথ সঙ্খ্যা নাহি হয়। দেখে সমারোহ শিশু দূত প্রতি কয়॥ কিবা নাম কোথা ধাম কাহার নন্দন। কোথায় যাবেন সবে কিবা প্রয়োজন॥ বিনয় করিয়ে দূত কয় মহাশয়। নিচজাতি মোরা কিবা দিব পরিচয়॥ শুনেছি যাবেন সবে কাশ্মীর গ্রামে। স্বয়ম্বরা হবে

কন্যা হেমাঙ্গিনী নামে॥ রূপের তুলনা নাই গুণে ততোধিক॥ বিচারেতে রাজপুত্র মানে সবে ধিক॥ দুত মুখে পরিচয় পাইয়ে নিশ্চয়। চঞ্চল হইল চিত্র ধৈরজ না হয়॥ জিজ্ঞাসা করিয়ে এক নৃপতি সদনে। বিশেষ সংবাদ সব শুনিল শ্রবণে॥ সাধীন নৃপতি বালা রাজ্ঞী হেমাঙ্গিনী। গুণে যেন শারদা রূপেতে সৌদামিনী॥ অপুত্রকে মাতা পিতা যান স মরণে। রাজ্যের রক্ষিকা কন্যা তাহারি কারণে॥ করিয়ে দারুণ পণ শাস্ত্রে পরাজয়। বয়স্থা হয়েছে তবু বিবাহ না হয়॥ স্থানে২ হইতে কত ভূপতি নন্দন। বিচারে হারিয়ে দেশে করে পলায়ন॥ শ্রবণ মাত্রেতে শিশু হইল চঞ্চল। দৈবের ঘটনা যাহা কে খণ্ডাবে বল॥ কেমনে যাইব তথা ভাবে নিবারণ। মনে২ সিদ্ধান্ত হইল নিরূপণ॥ যাইছে অনেক রাজা বহু সঙ্গী লয়ে। মিশাইয়ে যাইব তাদের সঙ্গী হয়ে॥ তেমন কামিনী কত ভাগ্যে পাওয়া যায়। সংপ্রতি হইবে কষ্ট কি করিব তায়॥ এতো যে শিখিলাম বিদ্যা কিসের কারণে। পরাজয় মানি যদি রমণির সনে॥ যোগমায়ার প্রতি মায়া সকলি ভুলিল। এক নৃপতির সঙ্গে হস্তিতে চড়িল॥ ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজা সঙ্গে লয়ে যায়। আহারের কষ্ট কোন মতে নাহি পায়॥ অতি অল্প দিন মধ্যে উত্তরিল তথা। নগর দেখিয়ে মুখে নাহি সরে কথা॥ সহরের প্রান্তভাগে দেখে রাজাগণ। সমারোহ দেখে কত করে পলায়ণ॥ কার সাধ্য গড় মধ্যে প্রবেশিতে পারে। অন্যের থাকুক কায রাজা ঝকমারে॥ বিশেষে গরিব পক্ষে হয়ে যেন কাল। কতই প্রহার করে দ্বারে দ্বারপাল॥ কেহ২ তারি মধ্যে দিয়ে কিছু ধন। গড়ের ভিতরে যায় বাঁচায়ে জীবন॥ দারিদ্রের সাধ্য নয় যাইতে তথায়। দেখিবারে নিবারণ চতুর্দ্দিগে চায়॥ যার সঙ্গে গিয়ে ছিল সে তো পলাইল। ফাঁপরে পড়িয়ে শিশু ভাবিতে লাগিল॥

দ্বিজ বনমালী বলে ভেবনাক আর। প্রথমে যে পায় দুঃখ পরে সুখ তার॥

কাশ্মীর বর্ণনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী। হেরি পুরী কাশ্মীর, নিবারণ নেত্র স্থির, গ্রাম যুড়ে দেখে গড় হানা। প্রবেশিতে রাজধানী, নাহি পারে গুণমণি, দ্বারপাল দেখে করে মানা॥ অস্ত্রধারি কত জন, ভ্রমিতেছে সর্ব্বক্ষণ, মোগল পাঠান রজপুত। এড়িতোলা জুতা পায়, জামা যোড়া পরা গায়, সাক্ষাৎ যেমন যমদূত॥ ভদ্রের সন্ধানে পেলে, যেন পাকা কলা গেলে, ছলে বলে হরে তার ধন। চোরে যদি দেখা পায়, জুতায়২ তায়, যমালয় করায় দর্শন॥ দিয়ে বন্দুকের হুড়া, মেরে করে হাড় গুড়া, ভয়ে সাধু হয়ে যায় চোর। কারে মারে কারে কাটে, কারে গিয়ে বান্ধে কাটে, বলে বেটা রক্ষা নাই তোর॥ ঘুস যদি কিছু পায়, পায়েতে ধরে বসায়, জ্ঞানে হয় ধর্ম্মশীল অতি। নিবারণ ভয়ে তারে, কত আশীর্ব্বাদ করে, নগরে প্রবেশে শীঘ্র গতি॥ চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ, করে শিশু বিলক্ষণ, মনে২ ভাবে গুণমণি। এ সব রাজত্ব যার, বলিহারি যাই তার, ধন্য সে রমণী হেমাঙ্গিণী॥ গ্রাম যুড়ে বালাখানা, কতই বৈঠকখানা, স্বর্ণপুরি হেরে হয় জ্ঞান। কত শত দেবালয়, সকলি প্রস্তর-ময়, যেন বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥ কতই পাষাণময়ী, কতই বা স্বর্ণময়ী, কালী সিদ্ধেশ্বরী দুর্গা তারা। শত২ শিবালয়, কতই বিষ্ণু আলয়, পূজা করে পুরোহিত যারা॥ শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসোর, ঢাক ঢোল করে সোর, নহবত্ত বাজে দিবা নিশি। ঘড়ি২ ঘড়ি বাজে, বসিয়ে মন্দির মাঝে, চণ্ডীপাঠ করে যোগী ঋষি॥ স্থানে২ সরোবর, বারি অতি মনোহর, কত লোকে করে স্নান, পান, বারি চরে বারি চরে, হংসী হংস কেলি করে, মীন

ভাগ বৃক্ষের সমান। কত শত উদ্যান, ফলে ফুলে শোভা পান, পুষ্পের সৌরবে পূর্ণ গ্রাম। ধিরে২ যায় ধীর, নাহি হয় মন স্থির, মনে মনে জপে দুর্গা নাম॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত, বেদ পড়ে অবিরত, কায়স্থ মুনসফ সদর আলা। বৈদ্য যায় গলি২, লয়ে ঔষদের গুলি, বৈষ্ণবেতে জপে জপোমালা॥ বাজায় মৃদঙ্গ বীণে, গতি নাই গৌরাঙ্গ বিনে, দিন গেল বল হরি হরি। বাজাইয়ে শেতারা, শাক্তে ডাকে তারা২, যে তারার নামেতে ভবে তরি॥ শৈবে বাজায় তানপুরো, মুখে বলে হর২, নাস্তিকের আত্ম সেবা কর্ম্ম। রাত্র দিন নাহি ব্যাজ, বাজাইয়ে পাখোয়াজ, যবন জাজন করে ধর্ম্ম॥ ভ্রমিতে২ দেশ, আশ্চর্য্য দেখিল বেশ, বেশ করে কত কুলবতী। সকত্তারে দিয়ে ফাঁকি, ভজে কত্তা কমলাকি, আহা মরি কি কালের গতি॥ যোগীগণ যোগাসনে, ভজে নিত্য নিরঞ্জনে, যে যোগ সংযোগেতে নির্ব্বাণ। ব্রহ্মজ্ঞানী যত জনা, করে ব্রহ্ম উপাসনা, ব্রহ্মরন্দ্রে ব্রহ্মরে জাগান॥ পরে লম্পটের পাড়া, দেখে গিয়ে কত ছোঁড়া, গাঁজা গুলি মদ্যপানে মত্ত। কেহ বা খেলায় পাশ, কেহ বা পিটিছে তাস, কেহ শতরঞ্চ করে তত্ত্ব॥ রাঁড়ে ভাঁড়ে ষাঁড়ে তাড়ে, তবু যায় কত ভেড়ে, সর্প দেখে নাহি করে ভয়। পরে স্বর্ণ চন্দ্রহার, বারেণ্ডায়, কি বাহার, বেশ্যাগণ দাড়াইয়ে রয়॥ নানা আভরণ গায়, যেন স্বর্ণলতা প্রায়, নাসাগ্রে দোলে গজমতি। বয়েস গিয়েছে বয়ে, ঠকায় যুবতী হয়ে, পরে মল মল২ ধুতি॥ কাঁচলি পরিয়ে কসে, কটাক্ষে লাগায় দিসে, কে চিনিবে ভিতরেতে ফাঁকা। যার পানে ফিরে চায়, তাঁরি মুণ্ড ঘুরে যায়, কত বেটা বোকা দেয় টাকা॥ স্বর্ণ গড়ে স্বর্ণকারে, লোহা পেটে কর্ম্মকারে, কুমারেরা কুমারের শীরে সরা। বাজীকরে করে বাজী, ডোমেতে বানায় সাজি, মাকু ঠেলে তন্ত্রবায়কেরা॥ রজক কাপড় কাচে, খেমটাওয়ালি নাচে, পরস্পরে করে

নিজ কর্ম্ম। সচক্ষেতে নিবারণ, করে সব নিরীক্ষণ, বনমালী রচে মনোরমা॥

বাজার বর্ণনা।

অন্তঃযমক পয়ার। বাজারে প্রবেশ করে দেখে নিবারণ। রাত্রে দিন কেনা বেচা নাহি নিবারণ॥ ভাল২ দোকানে বিকায় ভাল চাল। অতি ভাল লোক তারা অতি ভাল চাল॥ কাঁচা গোল্লা ক্ষীরপুলি সন্দেশ মনোহরা। বাজারে দেখিয়ে লোকের হয় মন হরা॥ মুদির দোকানে ঘৃত ময়দা ও চিনি। ভাল লোকে কিনে লয় ভাল মন্দ চিনি॥ একেবারে কিনি-বারে যার মন২। সেই সে কিনিয়ে লয়ে যায় মোন মোন॥ খোট্টার দোকানে গজা খাজা মেঠাই পেড়া। মাগিরে বেড়ায় বেচে ধামা রেক পেড়া॥ ডালহাঁড়া বেচে ডাল সোণামুগ বুট। চর্ম্মকারে বেচে জুতা হাপ্চটা বুট॥ গোপের দোকানে বেচে দধি দুগ্ধ ছানা। পাখির দোকানে টিয়া চন্দনার ছানা॥ হিরামন টুঙ্গরি মুরি বুলবুল্ ময়না। ঠকাইয়ে লয় কত কুট্নি ময়না॥ বণিক দোকানে জিরা মরিচ মস্তরি। কুরঙ্গী কুরঙ্গী বেচে মন্নুর মসুরী॥ কাষ্ঠের দোকানে কত ভারি আঁটা আঁটি। কতক আদত বেচে কত ভাঙ্গা আটি॥ মেছনী বেচিছে মাছ শোল মাগুর কই। কেহ বলে কিনিলাম কেহ বলে কই॥ কেহ২ বেচে রুই কাতলা পোনা বাটা। কাঁসারি বেচিছে ঘড়া ঘটি বাটি বাটা॥ এলাইচ জয়ত্রি লবঙ্গ জায়ফল। হঠাৎ না মেলে মেলে নাহি জায় ফল॥ বারুই বসিয়ে বেচে গুয়া আর পান। ইজা-রার দোকান সে সবাই নাহি পান॥ মালাকারে বেচে পুষ্প গন্ধরাজ বেল। চাসারা লইয়ে বেড়ায় তাল আর বেল॥ কেহ বেচে জাঁতি যূথি সেউতি গোলাপ। ফিরিঙ্গি করে বেচে কত আতর গোলাপ॥ বণিক দোকানে বেচে রূপা আর সোণা॥

কলরবে সব কথা নাহি যায় শোনা॥ গিণী মোহর পাকা সোণা সদা থাকে তোলা। বড় লোকে কিনে লয়ে যায় তোলা২॥ তাঁতির দোকানে ধুতি উড়নি ঢাকাই। কতক বাহিরে থাকে কতই ঢাকাই॥ দরজা দরজা বরগা তক্তাপোস ভাল কাড়। কিনে লয়ে যায় যার আছে ভাল কড়ি॥ বাজারে না মেলে কাগজ কলম কালি। কেহ বলে আজি যাও দিব্বে পারি কালি॥ খোট্টার দোকানে তাস শাল গঙ্গাজলে। ঠকাইয়া লয় কত চোর গঙ্গাজলে॥ আরসী ঘুনসী মিসি দস দস বালা। মনোহারি দোকানেতে কিনে কুলবালা॥ বাজার নিকটে থাকে ভাল২ বাই। নিত্য দেখিবারে যায় যাদের ও বাই॥ কেহ বা হুজাই পরা কারো শাল গায়। কেহ বা বাজায় যন্ত্র কেহ গীত গায়॥ ধিরে২ যায় ধীর দেখিবারে পায়। রক্তজবা দীপ্ত কিবা কালীকার পায়॥ বাজার দক্ষিণে দেখে কালীর মন্দিরে। কেহ বাজায় তানপুরা কেহ বা মন্দিরে॥ কালোয়াতে গায় গীত মরি কি সুশর। তানে২ মেলে বাঁশি বিনা সপ্তশর॥ মণিময় অট্টালিকা দেবীর আলয়। নিশি জ্ঞান হয় দিন বাতির আলয়॥ অপরূপ কালিরূপ হেরে নিবারণ। মনের মানস তার হয় নিবারণ॥ অহর্নিশি বিকি কিনি হয় দেনা লেনা। কেহ বলে ও দোকানি এই লেনা দেনা॥ বনমালী বলে এ বাজার ছোট নয়। ভাগ্যবানে থায় কিনে দিনে মেগে লয়॥

রাজ সভা বর্ণন এবং রাজ্ঞী সহ নিবারণের বিচার।

পয়ার। ইতঃস্তত রাজধানী ভ্রমি নিবারণ। আসিয়ে রাজার বাটী করে নিরীক্ষণ॥ নৃপতি আলয় জিনি ইন্দ্রের আলয়। উপমার স্থান স্বর্গ হয় কি না হয়॥ শ্বেত পীত নিল রক্ত পতাকা নিশান। স্থানে স্থানে চন্দ্রাতপ চন্দ্রের সমান। জলে স্থলে জ্বলে মণি দিনমণি প্রায়। যমদূত সম দূত

চৌদিগে বেড়ায়॥ চুলিচা গালিচা পাতা শতরঞ্চ সপ। নেতের বস্ত্রে নির্ম্মাণ ঊর্দ্ধ চন্দ্রাতপ॥ কিংকাপের শয্যা কিবা বিচিত্র সকল। দেখিতে সুন্দর উপাদানে মখমল॥ অনুপমা অট্টালিকা বিচিত্র নির্ম্মাণ। তাহাতে ঝুলিছে কত ঝাড় ও লণ্ঠন॥ স্থানে স্থানে রাজপুত্র বৈসে কত জন। সম্মুখে আশ্চর্য্য সভা করেন দর্শন॥ কুলচি পড়য়ে ভট্ট আর কুলাচার্য্য। বিচার করেন তথা কত ভট্টাচার্য্য॥ বিদ্যা-রত্ন চূড়ামণি তর্ক পঞ্চানন। নবরত্ন সভা জয়ী এক এক জন॥ সাক্ষির স্বরূপ সবে নশ্যদানি করে। বিচারের ছলে যেন মল্লযুদ্ধ করে॥ কেহ কন পর্ব্বতেতে বহ্নির অভাব। কেহ কন এস্থানেতে প্রতিযোগিতা ভাব॥ পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র। পরস্পরে বিচার করেন যত ছাত্র॥ আত্ম বন্ধু প্রতিবাসী তামসিকগণ। স্থানে স্থানে লক্ষ লক্ষ করয়ে ভ্রমণ॥ চিকের ভিতরে মহা রাণী হেমাঙ্গিণী। রত্ন সিংহাসনে যেন স্থির সৌদামিণি॥ নিলকান্ত অয়সকান্ত চন্দ্র কান্ত মণি। যে খানে যেমন সাজে পরেন রমণী॥ সুবর্ণ সুবর্ণ হেরে প্রবেশে অনলে। মুখপদ্ম হেরে পদ্ম জলে থেকে জ্বলে॥ কুন্তল হেরিয়ে অহি মোহিতে লুকায়। নয়ন হেরে খঞ্জন অরণ্যেতে যায়॥ আস্য হেরে ঔদাস্য হইয়ে বুঝি শশী। অদ্যাপি থাকেন গিয়ে গগণেতে বসি॥ যদ্যপি চক্ষের ভ্রু হেরেন মদন। কদাচ না ফুলবাণ করেন গ্রহণ॥ দেবের দুর্লভা কন্যা নাহিক তেমন। দেখিতে তাহারে ইন্দ্র সহস্র লোচন॥ কিবা অপরূপ রূপ স্বর্গ বিদ্যাধরী। আপনি যেমন সম তুল্য সহচরী॥ নক্ষত্র মণ্ডলে যেন ঘেরে সুধাকরে। সেবায় নিযুক্তা দাসীগণ পরস্পরে॥ সম্মুখে বিচিত্র বেদি রত্ন সিংহাসন। তাহাতে বৈসেন একে একে রাজাগণ॥ কেহ বা প্রথম প্রশ্নে হয় পরাজয়। কেহ দুই চারি কথা ভেবে চিন্তে কয়॥ চক্ষেতে নিবারণ দেখিয়ে সকল। বিচার করিতে মন

হইল চঞ্চল ॥ মনে মনে করে চিন্তা ঋষির তনয়। এবে সে বেদীর পরে বসা যুক্তি নয়॥ ক্রমে ক্রমে ঘেসে গিয়ে বেদীর নিকটে। সাহসে করিয়ে ভর কয় অকপটে॥ রাজা ভিন্ন অন্য কেহ সক্ষম বিচারে। বসিতে বেদীর পরে পারে কি না পারে॥ শ্রবণ মাত্রেতে রাণী ভাবি মনে মনে। এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করে নিবারণে॥ কেমন সোণার চক্ষে দেখা পরস্পরে। উভয়ে হলেন বন্দি নয়নের শরে॥ মনে মনে ছিল যত বিচারের ফাঁকি। ঔদাস্য হেরিয়ে আস্য হন কমলআঁখি॥ সুধাংশু বদনে বাক্য কহেন তখন। ধনে প্রয়োজন নাই বিচারের পণ॥ ক্ষত্রি শূদ্র বৈশ্য দ্বিজ যে কেহ পারিবে। অবশ্য বেদীর পরে আসিয়ে বসিবে॥ শ্রবণ মাত্রেতে আজ্ঞা ঋষির নন্দন। বসিল বেদীর পরে আনন্দিত মন। প্রথমে বৈয়াকরণ জিজ্ঞাসেন রাণী। শ্রবণ মাত্রেতে জিন অপূর্ব্ব বাখানি॥ স্মৃতি গায়ত্রী নিগম আগম পুরাণ। প্রশ্নের উত্তর দেয় ঋষির সন্তান॥ বেদ শাস্ত্রে স্ত্রী জাতির অধিকার নাই। প্রথমেতে নিবারণ জিজ্ঞাসেন তাই॥ তর্ক শাস্ত্রে করে তক সতর্ক হইয়ে। বিতর্ক করিতে কন্যা গেলেন হারিয়ে॥ দৃষ্টানলে প্রাণ জ্বলে ভুলিল বেদান্ত। টিকায় ঠিকায় ভুল কে করে সিদ্ধান্ত॥ আত্মতত্ত্ব নিরূপণে ঘুচিল সংশয়। আত্মরূপী পরমাত্মা নিবারণ কয়॥ অভেদ ভাবিয়ে দেখ তুমি আর আমি। কন্যা বলে হারিলাম তুমি মম স্বামি॥ মধ্যবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য আছিল মদন। ঘুচাইয়ে দেন তিনি বিচারের পণ॥ অপর পণ্ডিত সবে হারি করে দিল। বিবাহ বৃত্তান্ত বনমালী বিরচিল॥

বরের সহিত রাণীর ছদ্মঃবংশে পরিচয়।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। রাণীর আদেশ পেয়ে, যত দাসী যায় ধেয়ে, বরেরে আনিল অন্তঃপুরে। হেরে রূপ মনোহর, কন্দর্প শরে কাতর, মনের আসঙ্কা গেল দূরে। পরাইতে রাজবেশ,

রাজ্ঞীর হলো আদেশ, বেশ বেশ করে বেশকারি। রমণী মনোরঞ্জন, পরাবা মাত্রে বসন, সবে বলে ধন্য বলিহারি॥ যত সহচরীগণে, বরেরে লয়ে যতনে, যোগায় মিষ্টান্ন জল-পান। ভোজনান্তে ত্বরা করে, বরেরে লয়ে অন্দরে, সহচরী গণে লয়ে যান॥ হোথায় রাজনন্দিনী, সঙ্গেতে অষ্ট সঙ্গিনী, সজ্জা করে বসিয়ে শয্যায়। সকলেরি এক বেশ, কার সাধ্য চেনে বেশ, যে দেখে সে লজ্জা পেয়ে যায়॥ সে দেশের দেশাচার, নৃত্য গীত ব্যবহার, রমণী মাত্রেতে আছে জানা। বিশেষে নৃপনন্দিনী, সে রঙ্গে অতি রঙ্গিনী, ব্যবহারে যেন বাইয়ানা॥ তুষিবে বলিয়ে পতি, বসিলেন রসবতী, বীণা করে যেন বীণাপাণি। সঙ্গিনীরা করে গান, আপনি ধরেন তান, সংগীতেতে কিন্নরী বাখানি॥ ক্রমে হয়ে উন্মাদিনী, নাচে যেন নৃত্যকিনী, হেরে লজ্জা যায় পলাইয়ে। দেখে শুনে গুণাকর, মোহিত হয়ে অন্তর, বসিলেন অবাক হইয়ে॥ কিবা রাণী কিবা দাসী, কথায় কথায় হাসি, সবে বলে ঠাকুর জামাই। এ বিদ্যার পরিচয়, তোমার উচিত হয়, কিঞ্চিৎ দেখাও দেখি ভাই॥ নিবারণ কন শুন, এদেশের এই গুণ, মম দেশে নাহি ব্যবহার। শিখিয়াছি তন্ত্র মন্ত্র, কখন না দেখি যন্ত্র, যদ্যপি দেখাও একবার॥ বাজাতে কিঞ্চিৎ পারি, হয়ে রব আজ্ঞাকারী, থাকিয়ে রাণীর দরবারে। দিওনা দিওনা ফাঁকি, রবেনা রবেনা বাকি, দেখা যাবে কে জিনে কে হারে॥ শুনিয়ে পতির বাণী, আহ্লাদিতা মহারাণী, রসে অঙ্গ রসিয়ে উঠিল। তখনি হাসিয়ে কয়, লহ যন্ত্র মহাশয়, তব জন্যে রাখা হয়ে ছিল॥ বাজায়ে সন্তুষ্টা কর, পাবে ভাল পুরস্কার, যন্ত্রী হও লও যন্ত্র চিনে। হাথেং মহাশয়, পাওয়া যাবে পরি-চয়, এ বিদ্যায় কে হারে কে জিনে॥ ছল করে মহারাণী, দাসীরে কহেন বাণী, রাণীরে আসিতে বল হেথা। ঠাকুর জামাই তাঁরি, হইবেন আজ্ঞাকারি, গৃহেতে লুকান গিছে

বৃথা॥ বিষম চতুরা নারী, জানেন ছলনা ভারি, অনায়াসে পতিরে ভুলায়। হেরে নৃপতি আলয়, নিবারণ মোনে রয়, ছলনা বুঝিতে পারা দায়॥ যতেক নৃত্যকীগণে, নৃত্য গীত আলাপনে, পরস্পরে হলেন মগনা। তুষিতে পতির মন, রাণীর অতি যতন, সহস্তেতে বাজান বাজনা॥ পরেতে রাজ নন্দিনী, হন যেন উন্মাদিনী, আনন্দের পরিসিমা নাই। রস-বন্তী করে গান, সঙ্গিণী ধরেন তান, তাল দেন ঠাকুর জা-মাই॥ ক্রমে রুক্মিণী নন্দন, করিলেন আক্রমণ, উভয়ে পীড়িত শরাসনে। গুণাকর ভাবে দায়, সময় বহিয়ে যায়, মিলন হইবে কতক্ষণে॥ দ্বিজ বনমালী কয়, ব্যস্ত কেন মহাশয়, যার কার্য্য সেই লবে খুজে। বিষম চতুরা মেয়ে, ছলনা করিবে পেয়ে, পরিচয় দিও বুঝেসুঝে॥

সতী পতির পরিচয়।

পয়ার। তদন্তরে রমণীরে ঘেরিল অনঙ্গ। ক্রমে ক্রমে নৃত্যগীত হয় ভাল ভঙ্গ॥ ক্লান্ত হয়ে বসে কান্তা কান্তের সদনে। সেবায় নিযুক্ত হয় সহচরীগণে॥ কেহ আনে পুষ্প মালা সহিত চন্দন। কেহ২ করে শ্বেত চামর ব্যজন॥ কেহবা অর্পণ করে বচরাই গোলাপ। কেহবা মাথায় অঙ্গে আতর গোলাপ। আনি সুবাশিত বারি সুবর্ণ গেলাসে। তাম্বুল সহিত কেহ দাড়াইয়ে পাশে॥ অবাক হয় ঐশ্বর্য্য দেখে নিবা-রণ। মনে২ করে হেন না দেখি কখন। যেমন রূপসী রাণী প্রায় তুল্য দাসী। সুধাংশু বদনে মরি কি মধুর হাসি॥ হোথায় পড়িয়ে কন্যা কন্দর্পের শরে। অনিমিসে নিবারণ নিরীক্ষণ করে॥ দাসী উপলক্ষে রাণী করেন জিজ্ঞাসা। কিবা নাম কোথা ধাম কোথা হতে আশা॥ কোন কুলেতে উদ্ভব কাহার নন্দন। দেহ সত্য পরিচয় করিব শ্রবণ॥ গুণা-কর অভিপ্রায় আভাষে বুঝিয়ে। কন প্রতারণা বাক্য ছলনা

করিয়ে॥ বিচারে জিনেছি আমি যে হই সে হই। জাত কুলে কিবা কায বড় ভদ্র নই॥ নিবারণ নাম মোর যোগীর সন্তান। চিকিৎসা ব্যবসা করি শিখিয়ে নিদান॥ আরোগ্য করিতে পারি রমণীর রোগ। ঔষধের মূল্য মাত্র কেবল সম্ভোগ॥ পণেতে না থাকে জাতি শুন বরাননা। অগ্রেতে উচিত ছিল করা বিবেচনা॥ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন যদি করিবে এক্ষণে। ধর্ম্মতো পতিত হবে নিন্দা স্থানে২॥ তব পরিচয় কিছু করাহ শ্রবণ। নিশ্চয় কহিলাম যাহা মম বিবরণ॥ আচার বিচার দেখে লাগে বড় ভয়। কি জানি ভাগ্যের দোষে নৈরাশ বা হয়॥ অনুমানে জ্ঞান হয় নহে মম জাতি। না জেনে আইলাম হেথা ঘটিল অখ্যাতি॥ পরিচয়ে রাজকন্যা জানিয়ে চাতুরি। মিছে ছলে ক্রোধে বলে শুন সহচরী॥ একজন যবন নয় তার সন্ধ নাই। অর্থ লোভে জাতি দিবে মরি কি বালাই॥ আমার সঙ্গে চাতুরি মরি কি সাহস। মিথ্যা ছলে মিথ্যা বলে নাহি মোর দোষ॥ যেমন ইহার কর্ম্ম ফল তার মত। খাওয়াইয়ে দেও খানা আছে তো প্রস্তুত॥ যদ্যপি না খায় লয়ে রাখ কারাগারে। হাজির করিবে পরে আমার দরবারে॥ আজ্ঞা মাত্র সহচরী উঠিয়ে তখন। করে ধরে লয়ে বরে করিল গমন॥ কেহ২ বলে শুন শুনহে তস্কর। কি সাহসে এলে হেথা পেয়ে কার জোর॥ জাতি দিতে এলে তুমি তুচ্ছ অর্থ আশে। খাইতে হইল খানা যবনের বাসে॥ একান্ত যদ্যপি কেহ অন্নাভাবে মরে। তথাপি জাতির ধর্ম্ম নষ্ট নাহি করে॥ যদ্যপি কহিয়ে থাক মিথ্যা পরিচয়। সংপ্রতি বলহ শুনি নিশ্চয় কি হয়॥ তোমার কারণে মোরা ঠেকিলাম দায়। মারিতে না দিব কভু প্রাণ যদি যায়॥ নিবারণ কন তবে ভাবনা কি আর। বাঁচাতে যদ্যপি পার দিব পুরস্কার॥ পুনর্ব্বার কহ গিয়া রাণীর গোচরে। আপনি আসিয়ে সাজা দেন নিজ চোরে॥ হুজুরে হাজির আছি পলাতে না চাই।

রাখিলে মজরবন্দী প্রাণে বেঁচে যাই॥ দাসী বলে দেখা যাবে যা হয় পশ্চাতে। সংপ্রতি তো খাও খানা যবনের হাতে॥ জাতি রক্ষা হেতু যদি বাঞ্ছা হয় মনে। পলাইয়ে যাও তবে গোপনে২॥ বেগম যদ্যপি শুনে হারাইবে জান। এখানে থাকিলে অদ্য নাহি পরিত্রাণ॥ শুনিয়া দাসীর বাণী ভাবে গুণমণি। কখন না দেখি হেন ব্যাপিকা রমণী॥ নব কুলবধূ কোথা এমন নিলজ্জ। গণিকা সমান গান বাদ্যেতে অধৈর্য্য॥ পূর্ব্বাপর কাশ্মীর মোগলের দেশ। মোগলানী সন্ধ নাই বাইয়ানা বেশ॥ কেমনে খাইব অন্ন বিনা পরিচয়ে। কেমনে থাকিব আমি যবনীরে লয়ে॥ দাসী প্রতি নিবারণ করেন জিজ্ঞাসা। বিনয় করিয়ে বলি কহ সত্য ভাষা॥ কেবা রাণী কেবা দাসী চিনিতে না পারি। চিনাইয়ে দেহ মোরে রাজার কুমারী॥ দাসী হাসি হাসি কয় শুন মহাশয়। এসব মধ্যেতে রাণী কেহ নাহি হয়॥ সকলে আমরা হই তাহার সঙ্গিনী। অন্তঃপুর মধ্যে রণ রাণী হেমাঙ্গিণী॥ বিরন লাজুক সেই বাদশার মেয়ে। কখন না দেখে পর পুরুষেরে চেয়ে॥ বিচার করিল যেই সঙ্গিনী প্রধানা। সর্ব্বগুণে গুণময়ী না জানে ছলনা॥ আমরা নৃত্যকী তাঁর শুন মহাশয়। তেমন রূপসী কন্যা ত্রৈলোক্যে না হয়॥ রাণীর সহিত তব দেখা হয় নাই। দেখিতে যদ্যপি চাও অগ্রেতে জানাই॥ সে যে রূপ অপরূপ ধনী হেমাঙ্গিণী। সেবায় নিযুক্ত মোরা যতেক সঙ্গিনী॥ প্রধানার প্রতি ভার আছে সব ভার। সেই গিয়ে তব সঙ্গে করিল বিচার॥ দাসীর মুখেতে বার্ত্তা শুনে নিবারণ। চঞ্চল হইল চিত্ত দেখিতে কেমন॥ বিনয় করিয়ে কয় জানাতে কন্যায়। মনে২ বাঞ্ছা দেখা কতক্ষণে পায়॥ রাণীর নিকটে দাসী কহিল বিশেষ। শ্রবণ মাত্রেতে নাই আনন্দের শেষ॥ সঙ্গিনীর প্রতি রাণী দেন অনুমতি। শয়ন মন্দিরে সবে চল শীঘ্রগতি॥ তখনি পরেন রাণী মোগলানী বেশ। কবরি

খুলিয়ে বান্ধে বিনাইয়ে কেশ। হিরক মাণিক মুক্ত জহরত গায়।। গজেন্দ্র গামিনী পতি ছলিবারে যায়॥ সজ্জা করে বসিলেন স্বর্ণ শয্যাপরে। সে রূপ হেরিয়ে পতি রতি নিন্দা করে॥ রাণীর ভবন যেন ইন্দ্রের ভবন। ইন্দ্রাণী বেষ্টিতা যেন দেব কন্যাগণ॥ চতুর্দ্দিগে সহচরী তারার সমান। মধ্যস্থলে সৌদামিনী রাণী শোভা পান॥ যদ্যপি থাকিতে তথা রাণী আজ্ঞা পায়। ত্যজিতে অমরাবতী অমরেরা চায়॥ বসনে বদন ঢাকি বসেন তখন। দাসীগণ আসি করে চামর ব্যজন॥ পতিরে আনিতে আজ্ঞা হইল সতীর। দাসীর প্রধানা দাসী হিরামণি ধীর॥ ব্যস্ত হইয়ে ডাকিতে চলেন নিবারণে। সঙ্গে২ যায় অন্য দাসী কত জনে॥ বিনয় করিয়ে কয় শুন মহাশয়। যাইতে তোমারে আজ্ঞা বেগমের হয়॥ এক্ষণে চলহ তুমি উপর মহলে। সাবধানে কবে কথা বিনোদিনী স্থলে॥ অবিলম্বে উপনীত হয় নিবারণ। প্রত্যক্ষে দেখেন শ্রুত ছিলেন যেমন॥ দৃশ্য মাত্র চন্দ্রানন ঢাকিলেন রাণী। নিবারণ দেখে যেন ঠিক মোগলানি॥ অনুপমা রূপ হেরে ভাবে গুণাকর। থাকে কিম্বা যায় জাতি ভজিব সত্তর॥ দাসী উপলক্ষে রাণী করেন জিজ্ঞাসা। এখানে হিন্দুর হয় কি আশার আসা। পূরাইতে পারি সাধ খান যদি খানা। নতুবা তাড়ায়ে দেও প্রদানে গর্দ্দানা॥ শুনি নিদারুণ বাক্য নিবারণ ভাবে। উভয় শঙ্কট হলো বুঝি প্রাণ যাবে॥ মনে২ মুনিপুত্র করে যুক্তি স্থির। ছাড়িতে নারিব কভু নারীর খাতির। নাহিক হেথায় মম আত্মীয় সজন। খাইলে অখাদ্য দ্রব্য কে দেখে এখন॥ ভাগ্যফলে যদি মোরে মিলালেন বিধি। ভোগান্তে করিব এর চন্দ্রায়ণ বিধি॥ কি ছার জাতির ধর্ম্ম প্রাণ যদি যায়। পাইলে অমূল্য ধন কে কোথা হারায়॥ দাসী উপলক্ষ করে রমণীরে কয়। অবশ্য করিব যাহা অনুমতি হয়। মনে২ প্রাণ যারে করেছি অর্পণ।

কি ছার জেতের দায় তাহার কারণ। কুস্থান হইতে যদি রত্ন কেহ পায়। শাস্ত্রেতে নিষেধ নাই লইতে তাহায়॥ অগ্রেতে দেখিতে বাঞ্ছা করি চন্দ্রাননে। উভয়ে খাইব খানা বসে একাসনে॥ শুনিয়ে পতির বাক্য আনন্দিত মন। দাসীরে কহেন গিয়ে কর আহরণ॥ কালিয়ে কাবাব আদি প্রস্তুত পেলাও। পাচকে আনিয়ে বলে উঠে গিয়ে খাও॥ বরের ধরিয়ে করে নৃপতি নন্দিনী। ভোজনাগারেতে যান সঙ্গেতে সঙ্গিণী॥ সঙ্গিণী আত্মীয় যারা সজাতি রমণী। সঙ্গে২ সকলেতে বসিল অমনি॥ আহারের পরিপাটী যেরূপ প্রস্তুত। হয় নাই হবে নাই তেমন অদ্ভুত॥ সৌরবে মোহিত গৃহ উত্তম মশালা। সুবর্ণ পাত্রেতে দ্রব্য মরি কি উজ্জ্বলা॥ শত২ স্বর্ণ পীঠে শত২ নারী। একেবারে সকলে বসিল সারি২॥ নক্ষত্র মণ্ডলে যেন পূর্ণ শশধর। রমণী মণ্ডলে গিয়ে বসে গুণাকর॥ সহাস্য করিয়ে রাণী কহেন তখন। শীঘ্র করে এনে দেও উত্তম সালন॥ পতি প্রতি জিজ্ঞাসা করেন মহারাণী। কেমন খাইলে খানা বল সত্যবাণী॥ নিবারণ কন সবে যে কি খাইলে। দেশাচার বাক্য বলে কতই ছলিলে॥ দেবের দুর্লভ দ্রব্য দেখিয়ে সকল। অর্পণ করেছি দেবে তারি এই ফল॥ কভু প্রসাদিত দ্রব্য মন্দ নাহি হয়। এই রূপ পরস্পরে হাস্য কত হয়॥ ভোজনান্তে পতি সহ রাজার নন্দিনী। শয়ন মন্দিরে যান লইয়ে সঙ্গিণী॥ সুবর্ণ গেলাসে বারি, স্বর্ণ পাত্রে পান। আনি হীরামণি দাসী অন্তর যোগান। সহচরী গণ প্রাপ্তে রাণীর আদেশ। আনন্দিত হয়ে লয়ে করায় সুবেশ॥ সঙ্গিণী বাজায় শঙ্খ দিয়ে উলুধ্বনি। দেখিয়া বরের মুর্ত্তি আনন্দিত ধনী॥ গান্ধর্ব্ব মতেতে বিভা হৈল সমার্পণ। বাসর জাগিতে রয় কুলকন্যাগণ॥ ক্রমশঃ দম্পতী পড়ে কন্দর্পের শরে। মনে২ বাঞ্ছা সবে কতক্ষণে সরে॥ মদনমাদিনী সর্ব্বা

মাতঙ্গিনী প্রায়। রসবতী রসে ঢ'লে পড়ে পতি গায়। মনে২ অভিপ্রায় বুঝে কন্যাগণ। সম্ভ্রমে উঠিয়ে সবে করে পলায়ন। দ্বার বন্ধ করে যায় দাসী হীরামণি। স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা পান গুণমণি॥ সতী পতি দুই জনে করে রঙ্গ ভঙ্গ। দ্বিজ বনমালী রচে যুদ্ধের প্রসঙ্গ॥

সতী পতির মল্ল যুদ্ধ।

লঘু-ত্রিপদী। হেথা নিবারণ, আনন্দিত মন, পাইয়ে নব যুবতী। ধূর্ত্ত সে অবলা, জানে কত ছলা, অনাসে ভুলায় পতি॥ তরুণ তরিতে, ত্বরাতে তুরিতে তরুণীর বাসনা ভারি। যৌবন তরঙ্গ, হেরিয়ে আতঙ্গ, ভয়েতে ভিত কাণ্ডারি॥ কথায় কথায়, যামিনী পোহায়, কামিনী কাতরা অতি। সাধিতে স্বকান্ধ, নাহি সহে ব্যাজ, লাজ ভয় ত্যজে সতী॥ হাসিতে২ পতির অঙ্গেতে, রসেতে ঢলিয়ে পড়ে। যেন নিদ্রা বসে, আবেশে অবশে, নাহি পুনঃ নড়ে চড়ে॥ আভাসে তখনি, বুঝে গুণমণি, আর কি থামিতে পারে। বিবিধ বন্ধনে ধরিয়ে রণে, স্বকার্য্য সাধন করে॥ যেন মর্ত্ত করি, ধরিল কেশরি, আমরি কি রণ সজ্জা। বসনে বদন, ঢাকিয়ে তখন, দূরে যায় ভয় লজ্জা॥ কবরি বন্ধন, হইল মোচন, এলো থেলো বাস কেশ। পয়োধরে কর, প্রদানে সত্তর, সুখের নাহিক শেষ॥ নয়নে নয়ন, বদনে বদন, গণ্ডে২ গণ্ডগোল। নিতম্ব প্রহার, করিতে কুমার, ক্রমেতে হয় সরোল॥ সুস্বাদ পাইয়ে, উঠিল মাতিয়ে, আবেশে অবশ অঙ্গ। প্রত্যহ কামিনী, দিবস যামিনী, না ছাড়ে পতির সঙ্গ॥ ধন্য সে রমণী, রাণী হেমাঙ্গিণী, বলিহারি তারি গুণে। যে রস কেমন, না জানে কখন, নবীনে এত প্রবীণে॥ উড়ো পাখি ধরে বান্ধে প্রেম ডোরে, হৃদয় পিঞ্জরে রাখে। যদি চেষ্টা পায়, উড়া হয় দায়, আটার জড়ায় পাখে॥ রাজ্যের ভাবনা, ভাবেনা নলোনা, সদাই

থাকে অন্তরে। স্বদেশে গমন, তোলে নিবারণ, বন্দি হয়ে প্রেম ডোরে॥ বলে বলাইলে, পড়ে পড়াইলে, সদত মদত রয়। শিক্লি কেটে টিয়ে, এসেছে উড়িয়ে, দ্বিজ বনমালী কয়॥

যোগমায়ার পতি জন্য খেদ।

পয়ার। হোথা কন্যা যোগমায়া মায়ায় কাতর। পতির বিলম্ব দেখে ভাবে নিরান্তর॥ কি হলো কি হলো বলে, পড়ে ধরাতলে। কমলাক্ষ ভেসে যায় নয়নের জলে॥ দাসীর সহিত যায় রূপসী আপনি। কাননে কাননে খোজে হয়ে পাগলিনী॥ কোন মতে কোন স্থানে না পায় সন্ধান। জীবনে নাহিক বেঁচে করে অনুমান॥ ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু উপায় না পায়। হায়২ করে আর ডাকে কালীকায়॥ কি করিব কোথা যাব কি হবে তারিণী। কেমনে কাননে বাস করি একাকিনী॥ দেবী দরশনে হেতা এসে কত জন। ছলে বলে পেয়ে মোরে করিবে হরণ॥ অবলা কুলের বালা কিসে রক্ষা পায়। ঠকের হাতেতে পড়ে সতীত্ব হারায়॥ কান্ত বিনে কামিনীর কি ফল জীবনে। মাসে২ একাদশী সহিব কেমনে॥ খুন হয়ে যাই মাগো ক্ষান্ত হতে নারে। মণি হারা ফণি প্রায় অনাথিনী নারী॥ খরতর মনস্তাপে ক্ষুধা তৃষ্ণা হরে। পরাধীনা নারী জাতী পর জন্য মরে॥ গণেশ জননী গৌরী অগতীর গতি। দুর্গম ভয়েতে দুর্গে করগো নিস্কৃতি॥ অন্তর যামিনী মাতা জানতো সকলি। এ ঘোর বিপদে রক্ষা কর রক্ষাকালী॥ সতীর যেমন কষ্ট না থাকিলে পতি। সকলি যান জননী সতী কন্যা সতী॥ পিত্রালয়ে পতি নিন্দে করিয়ে শ্রবণ। যোগেশ্বরী যোগে দেহ কর সম্বরণ॥ সে অবধি সদানন্দ সঙ্গ ছাড়া নয়। যোগানন্দে যুক্ত কালী বেদাগমে কয়॥ যে পদ ভাবিলে জীবে মুক্তিপদ পায়। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পদ ব্রহ্মপদ যায়॥ যে পদ হৃদয়পদ্মে ধরেছেন হর। সেই পদ নিশি দিন ভাবি

নিরন্তর॥ তথাপি বৈধব্য দশা হয় কি কারণ। ধর্ম্মা ধর্ম্ম মর্ম্ম তারা না বুঝি কেমন॥ পতিতপাবনী মম পতি দেহ এনে। নতুবা ত্যজিব প্রাণ শোকেতে এক্ষণে॥ বক্ষের রুধিরে মাগো সাজায়ে খর্পর। ডাহিনে বামে দিয়ে বলি পূজিব সত্বর॥ ষোড়শোপচারে পূজা বিবিধ বন্ধনে। অষ্টাধিক শত চণ্ডী পড়িবে ব্রাহ্মণে॥ প্রজ্জ্বল অনল করি পোড়াইব ধূনো। তোমার সাক্ষাতে রব দন্তে করে তৃণ। গলায় বসন দিয়ে ভ্রমি দ্বারে২। মাগিয়ে তণ্ডুল আনি পূজিব তোমারে॥ চিনির নৈবিদ্য দিব বস্ত্র অলঙ্কার। বিপদনাশিনী এ বিপদে কর পার॥ এয়র এয়ত্র রাখ দিব এয়োজাত। দাঁড়াগুয়াপান দিব তোমার সাক্ষাৎ২। সিঁতায় সিন্দুর বিন্দু রাখ সিদ্ধেশ্বরী। পরে যেন সাঁকা সোণা দেহ পরিহারি॥ একেত অবলা আমি তাহে গর্ব্ভবতী। কেমনে এ বন মধ্যে করিব বসতি॥ বিশেষে অধিক দুঃখ মনেতে আমার। নিযুক্ত কাহারে করি সেবার তোমার॥ মরিলে এখানে দেখে হেন কেহ নাই। একাকিনী কামিনী কেমনে রক্ষা পাই॥ শুন২ বিশ্বময়ী বিশ্বের পালিকা। কুলের কামিনী আমি বিশেষে বালীকা॥ কেমনে রহিবে কুল ভাবিয়ে ব্যাকুল। কুণ্ডলিনী রক্ষা কর কুলোবতীর কুল॥ কালেতেতো যাবে প্রাণ কালের প্রভাবে। তবে কেন সব কষ্ট পতির অভাবে॥ পতি হীনা হয়ে আর থাকাতে কি ফল। তব অগ্রে মরি হবে জনম সফল॥ যে রূপে মম পিতারে করেছ নিধন। সেই রূপে কর মোর মস্তক ছেদন॥ একান্ত যদ্যপি মোরে না লবে আপনি। স্বহস্তেতে কাটি মুণ্ড দেখ গো জননী। জলদবরণী সব শুনেন কর্ণেতে। স্ত্রী হত্যা হইবে ভয় হইল মনেতে॥ কোন মতে যোগমায়া ক্ষান্ত না হইল। চরণ ছাড়িয়ে খড়্গ লইতে চলিল॥ দেবীর কৃপার খড়্গ তোলা নাহি যায়। অধরা হইয়ে কান্দে পড়িয়ে ধরায়॥ মনে২ করে চিন্তা হলোনা মরণ। মৃত্যু প্রায় পড়ে রয় হয়ে

অচেতন। অনন্ত রূপিণী অন্ত বুঝে সাধ্য কার। শ্রবণেতে কন শ্বেত মক্ষিকা আকার॥ প্রবোধ বচনে মাতা কহেন কন্যারে। ভয় নাই ভয় নাই যাও বাছা ঘরে॥ রাজ রাজেশ্বর পতি হয়েছে তোমার। রাজেশ্বরী হয়ে তুমি থাকিবে তাঁহার॥ বিলম্বে স্বকার্য্য সিদ্ধ বলে বনমালী। বসতি সুজানগর চৌকি ধন্যাখালি॥

বর প্রাপ্তে যোগমায়ার উল্লাস এবং সাধ ভোজনার্থে দেবীকে ভর্ৎসনা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। দেবীর আদেশ পায়, যোগমায়া গৃহে যায়, মনে মনে হয়ে আনন্দিত। ঘরে পাপিয়সী দাসী, তাহারে না কন আসি, শুভ বার্ত্তা বিশেষ কিঞ্চিৎ॥ তথাপি পতি বিচ্ছেদে, থাকেন মনের খেদে, আশাপথ করে নিরীক্ষণ। যখন অন্তর জ্বলে, নিবান নয়ন জলে, কষ্টে শ্রেষ্ঠে জীবন ধারণ॥ ক্রমে যত দিন যায়, মন দুঃখে তনু ক্ষয়, ভোজন শয়ন পরিত্যাগ। মুহুর্মুহু তথা গিয়ে, কহে কান্দিয়ে২, দেবীর উপরে করে রাগ॥ হলো পঞ্চমাস গত, কেবা দিবে পঞ্চামৃত, কারে কব কে আছে সংসারে। ঠেকিয়ে বিষম দায়, ডাকে সদা কালীকায়, সর্ব্বনাশী দেখনা আমারে॥ তোমার মনেতে সাধ, নাহি বুঝি দিতে সাধ, বল দেখি কে আছে আমার। হয়ে বিশ্বের পালীকা, পাল না নিজ বালীকা, কে লবে এ অধিনীর ভার॥ হয়ে তুমি ত্রিনয়না, হবে যদি নিনয়না, দয়াময়ী নাম কেন ধর। সন্তানের পেলে দোষ, জননী কি করে রোষ, নিজ দোষ মনে নাহি কর॥ যাঁর সৃষ্টি ত্রিসংসার, অভার কি ভার তার, ক্ষেমঙ্করী ক্ষম নিজ জনে। জগৎ পালিনী হয়ে, ভুলাও বালীকে পেয়ে, সর্ব্বনাশী জাননা কি মনে॥ যোগমায়া দেয় গালি, অন্তরে ভাবেন কালী, জাঙ্গুলি

প্রহার পাছে করে। মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, অসাধ্য কিবা তাঁহার, হন ব্যস্তা কন্যাটির তরে। নন্দিনীরে দিতে সাধ, দেবীর হইল সাধ, বিষাদ ভাবেন দেবগণে। মানবিনী যোগমায়া, তার প্রতি এত মায়া, তবে সৃষ্টি চলিবে কেমনে॥ পদ্মারে কহেন বাণী, সর্ব্ব দ্রব্য দেও আনি, সহস্তেতে করিয়ে রন্ধন। পূরায়ে মনের সাধ, ঘটা করে দিব সাধ, যোগমায়া করিবে ভোজন॥ যোড় করে পদ্মা কয়, অসাধ্য কিছুই নয়, সকলিতো পার গো জননী। যার প্রতি তব মায়া, তারি সত্য আসা যাওয়া, মুক্তিপদ দেহ মা আপনি। সহস্তে করা রন্ধন, কিবা আছে প্রয়োজন, প্রকারান্তে দিলে ভাল হয়। শুনিয়ে পদ্মার বাণী, হেসে কন ভবরাণী, কর যুক্তি যেবা মনে লয়॥ মনরমা রাজকন্যা, তারি মাতা তারি জন্য, মেনেছিল সঙ্কট রোগেতে। আরোগ্য হইলে মেয়ে, ভাল পূজা দিবে যেয়ে, ঘটা করে তোমার অগ্রেতে॥ তোমার কৃপায় তার, প্রাণ বাঁচিল কন্যার, তথাপি নাহিক দেয় পূজা। তথায় আপনি গিয়ে, কহ মাতা বিস্তারিয়ে, স্বপ্ন উপলক্ষে দশভুজা॥ রাণীর আছয়ে মন, দিতে বহু আভরণ, মানসিক করেছিল যাহা। স্বপনে রাজার পাশ, দেখাও যদপি ত্রাশ, অবশ্য পূজিবে দিয়ে তাহা॥ শুনিয়ে পদ্মার বাণী, আনন্দিত ভবরাণী, পূর্ব্ব কথা হইল স্মরণ। নিশিযোগে মহামায়া, ভূপে দেন পদছায়া, উপলক্ষ স্বপ্ন দরশন॥ দ্বিজ বনমালী বলে, রেখ শ্রীচরণ তলে, এই ভিক্ষা মাগি গো জননী। ক্রমে কালাগত প্রায়, নাহিক অন্য উপায়, ভবার্ণবে ও পদ তরণি॥

যোগমায়ার সাধ, ভোজন বৃত্তান্ত।

গদ্য। জয়পুর নিবাসি জয়সিংহ নামক ভাগ্যধর নরবর নিশি যোগে নিদ্রাবস্থায় ছিলেন তাঁহার প্রতি দেবীর প্রত্যাদেশ হইল তোমার কন্যা মনোরমার সঙ্কটাপন্ন রোগ আরোগ্য জন্য আমার পূজা মানসিক করিয়া অদ্যাবধি ঋণ

পরিশোধ করিলে না এ কারণ আমাকে এ পর্য্যন্ত আসিতে হইল, যদ্যপি কন্যার হীত চিন্তা মানস থাকে তবে যে সমস্ত তোমার কন্যার বসন ভূষণ মাননা আছে নিশি অবসানে তাহাই লইয়া আমার কন্যা যোগমায়াকে পরাইলে. আমি সন্তুষ্টা হই, তাহার সাধনা হওয়াতে সর্ব্বদা আমাকে তিরস্কার করে ক্রমশঃ কালাতীত প্রায় বিলম্বে কিবল গঞ্জনা বৃদ্ধি হইতেছে, আমি তন্নিমিত্তে সদাই উৎকণ্ঠিতা আছি, স্বপ্ন ভঙ্গে ভূপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমিত কখন কোন দেব দেবীর পূজা মাননা করি নাই তবে এরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন কি জন্যে দর্শন করিলাম, কি জানি যদ্যাপি রাজ্ঞী করিয়া থাকেন, এবং বিধায়ে অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বীয় বামপার্শ্ববর্ত্তিনী রাণী ইন্দ্রাবতী যিনি রজনী অবসানে অবসর প্রাপ্তে বিচেতনা প্রায় নিদ্রাগতা ছিলেন, তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিয়া বারম্বার ডাকিতে২ নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে এক কালিন রাণী অতি ব্যস্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কেন২ মহারাজ কি নিমিত্তে এমন সময়ে আপনকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল জ্ঞান হয় কোন অসুখ বা হইয়া থাকিবে শীঘ্র পরিচয় প্রদানে দাসীর অন্তঃকরণের সন্দেহ ভঞ্জন করুন, ভূপতি কহিলেন, সে চিন্তা নিবারণ কর অন্য চিন্তা উপস্থিত, আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম ইহার কারণ কি তুমি কি কখন কোন স্থানে পূজা মাননা করিয়া অদ্যাবধি দেও নাই, রাজ্ঞী অমনি কান্দিতে২ কহিতে লাগিলেন মনোরমার বিবাহের জন্য যে সমস্ত বসন ভুষণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যৎকালীন কন্যার জীবনাশা পরিত্যাগ করা হইয়া ছিল কন্যা আরোগ্য হইলে কানন বাসিনী দেবী নিস্তারিণীকে অর্পণ করিয়া পূজা দিব মাননা করিয়া ছিলাম কন্যা আরোগ্য হওয়াতে সঙ্কা প্রযুক্ত আপনাকে জানাইতে পারি নাই কিজানি বহু মূল্যের বসন ভুষণ দেওনে আপনকার অভিপ্রায় হয় কি না হয়, নৃপতি শ্রবণ

মাত্রেই বিস্ময়াপন্ন শত তিরস্কার পূর্ব্বক রাজ্ঞীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইতে লাগিলেন, মেঘবর্ণা মুক্তকেশী অসীমুণ্ড ধারিণী কিবা অমর গণে পূজিতা অপরাজিতা স্থানে২ রক্ত জবা বিল্বপত্র সহিত রক্ত চন্দন অগৌর চন্দনাক্ত চরণ পঙ্কজে কোটি২ সুধাকর নখর পর বিরাজিত শঙ্কর হৃদয় বাসিনী মম হৃদয় পদ্মে আসিয়া দেখা দিলেন এবং আমাকে কহিলেন তোমার কন্যার আরোগ্য জন্য যে পূজা মাননা আছে রজনী প্রভাত মাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত করিবা আমার প্রিয়তমা দুহিতা যোগমায়ার সাধ অদ্যাবধি না হয়াতে আমি বিবাদ গণিতেছি তোমরা গিয়া সাধ পূরাইয়া সাধ দিলে আমার মনের সাধ পরিপূর্ণ হয় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মা আপনিই বা কে এবং যোগমায়াই বা কে, জননী কহিলেন রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেখানে গেলেই জানিতে পারিবে, এই কথা কহিয়া মা আমাকে বঞ্চনা করিয়া গিয়াছেন সেই অপরূপ রূপ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে অতএব অবিলম্বে সেখানে গমন করিবা। সতী পতির বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্না এবং সজল নয়না ব্যগ্রচিত্রে বহির্দেশে আসিয়া চন্দ্রবদনা চন্দ্র মণ্ডল নিরীক্ষণ করত ভূপতির নিকট আসিয়া কহিলেন। হে মহারাজ ব্রহ্মমূর্ত্তি সময় উপস্থিত হইয়াছে এই সময় ব্রহ্মময়ী দর্শনার্থে আপনি যাত্রা করুন। রাজা কহিলেন সামান্যেত যাওয়া হইবেনা, পুরঃসর পুরবাসিনী প্রভৃতি নিজ পরিবারস্থ কন্যাগণ সমভিব্যাহারে তুমি অগ্রগামিনী হও পশ্চাতে গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বজন বন্ধু বান্ধবগণ সহিত আমি অবিলম্বে যাইব। রাজ্ঞী অতি সত্বরা শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা ইত্যাদি স্মরণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া কিঙ্করীগণের দ্বারা প্রতিবাসিনীদিগের আহ্বানপূর্ব্বক নিজ পরিবারস্থ মনোরমা প্রভৃতি পুত্রী ও পুত্রবধূদ্বয় সমভিব্যাহারে সুসজ্জীভূতা হইয়া স্বর্ণ শিবিকা আরোহণপূর্ব্বক সকলে

অগ্রগামিনী হইলেন। শত২ দাস দাসী পশ্চাতে২ ধাবমান হইল। নৃপতি দেবী অর্চ্চনার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া শকট পরিপূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ কেহবা তুরঙ্গ কেহবা মাতঙ্গ আরোহণপূর্ব্বক সকলে চলিলেন। গুরু পুরোহিত ও প্রতিবাসি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ জানারোহণে যান এমত অভিপ্রায় জানাইতে ভূপতি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া যাহার যেরূপে গমন ইচ্ছা তাহাকে সেই রূপে প্রেরণ করিলেন। সর্ব্ব পশ্চাৎ স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রদ্বয় ও পারিসদ সমভি-ব্যাহারে ভূপতি অশ্ব আরোহণে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে নিস্তারিণী ধামে সকলেই উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী সর্ব্বাগ্রে কুলকন্যাগণ সমভিব্যাহারে গলদেশে অঞ্চল প্রদান করিয়া চঞ্চল হইয়া দেবী সন্নিধানে উপস্থিতা হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া চিত্র পুত্তলিকা ন্যায় চিত্তেশ্বরীকে নিরীক্ষণ করিতে২ চিত্রচকর চরণপঙ্কজে নিমগ্না হইল। যোগমায়া তৎকালীন দেবী মন্দির মার্জ্জনা করিতে নিযুক্তা ছিলেন, সমারোহ সন্দর্শনে নিকট গামিনী হইয়া আহ্বানপূর্ব্বক রাজ্ঞীকে আশুন২ কহিতে লাগিলেন। এবং যোগমায়া রূপ লাবণ্য এবং উদর স্ফীতা দরশন করাতে রাজ্ঞী মনে২ স্থির করিলেন যে এই কন্যা দেবীকন্যা তাহার সন্দেহ নাই। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা তুমি কে ও যোগমায়া কার নাম" যোগমায়া কহিলেন, আমি এই সর্ব্বনাশীর দাসী, বারম্বার আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তথাপি আমি দাস্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি নাই আমার নাম যোগমায়া রাণী সুধাংশু বদনের বাণী শ্রবণ মাত্রে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞানে শত২ ধন্যবাদপূর্ব্বক দেবী কন্যাকে দেবী জ্ঞানে চরণ প্রান্তে পতিতা হইয়া চরণ রেণু পঙ্কজ করে লইয়া আপন মস্তকে ধারণ করিলেন। এবং

কন্যা ও পুত্রবধূদ্বয়ের মস্তকে দিতে লাগিলেন, এমতকালীন ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হইয়া গললগ্নীকৃত বাসে দেবীর মন্দিরের দ্বারোপরে অষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক যোড় করে সম্মুখে দাণ্ডাইয়া নিরোদবরণী নিরীক্ষণ করিতে২ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজমোহিনী সেই সময় ভঙ্গীক্রমে পতিকে জানাইলেন যে "এই মা সেই মা" ভূপতি শ্রবণ মাত্রেই নিকটাবর্ত্তি হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন "মা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে আমার এপর্য্যন্ত আসা হইয়াছে অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুণ" লজ্জারূপা শ্রবণ মাত্রেই লজ্জিতা হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, রাজ্ঞী বহু যত্নে বহু বিনয়ে স্বীয় কন্যার ন্যায় ক্রোড়ে লইয়া ভূপতির নিকট দণ্ডায়মানা হওয়াতে ভূপতি যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যেন সাক্ষাতে যোগমায়া মায়া প্রকাশিতে মর্ত্ত্য লোকে মানবী দেহ ধারণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ দেবী বাক্য অন্তঃকরণে যত উদয় হয় ততই ভক্তির উদয় বাড়িতে লাগিল। রাণীর প্রতি যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তোমাদিগের কোথাহইতে এবং কি নিমিত্তে এস্থানে আগমন, বোধ করি পূজা মানসিক থাকিতে পারে। রাজ্ঞী কহিলেন উপলক্ষ পূজা মাত্র বিশেষ প্রয়োজন তোমার জননীর আজ্ঞানুসারে তোমার সন্নিধানে আসিয়াছি। যোগমায়া নিজালয়ে তৎকথা শ্রবণে আহ্লাদে পরিপূর্ণা হইয়া রাণী প্রভৃতি সকল কুলকন্যাগণকে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক নিজ পরিচয় দিতে লাগিলেন, নৃপতি ব্যস্ত হইয়া একাকী ঐ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া রাণীকে ইঙ্গীত দ্বারায় কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে কহিলেন এবং পরিচয় প্রাপ্তে সবিনয়ে যোগমায়াকে কহিলেন, মা আমি তোমার দাসানুদাস আমার সহিত কথোপকথনে হানি কি। এইরূপ বিনয়পূর্ব্বক রাজা অন্তপুর মধ্যে থাকিয়া বিশেষ পরিচয়

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।যোগমায়া অতি মৃদু বচনে সজলনয়নে পরিচয় দানে প্রবর্ত্ত হইলেন আমাত্যবর্গেরা দেবীর আলয়ে কোলাহল করিতে লাগিল। পরে পরিচয় প্রাপ্তে মহারাজ যোগমায়াকে কহিলেন, মা সাধের দ্রব্যাদি সমস্তই আমাদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছে, আপনি এই সকল গ্রহণ পূর্ব্বক ভোগের আয়োজনে সত্তর হন আমাদিগের সকলকার প্রসাদ পাইবার মানস আছে ও আপনকার পূজারি ব্রাহ্মণকে পূজায় নিযুক্ত করুণ। যোগমায়া কহিলেন আমার মা আমার হস্তে ভিন্ন অন্য হস্তে খাননা। রাজা কহিলেন মা, মা তোমাকেই চিনিয়াছেন এবং তুমিই মাকে চিনিয়াছ, এক্ষণে যেমত কর্ত্তব্য তাহা আপনি বিধান করুণ, যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হয় তাহা আপনি আজ্ঞা করুণ, রাণীকে কহিলেন মায়ের নিকটে দ্রব্যাদি আনয়ণ কর, রাণী ক্রমে তাহাই করিতে প্রবর্ত্ত হইলে যোগমায়া আপনি মন্দির মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া দ্রব্যাদি রাখিতে লাগিল সর্ব্বশেষে বস্ত্র আভরণ নিরীক্ষণ করিয়া কন্যা এককালীন দেবীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।এবং ঐ সকল দ্রব্যাদি দেবীর মন্দিরে প্রস্তুত করিয়া রাজ-পুরোহিতকে নিযুক্ত করিলেন। এবং পাচক পাচিকাগণকে ভোগ প্রস্তুত করিয়া দেবীর সাক্ষাতে উপস্থিত করিল এবং কুল কন্যাগণ ও মনোরমা সমভিব্যাহারে রাণী চামর ব্যাজন করিতে লাগিলেন।যোগমায়া মহামায়ার সম্মুখে বসিয়া দ্রব্যাদি নিবেদন করিলেন তদ্দর্শনে সকলে এককালীন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া যোগমায়াকে শত২ ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। পরে রাজ মহীষি যথা বিধি ব্যবস্থানুসারে ঐ সকল বসন ভূষণে যোগমায়াকে ভূষিতা করিয়া দেবীর সম্মুখে সাধ দিয়া কুলোকন্যাগণের অঞ্চলে প্রসাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং মহারাজা গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও আমাত্যগণ লইয়া এককালীন মহা সমারোহ

পূর্ব্বক ভোজন করাইতে লাগিলেন, ও গীত বাদ্যোদম হইতে লাগিল সর্ব্ব শেষে রাজা ও রাজমোহিষী দেবীর নিবেদিত যোগমায়ার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ প্রাপ্তে আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া দক্ষিণার স্বরূপ শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া নিস্তারিণী ও যোগমায়ার নিকটে প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় হইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন যোগমায়া নিস্তারিণীর কৃপায় এককালীন স্বর্ণময়ী হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। চাঁপার তদ্দর্শনে গাত্রে হিংসানলে দাহ হইতে লাগিল॥

যোগমায়ার পুত্র প্রসব হওন।

একে পতি বিচ্ছেদে অতি কাতরা ক্রমে প্রসবকাল নিকটাগত হওয়াতে যোগমায়ার বিষে বিষাদ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি এ দায়ে কি রূপে উদ্ধার হইব, একেত নিবীড় কানন তাহাতে স্বজন বন্ধু বান্ধব অথবা প্রতি বাসিনী কেহ মাত্রেই নাই সময়ানুসারে কাহাকেই বা ডাকিব কে বা আসিয়া রক্ষা করিবে, যে দুরাত্মা দাসী নিকটে আছেন ইনি তো কালভুজঙ্গিণী কাল তিতিক্ষায় আছেন কাল প্রাপ্তে হিংসা করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, এই রূপে সর্ব্বদা সচিন্তিতা সকার্য্য সাধন জন্য দাসীর তোসামদ না করিলে নয় এই জন্যে করিয়া থাকেন তথাপি সে পাপীয়সী দাসী সভাব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না কোন কার্য্যের ভারার্পণ করিলে তাচ্ছল্য ভিন্ন বাৎসল্য ভাবের প্রতিক্রম সন্দর্শন না করাইয়া কথায়২ কলহ বৃদ্ধি করে। ধাত্রী অনুসন্ধানার্থে যাইতে কহিলে ইতোস্তত ভ্রমণ করিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক আসিয়া কহে এ দেশে ধাত্রী অসম্ভাব স্থানান্তর হইতে আনিতে গেলে বহু অর্থ ব্যয় অপিক্ষা করে কখন বা কহে এক জনাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি ইতি মধ্যেই আসিবে, কুলীত স্বয়ং যাওনে সক্ষম নন সুতরাং দাসীর বাক্যে

নির্ভয় করিয়া আপনার চেষ্টা আপনি করিয়া থাকেন ক্রমশঃ যথাকাল উপস্থিত হওয়াতে কষ্ট বেদনা স্পষ্ট দেখা দেওয়াতে কন্যা এক কালে ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল, দাসী তদ্দর্শনে মনে২ আশা করিতে লাগিল যদ্যপি এই উপলক্ষে কোন দুর্ঘট ঘটনা ঘটে সময় পাইয়া তিনি তো সরে গেলেন, কন্যা অমনি কান্দিতে কান্দিতে বিশ্বপালিনী নিস্তারিণীর নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র তিনি স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছানুসারে তৎক্ষণাৎ এক জন প্রবীণা ধাত্রীদেবী দর্শনার্থে উপস্থিতা হইয়া থাকিবার স্থানাভাব জন্য যোগমায়ার আলয়ে উপস্থিতা হইয়া কন্যার দুরাবস্থা দর্শনে অতি কাতরা হইয়া অতি ব্যস্তা ব্যবস্থানুযায়িক কার্য্য করিবামাত্রেই কষ্ট বেদনা নিবারণ হইয়া এক দ্রব্য চন্দ্রাকৃত বালক ভূমিষ্ঠ হইল তন্মুখাবলোকনে যোগমায়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হইয়া ধাত্রীকে শত২ ধন্যবাদ করিতে লাগিল ধাত্রী বিনা বেতনে বালকের নাড়িচ্ছেদ প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া স্বীয় কন্যার ন্যায় দেবীকন্যাকে বহ্নি সেবন করাইতে লাগিল পাপীয়সী দাসীর তদ্দর্শনে যেন বক্ষে বজ্রাঘাত পতিত হইল, এবং ধাত্রীকে উৎতেক্ত্যা করিয়া বিদায় করণের উপায় করিতে লাগিল সে তো সামান্য ধাত্রী নয়, দাসীর বাক্যে বিরক্তা না হইয়া কন্যার সেবার বিহিত চেষ্টায় নিয়মিতকাল নিশি জাগরণ করিতে লাগিল॥

সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক দাসীর পলায়ণ এবং
রাজদূত কর্ত্তৃক ধৃত হওন।

যোগমায়ার সুখাবলোকনে চাঁপার দুখের পরিসীমা নাই মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল ছোঁড়াটা মানুষ হইলেই

ঝুঁড়ির দুঃখ ঘুচিবে ভবিষ্যতে আমার উপায় কি অনায়াসে তাড়ালেই তাড়াতে পারিবে, যে কালপর্য্যন্ত দাস্তকর্ম্ম করি-য়েছি-বেতন হইলে সুন্দর দশ টাকা হাতে থাকিত তা হলে আজ আমার মুয়াড়া নেয় কে যার আসা ভরসা করিতাম সে তো নৈরাশা করিয়া চলে গেল পুনর্ব্বার আমার আশা নাই ক্রমে সে দুর্দ্দশা বাড়িবে এক্ষণে আপনার চেষ্টা আপনি না করিলে পরে আর পশ্চাতে হইবে পরের সুখ দেখিলে আমার কি লভ্য এইরূপ অন্তরে চিন্তা করিতে২ প্রবল রিপু লোভ আক্রমণ করাতে এক কালীন ধর্ম্মপথে কণ্টক পড়িল অমনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্যাদি রক্ষা করিতেছিল তাহা অপহরণপূর্ব্বক আস্তে ব্যস্তে পলায়ন করিল, তৎকালীন যোগমায়া ধাত্রী সহ সুতিকা গারে বিচেতনা প্রায় নিদ্রাগতা ছিল কিছু মাত্রেই জানিতে পারে নাই বিশেষে পুরাতন দাসী বিশ্বাসী পাত্র জানিয়া ধনাগারে রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি যে সর্ব্বগ্রাস করিয়া প্রস্থান করিবেন তাহা মনের অগোচর কিরূপে সন্দেহ হইতে পারে, তদন্তর ঐ বিশ্বাস ঘাতিনী গহণপথে গমন করিয়া নিশি মধ্যেই অনেক দূর যাইতেং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল কি জানি যদ্যপি ধরা যাই এই আশঙ্কায় অতি দ্রুত-গতি যাইতে ছিল এমত কালীন নিস্তারিণীর ইচ্ছানুসারে এক জনা রাজপ্রহরীর সম্মুখে পতিত হওয়াতে সে জিজ্ঞাসা করিল কে মাগী তুই, কোথা হইতে আসিতেছিস কোথায় বা যাইবি তোর মস্তকে গাঁঠরির ভিতর কি আছে দেখাইতে হইবে শ্রবণ মাত্রেই দাসীর চক্ষু স্থির বাক্যের জড়তা কি বলিবে ঠিকানা পায় না রাজভৃত্য অতি ধূর্ত্ত আভাবে অভিপ্রায় বুঝিয়া জবরদস্তি করিয়া স্বহস্তে গাঁঠরি খুলিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি দেখিবা মাত্রেই এককালীন আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সেই অপহারিণীকে বন্ধনপূর্ব্বক মহারাণী হেমাঙ্গিনী

অর্থাৎ যোগমায়ার সপত্নীর নিকটে আনয়ন করিল, রাজ্ঞী অপহারিণীকে দৃষ্ট মাত্রেই জিজ্ঞাসা করিলেন এ সমস্ত বসন ভূষণ তুই কোথায় পাইলি তুই বা কে সত্য করে না বলিলে তোর প্রাণ দণ্ড করিব, শ্রবণ মাত্রেই বাছার গা জল, অমনি কান্দিতে২ রাণীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল মা আমি যোগমায়া ব্রাহ্মণীর দাসী তস্করে তাহার গৃহ মধ্যে সিঁদ কাটিয়া এই সকল দ্রব্যাদি অপহরণপূর্ব্বক পলায়ণ করিতে ছিল আমি বহুকালাবধি তাহাদিগের নেমক খাইয়া থাকি তাহা জানিতে পারিয়া চোরের পশ্চাৎগামিনী হইয়া ছিলাম ধরা যাইবার ভয়ে চোর দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য পথে পলায়ন করিল আমি ঐ সকল কুড়ায়া লইয়া যাহার ধন তাহাকেই দিতে যাইতে ছিলাম এমত কালীন তোমার দূত চোরের মাল বলিয়া অর্দ্ধেক হিস্যা চাহিল, পরের জিনিস অপরকে দেওনে রাজী না হওয়াতে বলাৎকার পূর্ব্বক আমাকে চোর বলিয়া বন্ধন করিয়া আনিল অতএব আপনি ধর্ম্ম রক্ষিকা যথার্থ বিচার করিয়া দূতের প্রতি শাসন করিয়া এ দিন দন্যা দাসীকে খালাস দিতে আজ্ঞা করুণ, রাণী অপহারিণীর বাক্যে নিতান্ত বিশ্বাস না করিয়া দ্রব্যাদি ফর্দ্দজাত করিয়া রাখিয়া অপহারিণীকে করাগারে রাখিলেন এবং বাদিনীর প্রতি তলব আজ্ঞা করিলেন।

মনঃদুখে যোগমায়ার অরণ্যে গমন।

সর্ব্বরী অবসানে বিভাবরী আগত সময়ে বহ্নি সেবনার্থে যোগমায়ার আদেশানুসারে ধাত্রী চাঁপা চাঁপা বলিয়া বারম্বার ডাকাতে তদুত্তর অপ্রাপ্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগ্ন সিন্দুক ইত্যাদি দর্শন করিয়া তৎ বৃত্তান্ত যোগমায়ার নিকট কহিল। কন্যা শ্রবণ মাত্রেই এককালীন অতি ব্যস্তা হাহাকারধ্বনি পূর্ব্বক সুতিকাগার পরিত্যাগ করত শয়নাগারে

গমন করিয়া ঐ রূপ দূরাবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে বসন ভূষণ ইত্যাদি নগদ সম্পত্তি যে যে স্থানে বর্ত্ত ছিল তাহার কিছু মাত্রেই নাই। তদ্দর্শনে চীৎকারধ্বনি পূর্ব্বক রোদন করিতে২ ইতঃস্তত অন্বেষণ করতঃ দাসীর অনুসন্ধান না পাওয়াতে মনে২ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য কপাল জগৎসংসার মধ্যে আহা বলে এমন কেহ মাত্রেই রহিল না বাল্য কালাবধি মাতৃহীনা পিতাও স্বর্গালয়ে গমন করিয়াছেন, দেবী আরাধনা করিয়া যদি বা বহুকষ্টে মনোনীত পতি প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম তিনিও বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। জীবিত আছেন কি না আছেন তাহার নিশ্চয় নাই। কেবল দেবী বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আশা-বৃক্ষ অন্তরে রোপণ করিয়া নেত্র নীর সিঞ্চন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া দাসী উপলক্ষে অরণ্য মধ্যে একাকিনী অনাথিনী ন্যায় কালযাপনা করিতে ছিলাম। সে সর্ব্বনাশীও আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল। এক্ষণে আর এখানে কি রূপে বসবাস করিব, দেবী আরাধনার ফলত বারম্বার পাইতেছি রাজদত্ত বহু মূল্যের আভরণ আমার ভাগ্যক্রমে ভোগ হইল না একবারে লক্ষ্মীছাড়া হইলাম, জলপাত্র ভোজনপাত্র ইত্যাদি কিছু মাত্রই রহিল না, পরেই বা কি দশা ঘটে তাহাও বলা যায় না, আমার ভাগ্যে ছেলেটী যে রক্ষা পায় তাহাও বোধ হয় না, যাহা হউক এরূপ মনস্তাপ পাওয়া অপেক্ষা বালকটীকে বিতরণ করিয়া আত্মঘাতিনী হইয়া জীবন পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অন্য যন্ত্রণা পাইতে হইবে না, তবে যে মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত সে তো এড়াবার নয় দেহ ধারণ মাত্রেই একবার ভুগিতে হইবে তবে কিঞ্চিৎ অগ্রে পশ্চাৎ মাত্র এই যুক্তি সুযুক্তি জ্ঞান করিয়া কন্যা ধাত্রীকে বাক্য দ্বারায় সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিল, অর্দ্ধ পাওয়া দুরে থাক্ আপনার

তালয়২ আলয়ে যাওয়া উত্তম, তৎকালীন ধাত্রীর পক্ষে লক্ষ লাভ তিনিতো সস্থানে গমন করুণ, তদন্তর যোগমায়া সুদ্য জাত বালকটী বক্ষে এবং জীর্ণ বস্ত্রাদি কক্ষে রোদন করিতে২ দেবী সম্মুখে দণ্ডায়মানা সকাতরে কহিতে লাগিল, মা গো আমি তো পদে২ তব পদে অপরাধ করিয়া ছিলাম, তাহার প্রতিফল বারম্বার যেমত পাইতে-হয় তাহা হইয়াছে, এক্ষণে আর ভার দিব না আমার প্রাণাধিক বালকটী যাতে প্রতি-পালন এবং দীর্ঘজীবি হয় তাহা কর, আমার অন্তিমকাল অতি নিকট আত্মঘাতিনী হওন জন্য কাল সদনে কোন কষ্ট পাইতে হইলে তোমার নামে কলঙ্ক হইবে ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম তারা বুঝিতে পারা অসাধ্য জীব যদ্যপি স্বকর্ম্মের ফল ভোগিই হয় তা হইলে তো শিব মিথ্যাবাদী বলিতে হইবেক যেহেতুক দুর্গা নাম মাহাত্ম্যে এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ আছে যথা।

করা বিভর্ত্তিরিরক্ত পক্ষেনী চক্ষুর্মোরিব দুর্গাস্তৃদ
ভাসিনাং নৃনাং দুর্গা দুর্গ ভয়ে তথা।

যাদৃশ করয়ে কর শরীর রক্ষণ। তাদৃশ চক্ষের পাতা রাখয়ে নয়ন॥ বিপদ সময়ে যদি দুর্গা নাম লয়। নামের মাহাত্ম্য ফলে তরিবে নিশ্চয়॥

এইরূপ করুণা-বাক্য কহিতে কহিতে বিপ্র বালিকা কালীকা সম্মুখে সজলনয়না ভূতলে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় হইয়া কান্দিতে২ অরণ্যেপথে গমন করিল, কিয়দ্দুর যাইতে২ প্রচণ্ড তপন তাপে তাপিতা হইয়া দেবীকন্যা বৃক্ষমূলে বসিয়া মা মা শব্দ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে২ নেত্র নীরে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিল, বালকটির মাতৃরোদন শুনিয়া রোদন বৃদ্ধি হইল।

নন্দিনী রক্ষার্থে দক্ষ নন্দিনীর গমন, এবং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান।

হেথায় যোগমায়ার দুরাবস্থা দর্শনে এবং আক্ষেপ উক্তি শ্রবণে বিশ্বপালিনী জগত জননী এককালীন অতি ব্যস্তা, বৎস্য হারা গাভির ন্যায় পশ্চাৎ২ ধাবমানা হইলেন। আমরি কিবা ইবা ছদ্মবেশ ধারিণী হেমাঙ্গিণী নিবীড় নিতম্বিনী পঙ্কজ নয়না সুচারু বদনা কুঞ্জর গমনা দীর্ঘকেশী ললাটে সিন্দুর বিন্দু দেদীপ্তমানা নাসাগ্রে গজমতি আন্দলিত মুণ্ডমালিনী মুক্তাহার ধারিণী মণি মুক্তা প্রবালাদি স্বর্ণাভরণে সুসর্জ্জিভূতা অমরগণ সেবিত পাদপদ্ম পদ্মত্রাণে অলিকুল ব্যাকুল হইয়া মকরন্দ পানে পতিত হইতেছে গিরি বালীকা কালীকা বিপ্র বালীকা মূর্ত্তি ধারণে ঋষি বালীকা পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁ বাছা তুমি এ সদ্য জাত বালক ক্রোড়ে একাকিনী কোথায় গমন করিতেছ এ নিবীড় কানন মধ্যে কত শত ভয়ানক হিংকস্র পশু অহরহ গমনাগমন করিয়া থাকে দৃষ্ট মাত্রেই ভক্ষণ করিবে তোমার কি অন্তঃকরণ মধ্যে কিছু মাত্রেই শঙ্ক হইল না ভদ্র কন্যা কি জন্য অরণ্যে আসিয়াছ যথার্থ বল। যোগমায়া দেবী রূপলাবণ্য দর্শন করিবামাত্রে বিস্ময়াপন্না মনে২ করিতে লাগিলেন এমন তো সুন্দরী জন্মাবধি দেখি নাই, কে ইনি, দেব কন্যা মানব কন্যা কি যক্ষ কন্যা কিম্বা অরণ্যেয় আধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছেন যাহা হউক ইহার সঙ্গ ছাড়া হইবে না সম্বোধনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল মা আমি অতি দন্যা বিপ্র কন্যা ত্রিসংসার মধ্যে আমার কেহ মাত্রেই নাই, দাসী উপলক্ষে অরণ্যে বনবাস করিতে ছিলাম সে সর্ব্বনাশী সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে এক্ষণে গ্রাসাচ্ছাদন রহিতা মনের দুঃখে অরণ্যে আসিয়াছি জীবন পতন হওয়া আমার

পক্ষে সৌভাগ্য। দেবী শ্রবণ মাত্রেই কহিলেন সেটের বাছা হাতের নুয়া খয়খাগ পাকা চুলে সিন্দুর পর সে জন্ম থাকি-লেই হয় যে, সোণার চাঁদ তোমার কোলে এটী ভাল থাকি-লেই সকল সুখ, জীবন ধারণে চিরদিন সমান যায় না সুখ দুঃখ সকলকারি আছে তা বলে কি জীবনের প্রতি অবিজ্ঞা করিতে হয়। যোগমায়া কহিল তাই বা কই তিনিও আছেন না আছেন সন্দেহ, আমাকে গর্ভবতী বনবাসে রাখিয়া স্থানা-ন্তরে গমন করিয়াছেন অদ্যাবধি ভাল মন্দ সংবাদ নাই। তদন্তর যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল মা আপনি কে বটেন কি নিমিত্তে একাকিনী অরণ্যে আসিয়াছেন আপনকারতো জীব-নের প্রতি যত্ন দেখি না। দেবী কহিলেন বাছা আমার কি দুঃখ আছে আমার দুঃখ শ্রবণ করিলে তোমার দুঃখ সামান্য জ্ঞান হইবে। পতি স্বপত্নীর বশিভুত হওয়াতে মনের দুঃখে অরণ্যে বাস করিতেছি জীবন রক্ষার্থে সর্ব্বত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকি সম্প্রতি দিবা অবসন্ন অধিক দুর যাইতে হইবে বিলম্ব করিতে পারি না যোগমায়া কহিল মা আমি আপন-কার শরণাগতা অদ্য আপনকার আশ্রমে অনুগ্রহ করিয়া যদ্যপি থাকিতে স্থান দেন তা হইলে বালকটী রক্ষা পায় দেবীর তাহাতে অনুমতি হওয়াতে কন্যা আহ্লাদিতা হইয়া নিজ বৃত্তান্ত বিস্তারিত কহিতে২ চলিল কিয়দ্দুর যাইতে যাইতে সাক্ষুধারুপিণী দরশনে এক কালীন ক্ষুধায় কাতরা হইয়া কহিল মা আমার তো প্রাণ যায় গমনাশক্ত উপায় কি, দেবী শ্রবণ মাত্রেই চঞ্চল হইয়া অঞ্চল হইতে এক ফল বা-হির করিয়া কন্যার হস্তে অর্পণ করিলেন তাহা স্পর্শমাত্রেই একেকালীন ক্ষুধা পিপাশা নিবারণ হওয়াতে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ মা এটি কি ফল ইহার নাম ও গুণ বলিতে হইবেক। দেবী কহিলেন বৎসে ইহার নাম চতুর্ব্বর্গের ফল ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত মাত্রেই লভ্য হয় আর জন্মের ক্ষুধা

পিপাসা নিবারণ করে এই ফলের গুণে তুমি পতি প্রাপ্তে অতি ভালবাসা হইয়া পরম সুখে কালযাপনা করিবে যোগমায়া কহিল এ ফলত জননী আপনকার নিকট ছিল তবে আপনকার এ রূপ দুরাবস্থা কি জন্যে ঘটনা হইল পিতার ভালবাসা না হইলেন কেন, দেবী শ্রবণমাত্রেই লজ্জিতা হাস্য করিয়া কহিলেন বাছা তাহার কারণ আমি নিস্কামি ফলাফল রহিতা এ ফলে আমার কার্য্য সফল হয় না আমি যাহাকে অর্পণ করি তাহারি উপকার দর্শায় যাদৃশ সর্প বিদ্যা গুরুদত্তা না হইলে গৃহীতার উপকার হয় না ইহার বিশেষ গুণ আমার পতি ভিন্ন অন্য কেহ বিস্তারিত কহিতে সক্ষম নন, বোধ করি তোমার পতিও কতক২ কহিতে পারেন অবশ্য২ তাহাকে দেখাইবে যোগমায়া শ্রবণ মাত্রেই বিস্ময়াপন্না আত্যান্তিক ভক্তি পূর্ব্বক অঞ্চলে বন্ধন করিয়া লইলেন তদন্তর কিয়ৎদূর যাইতে২ ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছানুসারে পথি মধ্যে এক দিব্য কুঠির নির্ম্মাণ হইল কন্যা সহ দেবী তথায় প্রবেশ করিয়া নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করাইয়া কন্যাকে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিলেন যোগমায়ার পথশ্রান্তের ক্লান্ত দূর হওয়াতে বিচেতনা প্রায় অঘোর নিদ্রাবস্থায় রহিলেন।

দেবী কর্ত্তৃক যোগমায়ার বৈশ্যালয়ে গমন।

ইত্যাবসরে দেবী নন্দীকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, অদ্যই নিশি মধ্যে পালঙ্ক সহিত কন্যাকে মস্তকে ধারণ করিয়া কাশ্মীর নগরে চিত্রসেন বৈশ্যার অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া আইস, শ্রবণ মাত্রেই নন্দী লইয়া চলিল, তৎকালিন বৈশ্য ও বৈশ্য পত্নী নিদ্রাবস্থায় ছিল দেবী স্বয়ং অগ্রগামিনী হইয়া বৈশ্য পত্নীকে স্বপ্নে কহিলেন, যে কন্যা বালক ক্রোড়ে তোমার অন্তঃপুরে আসিয়াছেন উহাকে সমাদর পূর্ব্বক গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিলে শ্রীবৃদ্ধি হওনের

উত্তম সম্ভাবনা, বৈশ্য পত্নী আশ্চর্য্য স্বপ্ন রাত্রি শেষে নিরীক্ষণ করত বিস্ময়াপন্না হইয়া ব্যস্ত সমস্ত বহির্দ্দেশে আসিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাতে ও স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এবং দেবীকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে স্বীয় পতিকে গাত্রত্থান করাইয়ে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিস্তারিত জ্ঞাত করিল শ্রবণমাত্রেই বৈশ্যের লোমাঞ্চ হওত বহির্দ্দেশে আসিয়া দেখিল পদ্মিনী কন্যা বালক ক্রোড়ে নিদ্রাবস্থায় আছেন, বৈশ্য মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল এ কি আশ্চর্য্য এমনতো অসম্ভব জন্মাবধি দেখি নাই এবং শুনি নাই বাটীর দ্বার মাত্রেই আবদ্ধ শূন্যমার্গে স্বর্ণলতা কি প্রকারে আইল এ কন্যা দেবী কন্যা তাহার সন্দেহ নাই, পতি পত্নী উভয়ে পালঙ্কের নিকটে বসিয়া রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং কন্যার নিদ্রা ভঙ্গ করাইতে পতি রমণীকে নিষেধ করিল, আরো কহিল লোক জনরব করণের আবশ্যক নাই গুরুকন্যা বলিয়া রাষ্ট করাই কর্ত্তব্য, ক্রমশঃ সর্ব্বরী অবসন্ন. বালকটীর নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে ক্ষুধার উদ্বেগে রোদন করিতে লাগিল, কন্যা ও বালকের কান্না শুনিয়া নিদ্রার ঘোরে স্তনপান করাইতে লাগিল, তদন্তর বিভাবরী সুপ্রকাশে কন্যার নিদ্রা ভঙ্গ হওযাতে চমৎকার জ্ঞান হইল, মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন এ আবার কোন স্থান এরাই বা কে, কেই বা এখানে আনিল তিনিই বা কোথা সে অরণ্যই বা কৈ, সে কুঠির তো এ নয়, কেইবা আমাকে হরণ করিল, এত দিনে ধর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখে বৈশ্য পত্নী নিরীক্ষণ করত কন্যা সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল হেথা আপনারা কে কি নিমিত্তে হরণ করিয়া আনিয়াছ বৈশ্যপত্নী কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহাতে কন্যার ভ্রান্তি দূর হওত নিশ্চয় জানিল নিস্তারিণীর খেলা, তিনিই সঙ্গিনী হইয়া রক্ষা করিয়া নিশি মধ্যে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন অদ্যাবধি স্বপ্র-

সন্না আছেন তবে আমার আর কি ভাবনা দেবী বাক্য কখ-
নই অন্যথা হইবার নয়, অবিলম্বে পতি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।
এইরূপ-আশা-বৃক্ষ অন্তরে রোপণ করাতে উদ্বেগের শান্তি
হইল, যোগমায়া পরম সুখে বৈশ্যালয়ে কিছুকাল কাল যাপনা
করুণ, তাহারাও গুরুকন্যার ন্যায় ভক্তি পূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা
ও বালকের লালনপালন করিতে লাগিল। সতী পতি
প্রাপ্ত অভিলাষিনী হইয়া সর্ব্বদা নিস্তারিণীর আরাধনায়
নিযুক্ত রহিলেন॥

যোগমায়ার সহিত নিবারণের সন্দর্শন।

পয়ার। এক দিন বৈকালে সেবনে সমীরণ। তুরঙ্গ
বাহনে গিয়াছিল নিবারণ॥ ষোড়শী রূপসী বালা বালাখানা
পরে। দূরে হতে যুবরাজ নিরীক্ষণ করে॥ আপনার ভার্য্যা
বলে নাহি হয় জ্ঞান। অপর সুন্দরী কন্যা করে অনুমান॥
পরস্পরে পড়ে গেল কটাক্ষের শরে। উভয়ে দাড়ায়ে রয়
কার সাধ্য সরে॥ অপরূপ রূপ হেরে ঋষির তনয়। অন্তরে
মদনবাণ হানিল প্রলয়॥ অবলা সরলা জাতি স্বভাব যেমন।
অগ্রেতে দেখায়ে আস্য করে আচ্ছাদন॥ নয়নে নয়ন যেই
হয় পরস্পরে। অনিমিষে যোগমায়া নিরীক্ষণ করে॥ আস্যের
উপরে আস্য দেখা গেল বেশ। নিশ্চয় চিনিতে নারে দেখে
রাজবেশ॥ বসনে বদন ঢেকে দাড়ায়ে যুবতী। ছাতের
উপরে থেকে দেখে নিজ পতি॥ বস্ত্র আচ্ছাদনে মুখ রমণীর
ছিল। সেই হেতু নিবারণ চিনিতে নারিল॥ তথাপি আশ্চর্য্য
দেখ দৈবের ঘটন। উভয়েতে অতঃপর হইল উচাটন॥ রমণী
রহিল ছাতে পতি অশ্বপরে। ভালমতে নিরীক্ষণ পরস্পরে
করে॥ হৃদয়েতে জ্বলিছে জ্বলন্ত হুতাসন। পরস্পরে ভাবে
কিসে হইবে মিলন॥ করে নিরীক্ষণ করে আলতা নিশানি।
হেনকালে বাটীহইতে আইসে নাপ্তিনী॥ সমাদরে তাহারে

জিজ্ঞাসে বিবরণ। কোথা হইতে এসে তুমি কোথায় গমন॥ ভাগ্যবানে যদি কথা কয় কার সনে। অভাগা হইলে অতি ভাগ্য করে মানে॥ কৃতার্থ হইল মাগী শুনিয়া বচন। কৃতাঞ্জলি হয়ে কাছে কয় বিবরণ॥ যোগমায়া দেখে তাহা উপর হইতে। চঞ্চলা হইল চিত্ত সে কথা শুনিতে॥ ঠমক ঠামক দেখে শুনিয়ে বচন। মনে২ ভাবে হবে স্বকার্য্য সাধন॥ ব্যস্ত হয়ে নিবারণ যায় সঙ্গে২। হেসে২ নাপ্তিনী কয় কথা রঙ্গে॥ কুঁড়ের দ্বারেতে গিয়া বাহ্বিলেন হয়। মনে২ ভাবে মাগী একি ভাগ্যোদয়॥ বসিতে আসন দেয় অতি ব্যস্ত হয়ে। চরণ পুছায়ে দেয় অঞ্চলেতে লয়ে॥ রেকাবে গোলাপি পেড়া তাম্বুল সহিত। আনি সুবাসিত বারি গেলাশে পূর্ণিত॥ সম্মুখে রাখিয়ে সব সবিনয়ে কয়। অধীনেরে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়॥ স্বকার্য্য সফল জন্য ভাবিয়ে রাজন। কিঞ্চিৎ লইয়ে তার করিল ভোজন॥ আনিয়ে নূতন হুক্কা ফিরাইবে জল। হস্তেতে তুলিয়ে দেয় পাকাইয়ে নল॥ বুঝিতে না পারে মাগী আসার আশয়। নিকটে বসিয়ে হেসে হেসে কথা কয়॥ নষ্টের সভাব কিছু নাহি ভয় লজ্জা। ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়ে করে শয্যা সজ্জা॥ অবাক হইয়ে শিশু মনে২ হাসে। কে আর এখানে আছে মাগীরে জিজ্ঞাসে॥ চতুরা নাপ্তিনী কহে চাতুরীর ছলে। কার সাধ্য আসে হেথা কোন কথা বলে॥ পরেতে নিলজ্জ মাগী করে নিবেদন। গৃহেতে আসিয়া উঠে করুণ শয়ন॥ দেখে যে মাগীর আর বিলম্ব না সয়। মাতৃ সম্বোধনে কথা নিবারণ কয়॥ বাঁছা ধন সম্বোধন করিয়ে নাপ্তিনী। একেবারে হন যেন তিনি নন তিনি॥ পাকিট হইতে এক স্বর্ণমুদ্রা লয়ে। নিবারণ বলে মাসী শুন দে আসিয়ে॥ অগ্রেতে ভুলায় মন হাতে দিয়া ধন। পশ্চাতে বিস্তার করে কন বিবরণ॥ ছাতের উপরে এই দেখে এলাম যারে। মিলাইয়ে দিতে মোরে পার যদি তারে॥ পাইবে

অনেক অর্থ শুনহ নিশ্চয়। ত্বরায় করহ চেষ্টা বিলম্ব না সয়॥ কষ্টের বিষয় জানি বুঝা অতি দায়। মৌখিক মিলিয়ে উঠে পুলোকিত কায়॥ বড় ঘরে জন্ম তার থাকে বড় ঘরে। কার সাধ্য কবে কথা মরিবার তরে॥ কার ঘাড়ে দুটা মাথা আছে বাছাধন। কে সেখানে গিয়ে কহে এমন বচন॥ নিবারণ বলে মাসী ভাবনা কি তায়। অর্থ ব্যয়ে শার্দ্দুলের দুগ্ধ পাওয়া যায়॥ বিশেষে রমণী জাতি অর্থের প্রয়াসী। বস্ত্র আভরণ দিয়ে তুষিব রূপসী॥ চেষ্টার অসাধ্য মাসী আছে কি সংসারে। তার সাক্ষি সীতা সতী দশানন হরে॥ তোমারে করিব তুষ্ট দিয়ে বহু ধন। বিলম্ব করোনা চেষ্টা কর গে এখন॥ অর্থের পাইয়ে লোভ কহেন নাপ্তিনী। পশ্চাতে কহিব যদি রাজি হন তিনি॥ মরি কিম্বা বাঁচি চেষ্টা করি একবার॥ আজ যায় কালি এসে লও সমাচার॥ তুষ্ট হয়ে নিবারণ চলিল গৃহেতে। উড়িল মাগীর মন অর্থের লোভেতে॥ এখানেতে দেখ দেখি দৈবের ঘটন। যোগমায়া এক দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ॥ কতক্ষণে নাপ্তিনীর সঙ্গে দেখা হয়। পাইতে মানস যুবরাজ পরিচয়॥ হেনকালে নাপ্তিনী আইল তথায়। নির্জ্জনে ডাকিয়ে কন্যা বিশেষ সুধায়॥ কার সঙ্গে এতক্ষণ ছিলি নাপ্তিনী। অনুমানে বুঝি তোর কে হবেন তিনি॥ সকলি দেখেছি আমি ছাতের উপরে। সঙ্গে করে লয়ে গেলি আপনারি ঘরে॥ নাপ্তিনী কয় আহা মরি২ মরি। তব সঙ্গে সঙ্গী হব হেন ভাগ্য ধরি॥ নৃপতি তনয় রূপ কন্দর্প জিনিয়ে। ইচ্ছা হয় সেবি পদ হৃদয়ে রাখিয়ে॥ কিঞ্চিৎ বিশেষ কথা ছিল মোর সনে। তাতেই ডাকিয়ে মোরে কহিল নির্জ্জনে॥ যোগমায়া কন কথা কেমন গোপন। বিশেষ করিয়া বল করিব শ্রবণ॥ নাপ্তিনী কহে তব কি কাষ কথায়। বুঝিলা ভুলেছে মন দেখিয়ে তাহায়॥ হাসিয়া২ কথা কহেন নাপ্তিনী। তোমারে দেখিয়া ভুলেছেন গুণমণি॥ কেমনে তোমার সঙ্গে

হইবে মিলন। ইচ্ছা করে দিতে তোরে বহুরত্ন ধন। যোগ-মায়া বলেন ধনের মুখে ছাই। সে ধনে পাইলে মন ধন দিতে চাই। কিবা নাম কোন জাতি ধাম কোথাকারে। নিশ্চয় করিয়া শীঘ্র বল গো আমারে। সে যদি আমার কোন পরিচয় চায়। বিপ্রবধূ মহামায়া জানাও তাহায়॥ যদ্যপি পূরাণ কালী মনের মানস। রাখিব হৃদয়পদ্মে করিয়ে সন্তোষ॥ এক্ষণে সে সব কথা নাহি প্রয়োজন। সম্প্রতি লইতে হবে কিছু রত্নধন॥ আসিতে বলহ কল্য এমন সময়। কহিব নির্যাস কথা মন যদি লয়॥ মর্ম্মকথা নাপ্তিনী জানিবে কেমনে। উভয়ে হইল রাজী তুষ্টা মনে২॥ পরদিন যথাকালে আইসে নিবারণ। নাপ্তিনীর গৃহে গিয়া দেন দরশন॥ এসো২ বাছা বলে অতি সমাদরে। বসিতে আসন দিয়ে কয় যোড় করে॥ সকার্য্য সাধন বাছা হইবে তোমার। কিবা জাতি কিবা নাম বল একবার॥ নৃপতি কহেন আমি ব্রাহ্মণ তনয়। নিবারণ নাম মোর সকলেতে কয়॥ গৃহেতে রাখিয়ে মাগী যায় ত্বরা করে। বিশেষ কহিল আসি কন্যার গোচরে॥ নিবারণ নাম শুনে তুষ্টা যোগমায়া। জানিল যে নিস্তারিণী হলেন সদয়া॥ ব্যস্ত হয়ে কহিলেন আনিতে সত্বরে। আপনি উঠেন গিয়া ছাতের উপরে॥ মস্তকে উষ্টিক দিতে নিষেধ করিল। অশ্বোপরে নিবারণ অমনি চড়িল॥ বাটীর সম্মুখে গিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। গবাক্ষ হইতে কন্যা দেখেন তাহায়॥ নিশ্চয় চিনিল নারী আপনার পতি। পতি না দেখিল চক্ষে আপনার সতী॥ নাপ্তিনী মুখ চেয়ে হাসিয়া২। সমাদরে কন কথা সন্তুষ্টা হইয়া॥ অগ্রেতে করিবে চুক্তি দিবে কত টাকা। আসিতে কহিবে কল্য বৈকালেতে পাকা॥ গোপনে রাখিবে তাঁরে আপন গৃহেতে। সাক্ষাতে কহিব কথা ভূপতি সঙ্গেতে॥ যদ্যপি করেন মম বাক্য অঙ্গিকার। অবশ্য মানস

পূর্ণ করিব তাহার॥ অগ্রেতে লিখিয়ে খত যদি দেন তিনি। সতীত্ব করিব নষ্ট তবে লো নাপ্তিনী॥ বিশেষ করিয়া কথা কহ তার সনে। অতি সঙ্গোপন বার্ত্তা অন্যে নাহি শুনে॥ তুষ্টা হয়ে নাপ্তিনী গৃহে চলে যায়। যেরূপ কন্যার পণ বিশেষ শুনায়॥ নাপ্তিনী বলে বাছা শুন চমৎকার। অগ্রেতে তোমার ঠাঁই লইবে একরার॥ নিবারণ বলে মাসী ভয় কি তাহাতে। শত খত লিখে দিব আপনার হাতে॥ অর্থের অভাব মাসী কি আছে আমার। ধন মন প্রাণ দিয়ে বাধ্য হব তার॥

উপপত্নী ভাবে পত্নীর গমন।

ত্রিপদী। পরদিন নিবারণ, অতি আনন্দিত মন, বাহির হলেন বাটী হতে। বেগেতে ছুটিল হয়, ভাব যেন জ্ঞান হয়, উপনীত দেখিতে২॥ নাপ্তিনীর গৃহে আসি, শুনিয়ে সকল বসি, হাসি২ বলে বারে বারে। শীঘ্র করে গিয়া তথা, কহিবে বিশেষ কথা, যে প্রকারে পারা আনিবারে॥ কি খত লিখিতে হবে, রমণী আসিবে যবে, সাক্ষাতেতে লিখিব একরার। দিব টাকা হাতে২, দেখিবে সবে সাক্ষাতে, আলাহিদা দিব গো তোমার॥ শুনিয়ে টাকার শব্দ, মাসী হয়ে নিস্তব্ধ, আস্তে ব্যস্তে চলিল তখন। যোগমায়ার কাছে গিয়ে, কহে সব বিস্তারিয়ে, শুনে ব্যস্তা হলেন রমণী॥ সতী পতি জিনিবারে, যায় বেশ বেশ করে, দেখে লজ্জা পায় লজ্জা রতী। গোপনে গোপনে ধনী, চলে গজেন্দ্র গামিনী, ছলিবারে আপনার পতি॥ দ্বারে থেকে নিবারণ, করে ভার্য্যা নিরীক্ষণ উথলিল সুখের তরঙ্গ। সঙ্গেতে লয়ে নাপ্তিনী, বিনাইয়া বিনদিনী, করে কত শত রঙ্গ ভঙ্গ॥ মাসী উপলক্ষ করে, কয় কথা মৃদুস্বরে, আগে লিখে দিতে হবে খত। এই মম বিবরণ, করিতে হবে পালন, ধরাতলে থাকিব যাবৎ॥ পণ্ডিতের চূড়ামণি,

নিবারণ অতি জ্ঞানী, স্বহস্তেতে লিখিতে লাগিল। দ্বিজ বনমালী বলে, ছিলাম বটে সকলে, লেনা দেনা কেহ না দেখিল।

নিবারণের প্রতিজ্ঞা পত্র।

মহামহিমা মহীতলে মহিন তরঙ্গিণী রস রঙ্গিণী
শ্রীমত্যা মহামায়া দেব্যা বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীনিবারণ শর্ম্মণঃ। কস্য একরার নামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে যদিয় তদিয় রূপ লাবণ্য বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করতঃ মদীও দুরান্ত অশান্ত ভ্রান্ত মন ক্ষান্ত না হইয়া বিস্মৃতিক্রমে ভুলিয়া থাকে তত্রাপি কটাক্ষ সরোসজ্ঞানে এ দিনে সে দিনে জীবনে পীড়া প্রদানে তব. পক্ষে অতি অকর্ত্তব্য ছিল যাহা হউক নিবারণ কিছুতেই নিবারণ হইতে না পারাতে আপনকার শরণাপন্ন হইতেছে সংপ্রতি মম প্রতি সম্মতি হইয়া যথা যোগ্য আলিঙ্গন স্বরূপ ঔষধি প্রদানে আরোগ্য করিলে চির বাধিত হইব এক্ষণে ঔষদার্থে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি পরে ভাগ্যক্রমে আরোগ্য হইলে যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই দিব কস্মিনকালে কাল সহকারে কালাকাল হওনপর্য্যন্ত আপনকার ঋণে আবদ্ধ রহিলাম আজ্ঞা করিলেই রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি যে কোন ভারার্পণ করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহাই করিব বিশেষে বিশেষ প্রয়োজনে নিজ জনে নিযুক্ত করিলেই যথাসাধ্য আঞ্জাম দিব তাহার অন্যথা কিম্বা গাফিলি করি মাফিক আইন আমলে আসিব আপনিই অনুগ্রহ করিয়া আমার কথার বাধ্য হইয়া থাকিবেন এই করারে আপন খুসিতে সুস্থ শরীরে বাহাল তবিয়তে বিনা এস্তারিতে একরারনামা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।

যোগমায়ার সহিত পুনঃ মিলন।

পয়ার। দস্তখত করে খত সাক্ষাতে সাক্ষির। হাতে২ তুলে দিতে যান রমণীর॥ গবাক্ষ হইতে দেখে পঙ্কজনয়নী। ঘোমটা টানিয়ে হেসে বসেন অমনি॥ সাক্ষীগণ বলে টাকা দেও মহাশয়। এক্ষণে এখানে আর ভিড় করা নয়॥ ক্রোধ ভরে কহিতেছে নাপিতের বালা। পারে এসে পিরে বুঝি দেখালেন কলা॥ রুমালেতে শত স্বর্ণ মুদ্রা বান্ধা ছিল। রুমাল সহিত লয়ে রমণীরে দিল॥ নাপিতনী ক্রোধভরে কথা নাহি কয়। মনে২ ভাবে মাগী দেখিব কি হয়॥ আপনার বরে মুদ্রা গণিয়ে লইয়ে। অঞ্চলে বান্ধেন ধনি চঞ্চল হইয়ে॥ সাক্ষিগণে হন সাক্ষী ইসাদির স্থলে। নাপ্তিনী না দেয় সুই টাকা দিও বলে॥ হাঁকাহাঁকি করে মাগী করে তিরস্কার। বলে ভাল জানা গেল ভদ্রের ব্যভার॥ এক্ষণে তো হয়ে গেল উভয়ে মিলন। পরের ঘরেতে থাকা কিবা প্রয়োজন॥ কেহ মরে ভেনে কুটে কেহ পুরে গালে। তাতেই মজিল কলি ঘোর কালে২॥ শ্রবণ মাত্রেতে নৃপ হাসিতে লাগিল। মাগীর করেতে কুড়ি স্বর্ণ মুদ্রা দিল॥ তত্রাপি বদন তার দেখে ভারহ্। রমণী অমনি খুলে দেয় নিজ হার॥ লিখিয়ে মাগীর নাম দত্ত রামধন। নিশানি করিয়ে সহি লইল তখন॥ নিবিড় বসনে আচ্ছাদিত চন্দ্রানন। ঢাকিয়ে রাখিতে নারি পারে কতক্ষণ॥ প্রকাশ্য হইল আস্য চুম্বন করিতে। নিজ নারী হেরি রাজা লাগিল ভাবিতে॥ বুঝিতে বিশেষ কিছু না পারে নিশ্চয়। ব্যস্ত হয়ে রমণীর চায় পরিচয়॥ কোন জাতি কোথা ধাম কি নাম তোমার। যথার্থ কহিয়ে দুঃখ ঘুচাও আমার॥ রসিকা রমণী ছলে পতি ভুলাইতে। মৃদুস্বরে কয় কথা হাসিতে২॥ অভাগীর পরিচয় শুন মহাশয়। বাল্যকালাবধি আমি ছাড়া পিত্রালয়॥ জন্মিলাম

জননী গর্ভে জমক তনয়া। জ্যেষ্ঠা আমি মহামায়া কনিষ্ঠা যোগমায়া॥ অবিকল অবয়ব আমাতে ভগ্নীতে। হঠাৎ দেখিলে লোকে না পারে চিনিতে॥ অন্যের থাকুক কায জননী আমার। কত বার ডাকিতেন নাম ফেরফার॥ জনক আমার শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। কি ক্ষণে দিলেন বিভা হই দেশান্তরী॥ বিবাহ নিশিতে মোর জনকের সনে। শ্বশুর করেন দ্বন্দ্ব মর্য্যাদা কারণে॥ সে অবধি তথা যাওয়া আশা মোর নাই। আছে কিনা আছে কেহ সংবাদ না পাই॥ বহু কালাবধি মম পতি দেশান্তরী। দারুণ যৌবন জ্বালা সহিতে না পারি॥ কি লাভ হইবে মোর সতীত্ব রাখিয়ে। খেদে কুলে জলাঞ্জলি দিলাম আসিয়ে॥ পরিচয় পাইতে সন্দেহ গেল দূরে। ঠাকুরঝি জানিয়ে বাড়ে উল্লাস অন্তরে॥ অতঃপর করে দোহে শতরঞ্চ খেলা। খেলয়াড় থাক কেহ শিখ এই বেলা॥

নাপ্তিনীর গৃহে যোগমায়ার প্রতি দিন গমন।

ত্রিপদী। নিত্য নিত্য যোগমায়া, এইরূপ করে মায়া, ভুলাইতে যায় নিজ পতি। রমণী কুহক ছলে, পণ্ডিত গেলেন ভুলে, কালে২ বিপরীত রীতি॥ ক্রমে২ গুপ্ত কথা, ব্যক্ত হলো যথা তথা, পরস্পরে গানাঘুসা করে। শুনিলেন বৈদ্য জায়া, দূরে গেল পূর্ব্ব মায়া, বাঞ্ছা হলো তাড়াইতে তারে॥ জিজ্ঞাসা করে কন্যারে, যাওয়া হয় কোথাকারে, বল দেখি বিশেষ কারণ। নাহি কিছু পূর্ব্ব ভাব, হলো নব অনুরাগ, দেখি যেন কেমন২॥ কুলের কামিনী হয়ে, নিজ গৃহ তেয়াগিয়ে, প্রতি দিন বৈকাল যোগেতে। ঘরেতে রাখিয়ে ছেলে, অনায়াসে যাও চলে, লজ্জা কি না হয় তব যেতে॥ কর্ত্তাটি শুনিলে পরে, গঞ্জনা দিবেন মোরে, সমুচিত শাস্তি পাবে তুমি। বুঝেসুজে কর কায, দিয়না২ লাজ, মম

দুঃখে মরি বাছা আমি॥ আপনায় কন্যা ভাবে, রেখে তোরে মরি ভেবে, কুলটা মতন কেন হলে। যার মান তার ঠাঁই, রাখা কড়াটাক চাই, এ কুবুদ্ধি কে তোরে শিখালে॥ গালি দেয় বৈশ্য জায়া, মনে ভাবে যোগমায়া, উত্তরেতে ঘটিবে অনর্থ। থাকে অতি মৌন হয়ে, উত্তর নাহিক দিয়ে, কহিতে নাহিক পারে সত্য॥

যোগমায়ার উপপত্নী ভাবে পতি ছলনা।

গদ্য। বারম্বার বৈশ্যপত্নীর আশ্চর্য্য কটু কষায়ণ বাক্য শ্রবণ করাতে যোগমায়া মনে২ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন যে এস্থানে এক্ষণে আর বাস করা কর্ত্তব্য নয় অতঃপর শাপে বর হইল, নিস্তারিণী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন এরূপ গোপনে থাকায় আর কি প্রয়োজন পতির উপস্থিত কাল নিকট হইল অদ্য তো সে স্থানে যাওয়া হয় না, কিন্তু তাহাকে জানান আবশ্যক হয় তদন্তরে নাপ্তিনীকে ডাকিয়া নির্জ্জনে কহিলেন অদ্য আমি যাইতে পারিব না বৈশ্যপত্নী আমার উপর আত্যান্তিক বিরক্তা হইয়াছেন, তুমি ভূপতিকে কহিবে আমাকে এখান হইতে লইয়া স্থানান্তরে না রাখিলে এবম্প্রকারে আর সাক্ষাত হইতে পারে না আমার শাসনকারী আমার শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি দিন আত্যান্তিক শাসন করিতেছেন বৈশ্য কিম্বা বৈশ্যপত্নীর নাম ভ্রান্তেও প্রকাশ না করিয়া সাবধান পূর্ব্বক পূর্ব্বমত কথিত বাক্যেই বজায় রাখিবে তাহার অন্যথা হইলে সকল প্রতারণা জ্ঞান করিবেন নাপ্তিনীকে যে প্রকার কহিতে আদেশ উপদেশ করিলেন তদ্রূপ ভূপতি আসিবা মাত্র নাপ্তিনী সমুদায়িক জ্ঞাত করাতে মহারাজা মৌখিক আশ্বাস প্রদান করিলেন যে অবিলম্বে ইহার বিধান করা যাইবে কিন্তু আন্তরিক চিন্তিত হইলেন কিরূপে পলায়ণ করেন, কি জানি দৈবাৎ ধৃত হইলে অপযশ ও অপমান ঘরে পরে

পাইতে হইবে, মহীপতি শ্রবণ মাত্রেই আর বিলম্ব করিলেন না লুব্ধ আশ্বাসে নাপ্তিনীকে বিশ্বাস করাইয়ে সস্থানে প্রস্থান করিলেন, নাপ্তিনী পুনর্ব্বার যোগমায়ার নিকটে যাইয়া বিশেষ বৃত্তান্ত আদ্যপান্ত ভূপতির সহিত যে রূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহাই কহিলেন, কন্যার তৎশ্রবণে আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হইয়া মনে২ নিস্তারিণীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং কতদিনে পর গৃহবাসের কষ্ট নিবারণ নিবারণ করিবেন সেই দিন গণনা করিতে লাগিলেন এবং পতি প্রত্যাগমনের আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন ওখানে ঐ যাওয়াই নিবারণে যাওয়া হইল পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন হইল না। ওখানে বৈশ্য পত্নী চমৎকারা নাপ্তিনীর বারম্বার আসাতে এবং গোপনে২ কন্যার সহিত পরামর্শ করাতে এককালীন আত্যন্তিক ত্যক্তা হইয়া উভয়কে বাটীহইতে দুরীভব করিলেন সুতরাং থাকিবার স্থানাভাব বালক শরচ্চন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া যোগমায়া নাপ্তিনী ভবনে আসিয়া রহিলেন চমৎকার চমৎকার হইয়া ভাবিতে লাগিল, কি করে যেমন কর্ম্ম তাদৃশ ফল, যদিও তাড়াইবার বাঞ্ছা ছিল তথাচ চক্ষু লজ্জাক্রমে কিছু বলিতে পাবেনা এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইল মহারাজা তথায় পুনরাগমন না হওয়াতে বারম্বার রাজভবনে নাপ্তিনীকে পাঠাইতে লাগিলেন ভূপতি প্রথমে আশ্বাস প্রদান করিয়া ছিলেন পরে পেড়াপিড়ি দেখিয়া নিষ্ঠুরতা ব্যবহার প্রকাশ করিয়া নাপ্তিনীকে তাড়াইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন নাপ্তিনী অপমানিতা হইয়া কন্যার নিকটে আসিয়া আদ্যপান্ত জ্ঞাত করাতে যোগমায়া পুনর্ব্বার মায়া প্রকাশ করিয়া সুসজ্জিভূতা হইয়া বালকে নিদ্রাবস্থায় প্রতিবাসীর গৃহে রাখিয়া নাপ্তিনী সমভিব্যাহারে মহারাণী হেমাঙ্গিণীর নিকটে নালিশ করিতে উপস্থিতা হইয়া এরূপ দরখাস্ত করিলেন।

দরখাস্ত।

মহামহিম মহীমাদ্বয় শ্রীলশ্রীমত্যা মহারাণী হেমাঙ্গিনী দেব্যা সমানুগ্রহেষু।

লিখিতং শ্রীমতী মহামায়া দেবী।

কস্য দরখাস্ত নিবেদন আমি অবলা বিপ্রকুলবালা বহু দিবসা বধি পতি দেশান্তরী হওয়াতে দুঃসহ মদনজ্বালায় কলেবর দগ্ধ হইতে ছিল ভাগ্যক্রমে ভবপতি ভূপতি উপপতি সবাবে পতিত্ব ভার গ্রহণ করাতে সে অনল নিবারণ নিবারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু অধিনীর ভাগ্য দোষে হিতে বিপরীত হইয়া এক্ষণে জঠরানল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে কারণ আমার অন্ন-দাতা এই ঘৃণিত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া মর্ম্মপীড়া প্রাপ্তে আমাকে জন্মজ্বালা দিবার নিমিত্তে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া-ছেন, সম্প্রতি আমার থাকিবার স্থানাভাব জন্য উপপতি মহাশয়কে জ্ঞাত করাইয়া ছিলাম তিনিও বে আমল করি-য়াছেন, যৎকালীন আমার সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করেন তখন লিপি দ্বারায় এমত অঙ্গিকার করিয়া ছিলেন ভবিষ্যতে আমায় প্রতিপালন করিবেন এক্ষণে ভরণপোষণ দূরে থাকুক সাক্ষাৎ করিলে আলাপন করেন না, অতএব আমার অনন্যাগতি, উক্ত উপপতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিনা আপনি বহুজন পালিনী রাজেশ্বরী যথার্থ বিচার করিয়া এই শরণাগতার উপায় করিয়া দিতে হুকুম হয় ইতি।

উপরোক্ত দরখাস্ত পাঠে অবগত হইয়া আরজদারের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে, অদ্য ইস্তক চারি দিবসান্তে অত্র মামলা চূড়ান্ত বিচার হইবে অতএব দলিল ও সাক্ষি সমভিব্যাহারে বাদিনীর হাজির হওনাবশ্যক।

শমন নামক পরওয়ানা।

মোকদ্দমার নং ২৬০ সন ১২৭০ সাল।
মহাকট নামক আদালত।

মহারাণী হেমাঙ্গিণী দেব্যা ঈশ্বরের কৃপায় সুবে বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যা এই মিলিত রাজ্যের রাজ্ঞী ও ধর্ম্ম রক্ষিকা ইত্যাদি প্রতি আগে শ্রীনিবারণ শর্ম্মণঃ।
প্রণতি পূর্ব্বক তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, তোমার নামে শ্রীমতী মহামায়া দেব্যা নালিশ করিয়াছে, অতএব আপনি সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ২০ আশ্বিন মঙ্গলবার বেলা এগারো ঘটিকার সময় উপরোক্ত আদালতে মহারাণীর সমীপে মায় সাক্ষী হাজির হইয়া উক্ত ফরিয়াদীর নালিশের জবাব দাখিল করিবা উক্ত অবধারিত দিবসে এই মোকদ্দমা চুড়ান্ত বিচার হইবে যদ্যপি আপনি হাজির না হন ফরিয়াদীর সাক্ষী লইয়া আপনকার গরহাজিরে মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে পুনর্ব্বার আফিল হইবে না ও ফরিয়াদীর দাবী মায় খরচা আপনাকে দিতে হইবে তাহাতে কোন ওজর চলিবে না। সাক্ষী শ্রীমত্যা মহারাণী উক্ত আদালতের বিচার কর্ত্রী। তাং ১৬ আশ্বিন ১২৭০ সাল।

ফরিয়াদীর এজাহার।

তোমার সহিত আসামীর কতোদিন আলাপ কি রূপে-ইবা সঙ্ঘটন এবং উচাটনবা কি কারণ বিস্তার করিয়া যথার্থ জ্ঞাত কর।

ফরিয়াদীর উত্তর।

কিয়দ্দিবস গত হইল ভূপতি এক দিন বৈকাল যোগে নগর ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন অশ্ব হইতে আমাকে অট্টা-

লিকাপরে নিরীক্ষণ করিয়া এক কালীন চৎকারা নাপ্তিনীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রদানে তাঁহাকে বাধ্য করিয়া তৎ কর্ত্তৃক অর্থ লোভে আমার মন হরণ করিয়া ছিলেন তদন্তরে এ বিষয় রাষ্ট হওয়াতে আমার পরিজনেরা অমাকে পরিত্যাগ করাতে আমি উপপতি মহাশয়ের নিকট থাকিবার মানসে সংবাদ পঠাইয়া ছিলাম বোধ করি আপনকার ত্রাসে তেঁহ আমাকে গ্রহণ না করিয়া বে আমল করিলেন।

প্রশ্ন। তুমি কুলের কামিনী পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করিলে কি নিমিত্তে।

উত্তর। একে পতি অভাবে দুঃসহ কন্দর্প যন্ত্রণা তাহে অসহ্য গুরুজন গঞ্জনা উভয়ে আমার প্রাণ নাশক হওয়াতে বেএক্তার হইয়া মনে২ বিবেচনা করিলাম রমণীর জীবন ধারণে পতি সম্ভোগ ভিন্ন যে সুখ সে মিথ্যা জীবন যৌবন গেলে তো পুনর্ব্বার পাওন সম্ভাবনা থাকে না তবে আমি সময় পাইয়া পরিত্যাগ কি নিমিত্তে করিব বাল্যকালাবধি আমার পতি দেশান্তরী আমি তো উহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে ভজনা করি নাই এবং অন্য কেহ আমার পতিত্বভার গ্রহণ করে নাই তবে কি নিমিত্তে সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে আমি মনে মনে উহাকেই পতিত্ব বরণ করিয়াছি পরে যদ্যপি পুনর্ব্বার অন্যের সহিত [illegible]টন হয় তাহা হইলে ধর্ম্মত বিরুদ্ধ বটে।

প্রশ্ন। তুমি কি অনিত্য সুখকে নিত্য সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাক।

উত্তর। না আমি এমত কহিতে পারি না কিন্তু কাল সহকারে রিপুর বসে বশীভূতা হইয়া অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান করিয়া নিত্য পদার্থ কেহ চিন্তা করে না কাম আদি ষড় রিপু বপু মাত্রেই আচ্ছাদিত হইয়াই আছে তাহাদিগের জয় করণের নিমিত্তে কত শত যোগী ঋষি মুনিগণ কাননে গমন করিয়া ক্রমে কতই কষ্ট স্বীকার করিয়া শাসন করিবার

আকিঞ্চন পাইতেছেন তত্রাপি জয়ী হইতে অনেকেই পারেন না আপনি রাজেশ্বরী হইয়া সসাগরা শাসন করিতেছেন তত্রাপি দুরান্ত বিপ্রকে শাসন করিতে পারেন নাই আমি সামান্যা বালীকা হইয়া কি প্রকারে পারিব সুতরাং বশি-ভূতা হইয়া থাকিতে হইয়াছে এবং তাহারা যে পথে গমন করাইতেছেন তাহাই করিতেছি।

প্রশ্ন। এই দলীল কোন দিন কোন স্থানে এবং কাহার সম্মুখে কে লিখিয়াছে তাহার সপ্রমাণ করিতে হইবেক।

উত্তর। যে আজ্ঞা মহারাণী আমার সাক্ষীগণ হুজুরে হাজির আছে জিজ্ঞাসা মাত্রেই নির্যাস জানিতে পারিবেন এদলীল ভূপতির স্বহস্তের লিপি সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাপ্তিনী আলয়ে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা সহিত আমার হস্তে অর্পণ করিয়া-ছিলেন।

প্রশ্ন। তোমার সহিত প্রতিবাদীর কত দিন ব্যবহার হইয়া ছিল তাহাকে দেখিলে হঠাৎ চিনিতে পার ইতিমধ্যে মহারাণী গোপনে২ প্রতিবাদীকে ডাকাইয়া সম্মুখে বসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং বাদীনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রতিবাদী এখানে আছেন কি না।

উত্তর। ঐ মহাশয় আপনকার সম্মুখে সংপ্রতি উপ-স্থিত উনি আপনার হৃদাবল্লভ হইয়া এই দুখিনী অব-লার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন গুণাগুণ পশ্চাৎ জানিতে পারি-বেন। রাণী তৎ শ্রবণে আসামীর মুখাবলোকন করিয়া আসামীর প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি ইহাকে চেনেন এবং ইহার সহিত আপনার কোন এলাকা আছে।

প্রতিবাদীর প্রতি রাজ্ঞীর প্রশ্ন।

আপনি। ইহাকে চেনেন এবং ইহার সহিত কোন রকমে কোন এলাকা কিম্বা দেনা পাওনা আছে।

আসামীর উত্তর। আমার এমত স্মরণ হয় না যদ্যপি

উত্তর। কোন সময় পথে ঘাটে দেখা হইয়া থাকে তাহা আমি নির্ঘাস কহিতে পারি না আর উহার সহিত এলাকাই বা কি থাকিবে।

প্রশ্ন। যদ্যপি জানিত ব্যক্তি হয় আমার সম্মুখে চিনিতে না পারিয়া থাকেন কামরার মধ্যে লইয়া গিয়া ভাল রকম নিরীক্ষণ করিয়া আসুন।

উত্তর। রাম রাম গোবিন্দ গোবিন্দ সে কেমন এইত সাক্ষাতে দেখিতেছি কামরার মধ্যে আবার কি দেখিব।

প্রশ্ন। নাপ্তিনী আলয়ে যে প্রকার নিরীক্ষণ ও আলাপণ হইত কএক দিন তো তাহা হয় নাই যদ্যপি মানস থাকে কামরায় না গেলে সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

উত্তর। বোধ করি নষ্টের কথায় তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকিবেক একারণ এরূপ প্রশ্ন বারম্বার করিতেছ রকম সকম ও ঠাট ঠমক দেখিয়া মানুষ চিন্তে পারিলে না হায় কি দুঃখের বিষয় কুলের কামিনী হইয়া যে জন কুলে কালী দিতে পারে মিথ্যা কথা তার তো আভরণ, ঠকাইবার নিমিত্তে উপর চাপ দিয়া কহিতেছ বোধ করি জাল সাক্ষী ও জাল খত বানাইয়া থাকিবে নষ্টস্য কান্যাংগতি।

প্রশ্ন। দেখুন দেখি এই খত আপনকার হস্তাক্ষর বটে কি না।

উত্তর। আমার লিপির ন্যায় প্রায় অনেক বটে কিন্তু জাল জ্ঞান হইতেছে যে ব্যক্তি লিখিয়াছে তাহার গুণের বালাই লয়ে মরি হুবহু ঠিক লিখিয়াছে।

প্রশ্ন। চমৎকারা নাপ্তিনীকে আপনি চেনেন তাহার বাটীতে গমনাগমন কখন হইয়া ছিল।

উত্তর। চমৎকার নাম শুনিয়ে চমৎকার জ্ঞান হইল তাহার কথা যে কত চমৎকার তাহার সন্দেহ কি গমনাগমন দূরে থাকুক নয়ন গোচর হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

নবীসিন্দার জোবানবন্দী।

রাণী জিজ্ঞাসে তখন২। কহ নবীসিন্দা এর বিশেষ কারণ॥ নবীসিন্দা কয় বাণী২। এক্ষণেতে ধর্ম্ম সাক্ষী আর সাক্ষী রাণী॥ শুন শুন রাজেশ্বরী২। শপথ পূর্ব্বক কথা কহিবারে নারি॥ আমি শুনেছি যেমন২। কহিব যথার্থ তার মর্ম্ম বিবরণ॥ এই রাজা মহাশয়২। গিয়েছিলেন এক দিন বৈকাল সময়॥ থাকি অশ্বের উপরে২। যাইতে যাইতে পথে নিরীক্ষণ করে॥ ঐ পতিব্রতা নারী২। দাঁড়ায়ে ছিলেন ছাতে বেশ ভুষা করি॥ ওর পতির কারণে২। এক দৃষ্টে থাকিতেন পথ নিরীক্ষণে॥ দেখ দৈবের ঘটন২। হেনকালে মহারাজা করেন গমন॥ বুঝি ভ্রমে পড়ি ছিল২। ভূপতিরে দেখে সতী স্বপতি জানিল॥ পড়ে সম্মোহন বাণে২। পুনঃ২ মহীপতি চান কন্যা পানে॥ নারী কি মর্ম্ম বুঝিবে২। অন্তরে বিচ্ছেদানল পতির অভাবে॥ স্বীয় পতি জ্ঞান করে২। এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করেন রাজারে॥ একে হয়ে গেল আর২। দেখহ কালীর খেলা একি চমৎকার॥ শাপে হয়ে ছিল বর২। পরস্পরে হইলেন উভয়ে কাতর॥ আমি শুনেছি যেমন২। সতীত্ব হরণে রাজার হইল মনন॥ অর্থে কি না হতে পারে২। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লভ্য ব্যয় করে॥ সে তো অবলা কামিনী২। অনায়াসে ভুলায় তারে চতুরা নাপ্তিনী॥ আমার হেন জ্ঞান হয়২। ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা ছাপা নাহি রয়॥ হয়ে কুলের কামিনী২। কে কোথা কলঙ্ক করে আপনা আপনি॥ এখন যা হবার তা হলো২। ইহার অধিক আমি কি বলিব বল॥ সে তো গোপনীয় কথা২। স্বচক্ষে কেমনে আমি দেখিব তা কোথা॥ খতে ভূপতির সই২। দেখলে বিশ্বাস তুমি হবে বিশ্বময়ী॥ কহে দত্তরাম ধন২। যথার্থ কহিলাম কর্ণে শুনেছি যেমন॥ মোরে কহিল নাপ্তিনী২। লিখিলাম

তাহার নাম লইয়ে নিশানি। কথা মিথ্যা কভু নয়২। বিচার করুণ যাতে সর্ব্ব দিগ রয়॥

গ্রন্থকারের জোবানবন্দী।

রাণী করেন জিজ্ঞাসা২। আপনি জানেন যাহা কন সত্য তাহা॥ এই বিচারের স্থল২। যে মত কহিতে হয় জানেন সকল॥ হারি জিত সাক্ষী হতে২। অধর্ম্ম সঞ্চার পক্ষপাত্ত কহনেতে॥ শুনে কহে দ্বিজবর২। শুন শুন মহারাণী বলি অতঃপর॥ ওগো রাজ্যের ঈশ্বরী২। স্বজাতীয় ধর্ম্ম কভু শপথ না করি॥ শুন ভূপতি বালীকা২। সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম যার জানেন কালীকা॥ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী২। তাঁহার তনয়া যিনি পতিব্রতা নারী॥ তিনি সাক্ষাৎ যোগমায়া২। না জানি কতই মায়া জানে মাহামায়া॥ তাঁর কথাতে প্রত্যয়২। কে না নাহি হয় তব কিবা মন্দ হয়॥ যদি গ্রন্থ সত্য হয়২। এ কথা তোমার তবে কি হয় সংশয়॥ ঘরে কুলের কামিনী২। কে কোথায় করে কুচ্ছ আপনা আপনি॥ মম হেন জ্ঞান হয়২। মিথ্যা কথা ছেচা বারি কতক্ষণ রয়॥ জানে বিশেষ নাপ্তিনী২। জিজ্ঞাসিলে তার ঠাঁই শুনিবে কাহিনী॥ সে তো সর্ব্ব মূলাধার২। ভাল মন্দ নেই বিনে কে জানিবে আর॥ সঙ্গে ছিল তো সহিস২। সুধাইলে তারে সব পাইবে হদিস॥ আমি না দেখে নয়নে২। সত্য মিথ্যা বল দেখি বলিব কেমনে॥ সে তো গোপনীয় কথা২। অপরেতে কেমনেতে কে দেখেছে কোথা॥ তুমি রাজ্যের ঈশ্বরী২। বিচার করিতে হবে তন্ন তন্ন করি॥ আমার এই মনে লয়২। তদন্ত ইহাতে কিছু থাকিবে নিশ্চয়॥ যদি অধর্ম্ম করিতে২। স্বধর্ম্ম হইল রক্ষা ক্ষতি কি গো তাতে॥ দেখে শুতে যত যত২। ছাপা কিছু না রহিবে বুঝিবে তাবত॥ যদি নিজ পতি জেনে২। বিচার না কর সত্য কলঙ্ক হইবে॥ দ্বিজ বনমালী কয়২।

রাজ ধর্ম্ম দণ্ড করা যে হয় সে হয়॥ যে জন কুলের কামিনী২। মজাইয়ে সাধি বুঝি একণেতে তিনি॥ কহে ধর্ম্মের নন্দন২। ধর্ম্ম রক্ষা হেতু মোর অরণ্যে গমন॥ মুনি দুশান্ত অমনি২। যথা ধর্ম্ম তথা জয় বলেন তখনি॥

নাপ্তিনীর জোবানবন্দী।

পয়ার। উভয়ের শুনে সাক্ষী ক্রোধে মহারাণী। দুতেরে আদেশ দেন আনিতে নাপ্তিনী॥ আজ্ঞা মাত্র জমাদার বাহির হইতে। হুজুরে হাজির করে রাণীর সাক্ষাতে॥ কাছারির সরগরম দেখে ধুমধাম। ভয়েতে কাঁপে নাপ্তিনী বলে রাম রাম॥ উপকারে অপকার হইল আমার। রকম সকম দেখে প্রাণে বাঁচা ভার॥ মিথ্যা যদি কই হবে নরকে গমন। সত্য কথা শ্রবণে রাণীর চটে মন॥ উভয় শঙ্কট হলো কি করি উপায়। হেন কালে মহারাণী জিজ্ঞাসেন তায়॥ কি নাম কোথায় ধাম কিবা সত্য জান। শপথ করিয়ে কও জিজ্ঞাসি যেমন॥ মিথ্যা যদি কও শাস্তি হাতে২ দিব। সত্য কথায় অপরাধ অবশ্য ক্ষমিব॥ কৃতাঞ্জলি হয়ে কয় চতুরা নাপিনী। যথার্থ যেমন জানি কব মহারাণী॥ কে জানে পশ্চাতে হেন বিপদ ঘটিবে। অপরাধী হই যদি ক্ষমিতে হইবে॥ এক দিন মহীপাল পরে জামা জোড়া। নগর ভ্রমণে যান চড়ে বেড়ে ঘোড়া॥ অট্টালিকা পরে হেরে এই কামিনীরে। একেবারে পড়িলেন কন্দর্পের শরে॥ অস্থির হইয়ে নৃপ দাঁড়াইয়ে রন। এক দৃষ্টে নারীরে করেন নিরীক্ষণ। হেনকালে আসি আমি সেই বাটী হৈতে। সাক্ষাৎ হইল মোর সঙ্গেতে পথেতে॥ জিজ্ঞাসা করেন মহারাজা পরিচয়। দেখে শুনে মোর মনে হইল বিস্ময়॥ অশ্ব পালকের হস্তে দিয়ে অশ্ব দাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে আইলেন অধিনীর বাড়ি॥ কি কারণে আগমন জানিব

কি করে। বসিতে আসন দেই অতি সমাদরে। ব্যাভারা-নুসারে তাঁরে খায়ালাম জল। পশ্চাতে বিশেষ মোরে কহেন সকল॥ স্বীকার না পাই আমি সে কথা শ্রবণে। আমার ভুলান মন ষোল মুদ্রা দানে॥ পরেতে দিলেন আশা দিবে বহু ধন। অর্থের লোভেতে মোর ফিরে গেল মন॥ নারীরে কহিলাম গিয়ে সব সমাচার। দেখিতে মানস ভূপে হইল তাহার॥ পরদিন ভূপতিরে দেখাতে কন্যারে। অধৈর্য্য হলেন রূপ নিরীক্ষণ করে॥ শত স্বর্ণ মুদ্রা চুক্তি কর অবশেষে। খত লিখে দেন মোর নিবাসেতে বসে॥ দস্তখত করে খত সাক্ষির সাক্ষাতে। ভুলায়ে কুলের বালা সে অবধি রাখে॥ কি দিব রাজার দোষ মেয়ে নয় ভাল। আপনার দোষে ছুঁড়ি আপনি মজিল॥ এইরূপে কত দিন আমার ভবনে। নৃপতি সহিত রহে গোপনে২॥ পাপ কর্ম্ম কতক্ষণ ছাপা রাখা যায়। প্রকাশ করেন ধর্ম্ম আপন ইচ্ছায়॥ ক্রমে ক্রমে কানাকানি জানিল সকলে। তাড়াইয়া দিল তারে নষ্ট রীত বলে॥ থাকিতে না পায়ে স্থান এসে মোর ঘরে। আমারে পাঠায়ে দেন রাজার গোচরে॥ মোর ঠাঁই মহীপতি করিয়ে শ্রবণ। সে অবধি পুনঃ নাহি দেন দরশন॥ শুন শুন মহারাণী নিবেদন মোর। বিপদে পড়িয়া কন্যা হয়েছে কাঁপর॥ এ কুল ওকুল যায় ব্যাকুল ভাবিয়ে। লইল আশ্রয় তব হেথায় আসিয়ে॥ যা কহিলাম সব সত্য কিছু নহে আন। করিতে হউক আজ্ঞা যেমত বিধান॥ নাপ্তিনী মুখে রাণী শুনিয়ে নির্য্যাশ। পতির সমস্ত দোষ হইল বিশ্বাস॥ তথাপি হইল বাঞ্ছা ডাকিতে সহিসে। সেই এসে দেয় সাক্ষী সকলের শেষে॥

অশ্ব পালকের জোবানবন্দী।

প্রশ্ন। তোমরা নাম কিয়া এ মামলাকো জোম যো

কুচ জাস্তে হো খোদাকি দরিমান ঠিক বোলো। ঝুট কহ্‌নেসে অহ্‌নমে জানে হোগা।

উত্তর। বহুত খোব মায়ী, গোলাম কি নাম নজরআলি হুজুরকা নৌকর আপনা আঁখসে এহি দেখা হামলোক কা মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এক রোজ ঘোড়েপর সওয়ার হোকে হাওয়া খানেকো গিয়া রাস্তেকা নগিজ এক হাবেলি পর ওহি মায়ীকো দেখনে সে উস্‌কো বদন তাকায়কে একদম বেএক্তার হুয়া, আওর ঘোড়াকো জানে নাহি দিয়া, হুঁই খাড়া করকে রাখা উসি বকত ঐ রেণ্ড নাপ্তিনী ঐ কুঠিকো দরজা খোলকে বাহিরমে আয়া মালুম হোতা ও আপনাকো ঘরমে যাতাথা হুজুরকা সাত মুলাকাত হোনেসে বহুত খুসি হোকে হুজুরকো আপনা ঘরমে লে জাকে কিয়া বাতচিজ কিয়া থা গোলামকো কেস্তরে মালুম হোগা গোলাম তো ঘোড়ে লেকে রাস্তেপর খাড়ে থা, দোসরা রোজ উসিবকত বহুত তাগিদ ঘোড়ে তৈয়ার করনেকো হুজুর হামকো হুকুম দিয়া হামতো কিয়া থা, রাজা বাহাদুর সওয়ার হোকে একি দমসে নাপ্তিনীকো ঘরমে গিয়া ও রেণ্ড হুজুরকো ঘরমে রাখকে ওহি লেড়কিকো সাত কিয়া মসলত করকে. ফের আপনা ঘরমে যাকে হুজুরকা সাত ফুস্‌ফাস বহুত কিয়া থা থোড়া দেরসে হুজুর শিরকা টোপী খুলকে, ঘোড়েপর সওয়ার হোকে ঐ কুঠীকা নজদিগ ফেরতাথা হাম তো এহি দেখা লেড়কী খিড়কী খোলকে হুজুরকা বয়ান তাকায়তা থা, ফের নাপ্তিনীকা সাত বহুত বাতচিজ হুয়া হাম আপনা আঁখমে এহি দেখা, তেসরা রোজ হাম যো কুচ দেখা বহুত তাজ্জব কি বাত আপকা সামনে কহ্‌নেসে সরম লাগতা কেয়া করে খোদাকি দরিমান কসুম কিয়া না বলনেসে গুণা হোগা আপকা দোহাই মায়ী ঐ লেড়কী নাপ্তীনিকা ঘরমে আকে হুজুরকা সাত মুলাগাত কিয়াথা আপনা আঁখসে দেখা

হুজুর উসিকো হাতমে বহুত রূপেয়া ও আওর কুচ লেখাপড়ি করকে দিয়া ঐহি খতমে হামতো গায়াই হেয় ও রোজ বহুত হাসি খুসি দেখকে হামকো ঠিক মালুম হুয়া আপনাকো মাফিক ঐ লেড়কী হুজুরকা দোসরা বেগম হোগা গোলাম তো গরিব আদমি বড়া ঘরকা বাত কহেনেসে ডার যাগা ইসুয়াস্তে কহিকো পাশ আপনা জোবানসে কদি নাহি কিয়াথা আপ তো দিন দুনিয়াকা মালিক গোলামকি কসুর মাপ করনে হোগা।

রাণীর ক্রোধ প্রকাশ।

পয়ার। অশ্ব পালকের উক্তি করিয়া শ্রবণ। কোপে কম্পে ওষ্ঠাধর অরুণ লোচন॥ তর্জ্জন গর্জ্জনে সতী পতি প্রতি কয়। যাহার যেমন পাপ ভোগিবে নিশ্চয়॥ এই কি উচিত কর্ম্ম করা ধর্ম্ম নষ্ট। অবলা কুলের বালা সবে কত কষ্ট। এক্ষণে উচিত করা ওরি সঙ্গে বাস। এ বাসে নির্বাস আর ত্যজ অভিলাষ॥ লজ্জায় ভার্য্যায় কি বলিবে নিবারণ। ত্রাসেতে বিবর্ণ বর্ণ বিষণ্ণ বদন॥ মনে২ অভিলাষ ত্যজিতে সে স্থান। রাণীর আদেশ ভিন্ন যাইতে না পান॥ সেজে বিচারের স্থল নহে সাধারণ। বিচারান্তে কারাবদ্ধ হয় দোষী জন। হুজুরে হাজির থাক বলে বনমালী। এ কর্ম্মের এই ফল খেতে হয় গালি॥ তদন্তরে অন্তরে ভাবিয়ে গুণবতী। লিখিতে নিয়েব লিপি দেন অনুমতি।

ডিক্রী পত্র।

মহা আদালত নামক বিচার স্থান।

মহামায়া দেব্যা বাদিনী।

নিবারণ শর্ম্মণঃ প্রতিবাদী।

উক্ত মোকদ্দমা অত্র আদালতে অদ্য রুবকারী হওয়াতে বাদিনী ও প্রতিবাদী উভয়ের এজাহার ও উভয় পক্ষের সাক্ষির জোবানবন্দী শ্রবণান্তে প্রতিবাদীর স্বাক্ষরিত দস্ত-খতি একরার সপ্রমাণ হইল অতএব আদালতের আইনানু-সারে ডিক্রী দেওয়া যাইতেছে। আসামী মজকুর এ বিষয়ে যথার্থ অপরাধী অর্থ প্রদানে গোপনে গোপনে যাইয়া সতীর সতীত্ব ধর্ম নষ্ট করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া অবলাকে বঞ্চনা করিতে ছিলেন। ঐ অপরাধ জন্য প্রতিবাদীকে প্রতি দিন নজরবন্দী থাকিতে হইবে। এবং উক্ত বাদিনী মহামায়া দেব্যার যাবজ্জীবন ভরণ পোষণার্থে ফিঃ মাহা কোং সিক্কা ১০০ টাকা মোসাহারা দিতে হইবে। উক্ত টাকা প্রতি মাহার ১ তারিখে রসীদ প্রাপ্তে আমি দিব আসামীর নিকট তাগা-দার আবশ্যক নাই। উক্ত বাদিনী কুলকন্যা হইয়া কুলটার ন্যায় ব্যবহার করাতে তাহার প্রতি আদালতের আজ্ঞা হইল যে কস্মিনকালে অর্থ লোভে কিম্বা প্রনয় জন্য উক্ত আসামী মজকুরকে পুনর্ব্বার আলয়ে যাইতে দিলে যথোচিত দণ্ড প্রাপ্তা হইবেন। এবং উক্ত মোসাহরার টাকা রহিত হইবেক এক্ষণে বাদিনীর অন্য উপপতি করণের ক্ষমতা হইলে, প্রতি বাদীর প্রতিবন্ধক যদ্যপি হন সে না মঞ্জুর ইতি।

যোগমায়ার পুনর্ব্বার ছলনা।

পয়ার। মহারাণী নিকটে জিনিয়ে মোকদ্দমা। একান্ত অন্তরে চিন্তে হর মনোরমা॥ কি রূপে মিলন পুনঃ হবে পতি সনে। দিবা নিশি এই যুক্তি করে মনে২॥ চতুরা রমণী পুনঃ চাতুরির ছলে। জিনিতে আপন পতি দাসী সঙ্গে চলে॥ পরিধান ছিন্ন বস্ত্র কত গ্রন্থি তায়। মলিন সোণার অঙ্গ তৈল নাহি গায়॥ আভরণ মধ্যে করে সুয়া আর রুলি। চলিতে চরণে কত লাগিয়াছে ধূলি॥ কক্ষেতে লইয়ে শিশু যান ধিরে২। খিড়কী দুয়ার হয়ে প্রবেশে অন্দরে॥ কান্দিতে২ গিয়া রাণীর নিকটে। বিনয় করিয়ে কথা কয় অকপটে॥ বালক দেখিয়ে রাণী অতি সমাদরে। বসিতে আসন দেন আপনার ঘরে॥ জিজ্ঞাসা করেন কোথা হতে আগমন। কোন জাতি কিবা নাম কিবা প্রয়োজন॥ বিপ্রকুলসম্ভবা কন অরণ্যেতে ধাম। জনম দুঃখিনী মম যোগমায়া নাম॥ বিবাহ করিয়ে পতি রাখিয়ে কাননে। সংপ্রতি শুনেছি রণ তব সন্নিধানে॥ কে হন তোমার পতি কন মহারাণী। বিস্তার করিয়ে কহ২ সত্য বাণী॥ কি জন্যে হেথায় তার হয় আগমন। জানিতে পারিলে আমি করিব শাসন॥ যোগমায়া কন শুন নৃপতি নন্দিনী। যে জন তোমার পতি মোর পতি তিনি॥ অবাক হলেন রাণী করিয়ে শ্রবণ। বুঝিতে নাহিক পারে বিশেষ কারণ॥ জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কি নাম তাহার। অসম্ভব শুনে মনে লাগে চমৎকার॥ কেমনে পতির নাম ধরিবারে পারি। সংক্ষেপেতে কহি শুন২ রাজ্যেশ্বরী॥ আদ্য অন্ত একাক্ষর প্রথমে হসিকার। মধ্যেতে মিশালে বার নাম হয় তাঁর॥ পঞ্চম বিংশতি বর্ষ হয় বয়ক্রম। রূপ নিরীক্ষণে রতীপতি করে ভ্রম॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বুদ্ধে বৃহস্পতি। বিচারে জিনি তো মোরে হয়েছেন পতি॥ পঞ্চমাস গর্ভবতী

রেখে মোরে বনে। না জানি নিশ্চিন্ত হেথা আছেন কেমনে॥ চাঁপা নামে ছিল দাসী বহুকাল ঘরে। সর্ব্বস্ব হরিয়ে গেল পলাইয়ে পরে॥ একাকিনী বন মাঝে থাকিব কেমনে। যথায় তথায় ভ্রমি পতি অন্বেষণে॥ এ দেশে আসিয়া আমি শুনি সমাচার। অর্থ লোভে বাধ্য হয়ে আছেন তোমার॥ যা কহিলাম সব সত্য কিছু নহে আন। পতিদত্ত অঙ্গুরী দেখেহ বর্ত্তমান॥ অঙ্গুরীতে দেখে নাম ক্রোধে জ্বলে রাণী। চাঁপার বৃত্তান্ত মনে হইল তখনি॥ জিজ্ঞাসা করেন রাণী কহ বিবরণ। কোন২ দ্রব্য চাঁপা করিল হরণ॥ বিস্তার করিয়ে সব যোগমায়া কয়। মিলাতে গচ্ছিত ফর্দ্দ সবি ঐক্য হয়॥ আনিতে সে সব দ্রব্য আজ্ঞা দেন রাণী। সহস্তে করিয়ে সব দেখান আপনি॥ জিজ্ঞাসা করেন রাণী পার কি চিনিতে। এ সকল দ্রব্য তুমি পেলে কোথা হতে॥ আপনার আভরণ দেখিয়ে তখনি। যোগমায়া কয়ে দেন আমার জননী॥ চাঁপার বৃত্তান্ত কথা জিজ্ঞাসে রাণীরে। কহিলেন মহারাণী দেখাইব পরে॥ বিস্তার করিয়ে সব শুনে অবশেষ। ভূপতিরে ডাকিবারে করেন আদেশ॥ গৃহেতে রাখি সতীনে করিয়ে গোপন। নিকটে আনিয়ে পতি দেখান তখন॥ যোগমায়া কন ইনি হন মোর পতি। তব পতি হয়ে হন সংপ্রতি ভূপতি॥ বিশেষ বৃত্তান্ত নাহি জানে নিবারণ। পালঙ্ক উপরে গিয়ে করিল শয়ন॥ চাঁপারে আনিতে আজ্ঞা দেন মহারাণী। আজ্ঞা মাত্র জমাদ্দার আনিল তখনি॥ চাঁপারে কহেন রাণী সত্য যদি কয়। অপরাধ ক্ষমা দিবে ছাড়িব নিশ্চয়॥ যে আজ্ঞা বলিয়ে মাগী কান্দিতে লাগিল। নিবারণে দেখাইতে সঙ্গে লয়ে গেল॥ বল দেখি এরে তুমি চেন কি না চেন॥ অমনি কহিল চাঁপা এখানেতে কেন॥ সেথান হইতে রাণী লইয়ে তাহারে। জিজ্ঞাসা করেন তুমি চিনেছ কি ওরে॥ মাগী কয় ওর নাম হয় নিবারণ। যোগমায়া নারী ওর

জানি বিবরণ। যোগমায়া কার নাম জিজ্ঞাসেন রাণী। কোথায় দেখেছ তাঁরে কহ সত্য বাণী॥ কহিতে২ কথা তাকান কন্যারে। ইহার কি হয় নাম বল দেখি মোরে॥ চাঁপা কন এরি নাম হয় যোগমায়া। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর এটি তনয়া॥ নিবারণ এঁরি পতি আমি দাসী ওর। সঙ্গ দোষে পড়ে মা গো হয়ে গেছি চোর॥ জামাই বাবু এখানে আগে দেখি নাই। তা হলে কি হতভাগী এত দুঃখ পাই॥ যোগমায়া কন বাছা আছতো গো ভাল। তোমারে দেখিয়ে সব দুঃখ দূরে গেল॥ জিজ্ঞাসা করিল চাঁপা হইয়ে কাতর। কেমনে এখানে বাছা আইলে সত্বর॥ যোগমায়া কন যার সহায় জননী। এখানেতে সঙ্গে করে আইলেন তিনি॥ শরতেরে দেখে কোলে লইতে চলিল। মহারাণী কন তোর খালাস হইল॥ যত দিন বেঁচে তুই থাকিবী জীবনে। পালন করিবি এই আমার সন্তানে॥ যে আজ্ঞা বলিয়ে মাগী চরণে পড়িল। যোগমায়া সতীলক্ষ্মী কহিতে লাগিল॥ অমনি লইয়ে ছেলে চুম্বিল বদন। পদধূলা সঙ্গিণীর করেন ধারণ॥ দাসীরে আদেশ দেন ডাকিতে পতিরে। শ্রবণ মাত্রেতে রাজা এলেন সত্বরে॥ বিশেষ বৃত্তান্ত কিছু না জানেন তিনি। দাসীরে জিজ্ঞাসে কেন ডাকিলেন রাণী॥ নিদীর ধরিয়ে করে টানা টানি করে। উভয়েতে উপনীত পতির গোচরে॥ জিজ্ঞাসা করেন ভূপে হেমাঙ্গিণী রাণী। চেন কি না চেন এরে কহ সত্য বাণী॥ আচ্ছাদিত ছিল মুখ মলিন বসনে। ঘোমটা খোলেন রাণী স্বহস্তেতে টেনে॥ দেখে মুখ অধোমুখ হয়ে নিবারণ। তখনি পলায় ছুটে মুদিয়ে নয়ন॥ ফিরিয়া নাহিক পুনঃ এলেন অন্দরে। শিরে যেন বজ্রাঘাত পড়ে একবারে॥ রাণীর মনের সন্ধ নিশ্চয় ঘুচিল। যোগমায়ায় আভরণ পরাইয়ে দিল॥ বালকে সাজায়ে দেয় দিব্য আভরণে। স্বর্ণময়ী স্বর্ণময় হইল দুজনে॥ আতর চন্দন চুয়া

গোলাব ফুলজ। মাখাইয়ে দেয় দাসী আসিয়ে সকল। উত্তম মিষ্টান্ন দ্রব্য যোগাইল দাসী। দিদীরে খাওয়ান রাণী নিকটেতে বসি॥ তিলেক শরত ছাড়া না থাকেন রাণী। বড়রাণী যোগমায়া বলান তখনি॥ দ্বিজ বনমালী বলে নিস্তারিণীর খেলা। সে পদে মজরে মন করোনাক হেলা॥ যুধিষ্ঠির মহীপতি করেন শ্রবণ। সুধার সমান ভাষা কন তপোধন॥

যোগমায়া সহ নিবারণের পুনঃ মিলন।

ত্রিপদী। দাসী মুখে নিবারণ, বিস্তার করে শ্রবণ, ভয়ে পুনঃ না যান অন্দরে। বালকে লইয়ে কোলে, ভূপতি নন্দিনী চলে, পতিরে ধরিয়া আনিবারে॥ নূপুর ঘুঙ্গুর পায়, বাজন শুনিয়ে রায়, আস্তে ব্যস্তে উঠেন অমান। লুকাইতে গৃহান্তরে, যান অতি ত্বরা করে, সম্মুখে পড়েন মহারাণী॥ পতির করে ধরিয়ে, কন কথা গালি দিয়ে, ধিক্২ ধিক্ ও জীবনে। এমন সন্তান যার, নয়ন থাকিতে তার, অন্ধ হওয়া কিসের কারণে॥ শরদের মুখে বসি, যেন শরদের শশী, নিবারণ করে নিরীক্ষণ। কোলেতে লইয়া তায়, নেত্র নীরে ভাসে কায়, বদনেতে করেন চুম্বন॥ মহারাণী হেমাঙ্গিণী, ত্যক্ত হয়ে আগে জানি, প্রথমে নয়ন মুদে ছিল। দেখে স্নেহ অতি ভারি, একেবারে আজ্ঞাকারি, সঙ্গে২ রাণীর চলিল॥ দিদী২ দিদী বলে, ডাকে রাণী কুতুহলে, শুনিয়া এলেন যোগমায়া। রাহুগ্রস্থ যেন শশী, মলিন ছিল রূপসী, সুসজ্জায় দীপ্তময় কায়া॥ আড় চক্ষে নিবারণ, করে রূপ নিরীক্ষণ, দেখে পূর্ব্ব দশা আর নাই। মনে মনে মানে ধিক, এই মম প্রাণাধিক, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাই॥ এর বাধ্য নিস্তারিণী, আমি তো তা ভাল জানি, জেনে শুনে করেছি কুকর্ম্ম। কত কষ্ট পেয়ে পরে, পুনরায় আমারে ধরে, মরি মরি কি সতীত্ব ধর্ম্ম॥ যেন নব বধু প্রায়, ঢাকা আস্ত ঘোমটায়, বিশেষে তো রাণীর সাক্ষাতে। একে সে পরের ঘরে; দেখা বহুদিন পরে, যোগমায়া

ছিলেন লজ্জাতে॥ মহা ধূর্ত্তা মহারাণী, সতীনে টানিয়া আনি, বসাইল নিজপতি কোলে। বলে দিদী শুন ভাই, হারি জিত দেখে যাই, পাইয়াছ বহু যত্ন ফলে॥ কৌতুকে কহে পতিরে, দেখ দেখি ভাল করে হন কি না হন সে রমণী। যদি পুনঃ করে মায়া, এসে থাকে মহামায়া, আমি তারে ভাল তো না চিনি॥ শুনে নাম মহামায়া, হাস্য করে যোগমায়া, কয় ভগ্নী সেবা কোনজন। বল দেখি বিস্তারিয়ে, কে আইল ফাকি দিয়ে, বাঞ্ছা হয় করিব শ্রবণ॥ রাণী কন তবে শুন, পতির বিষম গুণ, কুলবালা মজায় অনাসে। আমারে পেয়ে তোমারে, ফেলে এলো দেশান্তরে, সেই রূপ করেছে এ দেশে॥ মহামায়া নামে নারী, পতি তার দেশান্তরী, তার প্রতি মজেছিল মন। গোপনে নাপ্তিনী ঘরে, খত লিখে দিয়ে পরে, না জানি কতই দিল ধন॥ ভাগ্যে হলো মোকদ্দমা, তাতেই পাইল ক্ষমা, নতুবা সে পড়িতো গলায়। শত মুদ্রা মাসে তারে, দিতে দিদী হবে মোরে, কি করিব পড়েছি জ্বালায়॥ কি বলিলে ও ভগিনী, একি অসম্ভব শুনি, দেখাইতে পার নাকি মোরে। সে নয় সামান্য মেয়ে, শিখাইল্ল বোকা পেয়ে, বলিহারি সাবাস তাহারে॥ ভোজনান্তে একাসনে, বসিলেন তিন জনে, দাসীগণ তাম্বুল যোগায়। আনন্দ-শলিলে রাণী, ভাসেন পেয়ে সতীনী, প্রশংসা করেন কত রায়॥ চতুরা কামিনী রাণী, শরতে লইয়ে আনি, আস্তে ব্যস্তে বাহিরে চলিল। ইঙ্গীতে কহে পতিরে, যাব আমি কার্য্যান্তরে, আলাপন করো দোঁহে ভাল॥ বুঝে মর্ম্ম বড়রাণী, করে ধরে টানাটানি, পতি উটে ছাড়াইয়ে দেয়। করিয়ে দ্বন্দ্ব, বন্ধন, বসিলেন নিবারণ, রমণীর ধরিয়ে গলায়॥ বুঝ সাধু অনুভাবে, বিস্তারে পুথি বাড়িবে, পরস্পরে জান তো সকলি। মুনি কন নৃপবরে, সাবাস যোগমায়ারে, সংক্ষেপে রচিল বনমালী॥

যোগমায়ার সহিত মিষ্ট আলাপন।

পয়ার। পুনর্ব্বার মহারাণী শরতে লইয়ে। গৃহে প্রবেশিতে যান হাসিয়ে২॥ জিজ্ঞাসেন আলাপন হয়েছে তো ভাল। শ্রবণেতে সতীপতি ইষদ্ হাসিল॥ একাসনে তিন জনে বসিল শয্যায়। সুবাসিত দ্রব্য আনি দাসীরে যোগায়॥ বড় রাণী মুখ হেরে নিবারণ কয়। তুমি নারী পতিব্রতা জানেছি নিশ্চয়॥ মম অদর্শনে বনে ছিলা কি প্রকারে। এ সকল আভরণ কে দিলে তোমারে॥ পূর্ব্বেতে এ সব আমি কিছু দেখি নাই। সত্য করে কহ প্রীয়ে তোমারে সুধাই॥ যোগমায়া কন প্রভু জানেন সকলি। স্বহায় আমার সেই নিস্তারিণী কালী॥ অনেক খুঁজিয়ে তব না পায়ে সন্ধান। জননীর কাছে যাই ত্যজিবারে প্রাণ॥ কাতরা হইয়ে গিয়া ধরি শ্রীচরণে। পাষাণ নন্দিনী দেখা না দেন তখনে॥ খড়্গা ঘাতে ত্যজি প্রাণ মনে বাঞ্ছা করে। লইতে গেলাম অসি আপনার করে॥ দেবীর কৃপায় খড়্গা তুলিতে না পারি। শিরাঘাত করিবারে না দেন শঙ্করী॥ কোনমতে পাপ দেহ ত্যজিতে না পারে। হত্যা দিয়ে পড়ে ছিলাম দেবীর মন্দিরে॥ চৈতন্য রূপিণী মোর চৈতন্য কারণে। ছদ্মবেশে কন কথা বসিয়ে শ্রবণে॥ প্রবোধ দিলেন এই জননী আমারে। কালেতে মিলিবে পতি যাও বাছা ঘরে॥ মাতৃ বাক্য শ্রবণেতে জানিয়ে নির্য্যাস। বিলম্বে পাইব মনে হইল বিশ্বাস॥ সময়ে না হয় সাধ বিষাধ অন্তরে। কান্দিতে২ গিয়া কহিলাম মারে॥ গালি দিয়েছিলাম কত সর্ব্বনাশী বলে। সে ধার সুধিতে আমি না পারিব মলে॥ মনোরমা নামে এক ভূপতি বালিকে। স্বপনে তাহার বাপে কহেন কালীকে॥ তারা এসে দেয় সাধ ভারি ঘটা করে। মাতৃদত্ত আভরণ এই দেখ পরে॥ সেই আভরণ

চাঁপা হরিয়ে পলালো। একাকিনী অরণ্যেতে থাকা ভার হলো॥ শরতে লইয়া কোলে কান্দিয়ে২। বিদায় হইয়া আসি মায়েরে কহিয়ে॥ প্রচণ্ড তপন তাপে তাপিত অন্তর। বসিয়ে বৃক্ষের মূলে ভাবি নিরন্তর॥ অন্তর যামিনী তাহা জানিয়ে অন্তরে। মানবিনী হয়ে দেখা দিলেন আমারে॥ স্বচক্ষে দেখিলাম তবু চিনিতে না পারি। ব্রাহ্মণ বালীকা মোরে কহেন শঙ্করী॥ কাতরা দেখিয়ে মাতা দেন এক ফল। সে ফল পরশে হয় জনম সফল॥ সঙ্গেতে এনেছি ফল দেখাতে তোমারে। না জানি কি গুণ আছে তাহার ভিতরে॥ পরেতে সে দিন কত কথোপকথনে। আইলেন যোগমায়া য়োগমায়া সনে॥ অস্ত গেল দিনমণি প্রকাশ যামিনী। কাননে কাতরা জনে রাখেন জননী॥ পরেতে কতই দ্রব্য করিয়ে ভোজন। মায়ে পোয়ে করিলাম পালঙ্গে শয়ন॥ কে আনিল তথা হতে না জানি বিশেষ। নিশির প্রভাতে আসি দেখি এই দেশ॥ যোগমায়া বিকৃত সে যোগমায়া পায়। সেই হেতু পুনর্ব্বার দরশন পায়॥ মঙ্গল দায়িনী আমার সর্ব্ব মঙ্গলা। নতুবা কি এ সঙ্কটে বাঁচে কুলোবালা॥ অবাক হইল শুনে ঋষির নন্দন। জানিল যে যোগমায়া মানবিনী নন॥ রাণী হেমাঙ্গিণী ফল দেখিতে চাহিল। শুদ্ধাচারী হয়ে কন্যা তখনি আনিল॥ পতির করেতে ফল দেন বড় রাণী। দেখি দেখি বলে কেড়ে লন হেমাঙ্গিণী॥ জিজ্ঞাসা করেন দিদী কি গুণ ইহার। জনমে না দেখি হেন ফল চমৎকার॥ যোগমায়া কন আমি কি জানিব গুণ। কহিতে পারেন যিনি শাস্ত্রেতে নিপুণ॥ পুন- র্ব্বার নিবারণ লইয়ে করেতে। অবাক হইয়ে দেখে না পারে চিনিতে॥ করেতে চাঁপিতে ফল হইল দুখানি। মুর্ত্তিময়ী এক দিগে দেখে নিস্তারিণী॥ যোগমায় বশে মার চরণের তলে। গলায় অঞ্চল দিয়ে পূজে নানা ফুলে॥ আর দিগে দেখে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। একাশন তিন জনে ভাবে নিরন্তর॥

স্বচক্ষেতে নিবারণ করে নিরীক্ষণ। রমণীর করে ধরে করেন রোদন॥ দেখেন অভেদ মুক্তি কিছু ভেদ নাই। বলে মরি২ মরি লইয়ে বালাই॥ তুমি ধন্যা ঋষি কন্যা কি জন্য এখানে॥ মর্ত্য লোকে জন্ম মম উদ্ধার কারণে॥ বলিতে নাহিক পারি কি গুণ তোমার। কৃতার্থ করিতে হও রমণী আমার॥ দেখে ফল চঞ্চল হইয়ে মহারাণী। যোগমায়া পদে পড়ে কান্দে হেমাঙ্গিণী॥ বলে নিশি সুপ্রভাত হইল আমার। সেই হেতু দরশন পেলাম তোমার॥ নির্গুণে কি তব গুণ বর্ণিবারে পারি। স্বগুণে করেছে বাধ্য ত্রিগুণের ঈশ্বরী॥ যে ফল দেখালে হলো জনম সফল। অনিত্য সুখের আর অশার কি ফল॥ এ ছার রাজ্যেতে মোর নাহি প্রয়োজন। সাধন করি সবাসনা ত্যজিব জীবন॥ শরতে সঁপিয়ে রাজ্য অরণ্যেতে যাব। বিশয় বিষের জ্বালা কতই সহিব॥ পতিরে আদেশ সতী করেন তখনি। আজ্ঞা মাত্র সকলেতে সাজিল অমনি॥ পবন গমনে ঘোড়া দড়বড় বায়। দিগ শূন্য করে শূন্য ধড় ফড় ধায়॥ বারণ না মানে বারণ নিবারণ যাতে। কারণ করে বারণ চালায় মাহুতে॥ স্বর্ণ চতুর্দ্দোলে দুই স্বর্ণলতা রাণী। দুদিগে দুজন যেন স্থির সৌদামিনী॥ শরত শরত শশী হেমাঙ্গিণী কোলে। ঝল মল করে হীরা মুকুতা প্রবালে॥ মুহুর মুহুর মধ্যে যথা তথা পান। করিয়ে বাহক ছোটে নক্ষত্র সমান॥ ধন্য ধন্য পুণ্যবতী রাণী হেমাঙ্গিণী। চতুরঙ্গ দলে চলে কাঁপয়ে মেদিনী॥ যমদূত রজপুত মগল পাঠান। আগে পাছে দাস দাসী কত জন যান॥ অতি অল্প দিন মধ্যে নগর ছাড়িয়ে। প্রবেশ করেন শীঘ্র অরণ্যে আসিয়ে॥ ক্রমে২ উপনীত সকলে হইল। নিস্তারিণী দরশনে একত্রে চলিল॥ গলায় অঞ্চল দিয়ে উঠে দুই রাণী। চঞ্চল হইয়ে যায় কুঞ্জর গামিনী॥ দেবীর নিকটে গিয়ে যোড় হস্তে রয়। যোগ মায়া ব্যস্তা হয়ে ধরে পদোদ্বয়॥ নেত্র নীর যেন এসেছে

আতঙ্ক রাণীর। কত শত প্রণমিল নিকটে দেবীর। প্রসাদি নির্ম্মাল্য মাতা চরণ হইতে। যোগমায়া শিরে দেন প্রণাম করিতে॥ স্বচক্ষেতে দেখে তাহা রাণী হেমাঙ্গিণী। অস্থির হইয়া কান্দে লুটায়ে ধরণী॥ যোগমায়া প্রতি মায়া দেখিয়া দেবীর। মনে২ অভিমান হইল রাণীর॥ সতা সতীনের কাণ্ড নহে সাধারণ। অন্তরে গরল মুখে যদি মিষ্ট কন॥ সপত্নীরে সকরুণে কন মহারাণী। আপনি করুণ রক্ষা গিয়ে রাজধানী॥ শরতে সঁপিলাম আমি যত রাজ্যধন। এখানে করিব অদ্য শরীর পতন॥ পঞ্চতপে তাপিত করিয়ে কলেবর। দেবীর সম্মুখে যোগে রব নিরন্তর॥ যদি না করেন কৃপা দেবী নিস্তারিণী। মরিবে মায়ের অগ্রে দাসী হেমাঙ্গিণী॥ শ্রবণে সপত্নী উক্তি ভাবে যোগমায়া। তবে তো আলয়ে পুনঃ না হইল যাওয়া॥ যাহার মানেতে মান রত্নাদি বৈভব। সে যদি ঔদাস্য হলো কে করে গৌরব॥ দেবীর নিকটে কন্যা সকাতরে কয়। সদয়া দাসীর প্রতি হও এ সময়॥ আমার হিতার্থে মাতা হয়ে অনুকূল। রাণীর মস্তকে দেয় প্রসাদিত ফুল॥ শ্রবণ মাত্রেতে মাতা সন্তুষ্টা হইয়ে। নির্ম্মাল্য রাণীকে দেন কাতরা দেখিয়ে॥ দেবীর নির্ম্মাল্য প্রাপ্তে তুষ্টা মহারাণী। পতিরে আদেশ সতী করেন তখনি॥ সম্মুখেতে নাট্যশালা চৌদিগে প্রাচীর। প্রস্তরে নির্ম্মাণ করা দেবীর মন্দির॥ মনোহর পুষ্পোদ্যান পুষ্করিণী খনন। অরণ্য কাটিয়ে কর নগর পত্তন॥ পুরীর নিকটে হবে উত্তম বাজার। বিনা করে বসুক আসিয়ে দোকান্দার॥ দাস দাসী বাদ্যকর পাচক ব্রাহ্মণ। পূজায় নিযুক্ত কর পণ্ডিত দুজন॥ সকলে জানিবে স্থান গুপ্ত বারাণসী। আসিয়ে রবেন কত মোহন্ত সন্ন্যাসী॥ দিতে হবে সদাব্রত অতীত কারণে। অহর্নিশি অন্নদান করিবে ব্রাহ্মণে॥ কাম্যক কাননে নাম দেবী নিস্তারিণী। সিদ্ধপীঠে সিদ্ধ মহা-[illegible]ঙ্গিণী॥ যোগমায়া ধাম গ্রাম করিল প্রকাশ।

সেবাত শরচ্চন্দ্র নিস্তারিণী দাস॥ সেই যোগমায়া ধামে কিছু দিন রাণী। থাকিয়া করেন পূজা দেবী নিস্তারিণী॥ পুনর্ব্বার তথা হইতে স্বদেশে চলিল। ভাগ্য দোষে বনমালী সঙ্গে নাহি ছিল॥

যোগমায়ার মহামায়ারূপ ধারণ।

পয়ার। দেবীকন্যা যোগমায়া জানিয়ে নির্যাস। মনে২ ভুপতির উদয় উল্লাস॥ আজ্ঞাকারী রাজেশ্বরী সতীনের গুণে। দিবা নিশি থাকে দোঁহে কথোপকথনে॥ সমস্ত পতির গুণ সপত্নী সাক্ষাতে। গোপনে গোপন কথা চান প্রকাশিতে॥ আদ্যপান্ত সবিশেষ কন যোগমায়া। যে রূপে ভুলান পতি হয়ে মহামায়া॥ শ্রবণ মাত্রেতে রাণী হাসিয়া উঠিল। একি অসম্ভব ভগ্নী ফিরে বল২॥ রমণী না চিনে পতি শ্যালি জ্ঞানে তারে। এমন নির্ব্বুদ্ধি বোকা কে আছে সংসারে॥ বড় রাণী কন সে কথায় কিবা কায। সাক্ষাতে দেখিবে তুমি করি যদি সাজ॥ ব্যস্ত হয়ে মহারাণী ধরিয়ে চরণে। বলে দিদী কর সাজ দেখিব নয়নে॥ যোগমায়া কন সুধু সাজিলে কি হবে। বান্ধিতে হইবে গোড়া যাতে শক্ত রবে॥ সহায় হইতে তুমি পারো যদি মোর। কহিতে হইবে মিথ্যা পতির গোচর॥ মহারাণী কন তুমি যা বল বলিব। যেপ্রকারে পারি চল পতিকে ঠকাব॥ হাসিতে২ উঠে জান দুইজনে। ভূপতিরে কন বড় রাণী সযতনে॥ আমার জোমক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এক জন। এ দেশেতে হয় তাঁর শ্বশুর ভবন॥ আসিবার কালে আমি আসি তথা হয়ে। আজ্ঞা যদি হয় তারে দেখাই আনিয়ে॥ বাড়িল বিষাদ শুনে আনন্দিত মন। তখনি আনিতে আজ্ঞা দেন নিবারণ॥ মহারাণী প্রতি চেয়ে বড় রাণী কন। পাল্কী সহিত দাসী পাঠাও এখন॥ তোমার দেখিতে বাঞ্ছা দাসী যেন কয়। কল্য প্রভাতে যেন এসেছ

নিশ্চয়॥ পরেতে জিজ্ঞাসা করে ঋষির নন্দন। কিবা নাম কিবা গুণ দেখিতে কেমন॥ হাসিতে২ পুনঃ কন যোগমায়া। আমার মতন ঠিক নাম মহামায়া॥ সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা কে আছে তেমন। ভাগ্য দোষে পতি দেশে নাহিক এখন॥ শ্রবণ করিয়ে নৃপ ভাবিত অন্তরে। হিতে বিপরীত পাছে ঘটে এলে পরে॥ ব্যস্তা হয়ে মহারাণী দিদীরে কহিল। অদ্য দাসী তথায় পাঠান যুক্তি ভাল॥ ভুপতি শ্রবণ মাত্রে তাহে দেন সায়। দেখহ নারীর খেলা মরি হায়২॥ পর দিন স্নানের কালেতে যোগমায়া। পতিরে কহেন আসিছেন মহামায়া॥ গোপনে২ গিয়া বসিবে নির্জ্জনে। পরিল ঢাকাই ধূতি স্বর্ণ আভরণে॥ গলায় আছিল গজমতি সাতনর। খসায়ে পরেন দানা স্বর্ণ মনোহর॥ হিন্দুস্থানি বেশভূষা ছাড়িয়ে রমণী। একেবারে সাজিলেন ভাল বাঙ্গালিনী॥ কি বাহার চন্দ্রহার পাছার উপরে। পায়েতে আটগাছা মল ঝমঝম করে॥ বিনায়ে বান্ধেন বেণী চাঁপাফুল তায়। গজেন্দ্র গামিনী প্রতি ছলিবারে যায়॥ আগে যান মহারাণী জানাতে পতিরে। এলেন তোমার শ্যালি দেখিবার তরে॥ ব্যস্ত হয়ে মহারাজা উঠিয়ে তখন। ঠাকুর ঝি বলিয়ে করে চরণ বন্দন॥ রাণীর ধরিয়া করে কন হাসি২। সুখি হয়ে থেকো ভাই এই অভিলাষী॥ আমাদের প্রতি যেন কিছু থাকে মায়া। যোগমায়ার প্রতি রেখো কিছু২ দয়া॥ বিশেষে এই মহারাণী ভগ্নী আমার। এর প্রতি থাকে যেন ভকতি তোমার॥ গিন্নিরে আসিতে তথা রাণী আজ্ঞা হয়। পূজায় আছেন তিনি দাসী এসে কয়। অতঃপর একত্রে বসিল তিন জনে। হাস্য পরিহাস্য হয় শ্যালী সম্বোধনে॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাণী কহেন তাহারে। চলো২ চলো দিদী স্নান করিবারে॥ ভুপতি হাসিয়ে মহারাণী প্রতি কয়। দেখ যেন পশ্চাতেতে নিন্দা নাহি হয়॥ ব্যস্ত হইয়ে রাণী করেতে ধরিয়ে। হাসিতে২

আনে দিদীরে লইয়ে॥ পুনর্ব্বার মায়া প্রকাশিয়া যোগমায়া। নিজ বেশ ভুষা করে গোপনে আসিয়া॥ পতির নিকটে গিয়া কহিলেন সতী। দেখিলে তো দিদী মোর কত রূপবতী॥ কথোপকথন তব সঙ্গে কি হইল। ভাল করে প্রণাম করেছ কি না বল॥ ভুপতি কহেন তাকে কসুর পাবেনা। যেমত করিতে হয় আমি কি জানিনা॥ আহার ব্যবহার আর মিষ্ট আলাপণ। ভালো রূপে কর গিয়া তোমরা দুজন॥ ভোজনান্তে পুনর্ব্বার বিদায় হইতে। মহামায়া সেজে জান পতি ভুলাইতে॥ মহারাণী সঙ্গে২ চলেন অমনি। বলে ভাই ঘরে যাই নিকট যামিনী॥ নিবারণ কন অদ্য যেতে নাহি পাবে। ভাগ্যফলে দিলে দেখা আর কি আসিবে। অমনি কহেন প্রভু ভুলেছ এক্ষণে। জাননা কি হয়ে ছিল গোপনে২॥ তোমার কারণে আমি সকল ছাড়িয়ে। কুলে জলাঞ্জলি দিই হেথায় আসিয়ে॥ সংপ্রতি দেখে ফয়শালা দেয় শত টাকা। পরেতে আসিব পুনঃ বলে যাই পাকা॥ শ্রবণ মাত্রেতে মহারাণী ক্রোধে জ্বলে। আসিতে হতো না হেথা আগেতে জানিলে॥ আমি তো না দিব টাকা বলগে উহারে। এমন নির্ব্বুদ্ধি বোকা কে আছে সংসারে॥ বড় শ্যালী বড় ভগ্নী জ্ঞান নাহি যার। জানিয়ে খাইল জাত একি চমৎকার॥ রাণীর দেখিয়া কোপ ভাবিত হইয়ে। ইসারায় কন বাক্য যাইতে চলিয়ে॥ হাঁকাহাকি করে কন্যা যোগমায়া কন। দিবে কিনা দিবে টাকা বলনা এখন॥ যদ্যপি মানের ভয় থাকিতো তোমার। তবে কি শুনিতে হয় এত তিরস্কার॥ নিবারণ কয় অদ্য ক্ষমা দেহ মোরে। উচিত যেমত হয় করা যাবে পরে। যোগমায়া কন তব সাধ্য জানা গেল। ছিছি ছি লজ্জার কথা ভগ্নিটী শুনিল॥ নাকে কানে দিয়ে খত লয় খত ফিরে। মাগিয়ে বেড়াব ভিক্ষা তব নাম করে॥ এ পাপ কর্ম্মেতে আর নাহি প্রয়োজন। জানিলাম তুমি ভাল রসিক সুজন॥

হাতে তুলে দিয়ে থত কান মলে দিল। দেখে রাণী হেমাঙ্গিনী হাসিতে লাগিল ॥ দ্বিজ বনমালী বলে রমণীর ধার। দেবতা বুঝিতে নারে মানবে কি ছার ॥

পতির পরিচয় ও দুই সতীনের যুক্তি।

ত্রিপদী। এক দিন তিন জনে, থাকি ইষ্ট আলাপনে, জিজ্ঞাসা করেন মহারাণী, যে দেখি তোমার রীত, সকলি হো বিপরীত, সত্য মিথ্যা কিছুই না জানি ॥ কহ দেখি সবিশেষ, কোথায় তোমার দেশ, কেবা তোমার হন মাতা পিতা। কি জন্যে আইলে বন, কিবা ছিল প্রয়োজন, কহ শুনি বিশেষ বারতা ॥ কহে নৃপ নিবারণ, আমি ঋষির নন্দন, আনন্দ নগরে মম ধাম। জননী আমার ধন্যে অন্নদার বর-কন্যা। পিতার ভার্গবমুনি নাম ॥ আমার অন্নপ্রাসনে, উপনীত সর্ব্বজনে, দেবতা তেত্রিশ কোটিগণ। অন্নদা খাওয়ান অন্ন, সুর নরে ধন্য ধন্য, চঞ্চলা অচলা গৃহে রয় ॥ আমি মার এক ছেলে, না বলে এসেছি চলে, গিয়ে ছিলাম সন্দীপণ স্থানে। তথায় শিখিয়ে বিদ্যা। সাধন করি মহা-বিদ্যা; গিয়া যথা কার্ম্মুক কাননে ॥ অনুকম্পা নিস্তারিণী, নিস্তার করেন তিনি, যোগমায়া স্বাপক্ষ তাহাতে। পরেতে হইল বিয়ে, ছিলাম রমণী লয়ে. তদন্তরে আসি তথা হতে ॥ পড়িবার আকিঞ্চনে, যে অবধি আসি বনে, বিনা মা বাপের অনুমতি। সে অবধি সমাচার, কিছু নাহি জানি আর, বাসনা যাইব শীঘ্রগতি ॥ পতির শুনিয়ে বাণী, তুষ্ট হলো দুই রাণী, ঘটে গেল মনের বিষাদ। দু সতীনে যুক্তি করে, আসিবেনা গেলে পরে, পুনঃ নাহি পাইব সংবাদ ॥ জনক জননী পেলে, না ছাড়িবে প্রাণ গেলে, তথা বিভা দিবেন নিশ্চয় ॥ আমরা কুলের বালা, তাহে পূর্ণ ষোলকলা, কেমনে সতীত্ব ধর্ম্ম রয় ॥ পুরুষ কঠিন জাতি, সে দেশে পেলে

যুবতী, পুনঃ হেথা কি জন্যে আসিবে। আমরা রমণী জাতি, নাহি ভিন্ন পতি গতি, বিচ্ছেদেতে পুড়িতে হইবে। বুদ্ধিমতি মহারাণী, সতীনে কহেন বাণী, যেতে যদি নাহি দেওয়া হয়। জেনেছ পতির রীত, সকলি তো অনুচিত, অনায়াসে পলাবে নিশ্চয়॥ নারীর উচিত হয়, থাকিতে শ্বশুরালয়, ভাল বাসেন শ্বশুর শাশুড়ী। বাপ ঘরে থাকে মেয়ে, লজ্জার মাথাটী খেয়ে, সদা মন্দ বলেন বহুড়ী॥ যদি ইচ্ছা হয় তব, চল দুজনেতে যাব, কিছু দিন থাকিব সেখানে। শ্বশুর শাশুড়ী সেবা, রমণী না করে যেবা, ধিক্ তার বিফল জীবনে॥ যোগমায়ার আকিঞ্চন, ছিল তাহা মনে মন, কহিতে নারিল ভগ্নী ভয়ে। শুনি অভিপ্রায় তার, বাড়ে আনন্দ অপার, দেন যুক্তি আনন্দিত হয়ে॥ পতিরে ডাকিয়া রাণী, তখনি কহেন বাণী, আমরা দুজনে সঙ্গে যাব। কর দ্রব্য আয়োজন, সঙ্গে যাবে যত জন, রাজ্য ভার দেওয়ানে সঁপিব॥ শুনি রমণী বচন, আনন্দিত নিবারণ, ব্যস্ত হইলেন অতিশয়। ভাল পূজে এসেছিলে, ভাল দিনে যাও চলে, সস্ত্রীকেতে বনমালী কয়॥

নিবারণ স্বস্ত্রীকে স্বদেশে গমন।

পয়ার। প্রথম শ্বশুরালয়ে যাইতে দুজনে। ভয় না হইবে হয় আনন্দিত মনে॥ দুসতীনে হয় যুক্তি কি রূপে যাইব। নমস্কারি দ্রব্য সঙ্গে কতুই লইব॥ বুদ্ধিবতী যোগমায়া কহেন রাণীরে। ভক্ষ্য ভোজ্য মিষ্ট অন্ন লও ভারে২॥ রত্ন অলঙ্কার আর সোণার বাসন। শাশুড়ীর তরে লও বিচিত্র বসন॥ বাছিয়ে বাছিয়ে ভাল গঙ্গাজলে শাল। শূলতানি বনাত আর কাশ্মীর রুমাল॥ উত্তম গরদ যোড় চেলি আদি করে। ঢাকাই উড়নি ধুতি শ্বশুরের তরে॥ পূজার বাসন তাঁর স্বর্ণের নির্ম্মাণ। সুত্র বস্ত্র অপরে করিতে হবে দান॥

শ্বাশুড়ীর কথা ভগ্নী করেছ শ্রবণ। তাহারে তুষিবে তুমি আছে কিবা ধন॥ স্থির লক্ষ্মী গৃহে যার অন্নদার বরে। অভাব তাহার কিছু না দেখি সংসারে॥ তাহারে প্রণামি দিতে করেছি মনন। সন্তুষ্ট করিব দিয়ে অভাব যে ধন॥ শিরেতে রাখিয়ে তাঁর চরণ উপরে। গলায় অঞ্চল দিয়ে প্রণমিব মারে॥ বিনয়ে কহিব আমি গরিবের মেয়ে। দিলাম সর্ব্বস্ব ধন লও তুষ্ট হয়ে॥ শ্রবণ করিয়ে রাণী হইল ভাবিত। ও ধনে বিধাতা মোরে করেন বঞ্চিত॥ বড় রাণী কন ভগ্নী সকলি তোমার। হারা ধন দিয়ে তাঁরে কর নমস্কার॥ আমারে নিযুক্ত করে দিবে তাঁর দাসী। যাবত জীবন পদ সেবি অভিলাষী॥ ভৃত্যবর্গে সকলেরে আদেশেন রাণী। যোগায় তাহারা দিব্য দ্রব্য দ্রব্য আনি॥ আমলা গণের প্রতি দেন আজ্ঞা দান। রাজ্য রক্ষা কর সবে হয়ে সাবধান॥ অবিলম্বে সর্ব্ব দ্রব্য প্রস্তুত হইল। দুর্গা বলে নিবারণ স্বস্ত্রীকে চলিল॥ হয় হস্তী দাস দাসী সঙ্খ্যা কেবা করে। চড়িলেন দুই রাণী শিবিকা ভিতরে॥ পবন গমনে যায় হয় হস্তী সৈন্য। দেখিয়ে সকল লোক করে ধন্য ধন্য॥ অতি অল্প দিন মধ্যে আনন্দ নগরে। প্রবেশিল দল বল তোলপাড় করে॥ গ্রামের পান্ত ভাগেতে ময়দান ছিল। তথায় আসিয়া সবে একত্র হইল॥ দূতেরে পাঠান অগ্রে সমাচার দিতে। আসিয়ে কহিল দুত মুনির সাক্ষাতে॥ ওখানেতে পতি পত্নী পুত্র অদর্শনে। ছিলেন কেবল মাত্র জীবিত মরণে॥ পুত্রের গমন শুনে আনন্দ অপার। রমণীর কাছে গিয়ে দেন সমাচার॥ ব্যস্ত হয়ে রাজবালা কান্দিতে২। এক দৃষ্টে দাণ্ডাইয়ে রহিলেন ছাতে॥ দুত সমিভারে মুনি ছোটেন তখন। কতক্ষণে দরশন করেন নন্দন॥ হেনকালে নিবারণ রাজবেশ পরি। অগ্রেতে গৃহেতে যান চড়িয়ে সয়ারি॥ সঙ্গে সৈন্য আশা সোটা লয়ে আরদালি। আগে পাছে ধায় দূত দোবা-

রিক ঢালি ॥ হেরিয়ে পিতার মুখ পাল্কি হইতে। পথ-ব্রজে চলে শিশু সাক্ষাত করিতে। পিতা পুত্রে উভয়েতে হইল দরশন। ব্যস্ত হয়ে করে শিশু চরণ বন্দন ॥ রাজ বেশ দেখে পিতা চিনিতে নারিল। পরিচয় প্রাপ্তে পুত্রে আলি-ঙ্গন দিল ॥ কথোপকথনে দোঁহে এলেন গৃহেতে। জননী অমনি এসে কান্দিতে২॥কোলেতে নিলেন পুত্র বদন চুম্বিয়ে। বলে দুঃখিনীর বাছা ছিলে কোথা গিয়ে ॥ কিসের অভাব বাছা ছিল ঘরে তোর। কি ধন আনিতে গিয়ে ছিলি দেশা-ন্তর ॥ দেখিতে শোকের সিন্ধু উথলি উঠিল। বাষ্পবারী দুনয়নে ঝরিতে লাগিল॥কোথা হতে এলি ওরে দুঃখিনী সন্তান। একবারে কে তোরে করিল ভাগ্যবান ॥ নিবারণ কয় মাতা তোমার কৃপাতে। এনেছি যে ধন তাহা দেখিবে সাক্ষাতে॥ আসিছে তোমার বধূ একত্রে দুজন। এক পুত্র কোলে রূপ ভুবন মোহন ॥ জ্যেষ্ঠা বধূ ঋষি কন্যা পরম ধার্ম্মিকা। কনিষ্ঠা নৃপতি বালা রাজ্যের পালিকা ॥ এনেছি মা যত ধন সংখ্যা নাহি হয়। মনের মতন তব হবে বধূদ্বয় ॥ শ্রবণ মাত্রেতে মাতা আনন্দে ভাসিল। বধূরে আনিতে দাসী কতই ছুটিল ॥ মুনিরে কহেন কিছু জান সমাচার। আসিছেন বধূদ্বয় দেখগে অ-মার ॥এসব ঐশ্বর্য্য হয় বধূর সকলি। মনের মতন নাতি দিয়াছেন কালী॥ শ্রবণ করিয়ে মুনি পুলকিত হয়ে। আনিতে চলেন বধূ দাস দাসী লয়ে। ব্যস্ত হয়ে মুনিবর আগে২ জান। পথেতে সৈন্যের শব্দ শুনিবারে পান॥ বিবিধ বাজনা বাজে সৈন্য কোলাহল। স্কন্ধেতে বন্দুক এসে সিফাই সকল॥ শ্বেত পীত নিল রক্ত পতাকা নিশান। দূরে হতে মুনিবর দেখিবারে পান॥ বাহকে আনিছে দ্রব্য শত শত ভার। কতই উটে মুটে সংখ্যা করা ভার ॥ বাটীতে রাখিতে দ্রব্য স্থান নাহি পান। বিলাইয়া দেন কত মুনির সন্তান ॥ সকল পশ্চাৎ ভাগে স্বর্ণ শিবিকাতে। সোণার প্রতিমা যেন

মৃগাঙ্ক কোলেতে॥ রক্তবস্ত্র পরিধানা চতুর্দ্দিগে দাসী। নক্ষত্র বেষ্টিত যেন দুই পূর্ণ শশী॥ কুল কন্যাগণ কত দেখিবার তরে। এক দৃষ্টে চেয়ে রয় অট্টালিকা পরে॥ রাস্তার উপরে লোক দাড়াইয়ে কত। হেনকালে চতুর্দ্দল নিকটে আগত॥ উলু২ ধ্বনি দেয় যত এয়োগণ। কেহবা বাজায় শঙ্খ মঙ্গলাচরণ॥ পূর্ণকুম্ভ আম্র শাখা নারিকেল তাতে। সম্মুখে কদলী বৃক্ষ দেখেন অগ্রেতে॥ আনন্দ নগরে কিবা আনন্দ উদয়। ধন পুত্রে লক্ষ্মীলাভ এরি নাম কয়॥ হুড়াহুড়ি পড়ে গেল দেখিবার তরে। শাশুড়ী অগ্রেতে আন নাবাতে বধূরে॥ বিনয় করিয়া দ্বিজ বনমালী বলে। সাবধানে তুলো যেন হাসেনা সকলে॥

বধূদিগের সহিত শ্বশুর শাশুড়ীর দর্শন।

ত্রিপদী। বধূ বিধু মুখোদয়, হেরিয়া শাশুড়ী লয়, একেবারে উভয়েরে কোলে। দুজনের ভারি ভার, কার সাধ্য তুলিবার, নারীগণ হাসেন সকলে॥ দাসী আসি ত্বরা করে, দুয়ে লয় দুজনারে, পিতামহী লন পৌত্রেরে। চিনিলেন অনুমানে, আসি রাণী দুই জনে, প্রণাম করেন শাশুড়িরে॥ পরে যত গুরুজন, ক্রমেতে করে বন্দন, শাশুড়ীর আদেশ প্রমাণে। নমস্কারি দ্রব্য যত, লন করে ফর্দ্দজাত, যোগাইয়ে দেয় ভৃত্যগণে॥ হেনকালে মুনিবর, আসিয়ে অতি সত্বর, প্রবেশ করেন অন্দরেতে। শরতে লইয়া কোলে, পিতামহী কুতূহলে, মুনিবরে আন দেখাইতে। হেরিয়ে শরচ্চন্দ্র, মলিন গগণচন্দ্র, পিতামহ করে নিরীক্ষণ। পড়ে মহা মোহজালে, অমনি লইয়ে কোলে, বারবার চুম্বেন বদন॥ গলায় অঞ্চল দিয়ে, ধিরে ধিরে বধূ দ্বয়ে, প্রণাম করেন শ্বশুরেরে। প্রণমীয় দ্রব্য যত, সাক্ষাতে করে প্রস্তুত, এসে যত কিঙ্করী কিঙ্করে॥ দাসীরে আদেশ ছিল, মুনবরে কহিল, পদধূলি

দেন মহাশয়। ধান্য দূর্ব্বা লয়ে করে, মুনি আশীর্ব্বাদ করে, সাবিত্রী সমান হয়ে রও ॥ দেখিয়ে বধূ অমনি, প্রিয় বাক্য কন মুনি, আমি হই সন্তান অকৃতি। শরতে পাইয়ে কোলে, এ ছেলে ভুলিয়ে ছিলে, মরিলে মা কে করিত গতি ॥ দেবদত্ত ছয় মণি, আছিল গৃহে অমনি, মুনি কন রমণীর প্রতি। দুই দুই দুবধূরে, দুই দেয় শনতেরে, আনিয়া পরায় শীঘ্রগতি ॥ শাশুড়ী এনে তখন, পরান করে যতন, আশ্চর্য্য দেখিল দুই রাণী। জ্বলন্ত অনল জিনি, জ্বলিয়ে উঠিল মণি, তুষ্ট হন দেখে মহামুনি ॥ নমস্কারি দ্রব্য যত, করে লয় ফর্দ্দজাত, নিবারণ বসিয়ে বাহিরে। ভৃত্যগণ দেয় আনি, রজত কাঞ্চন মণি, যতনেতে রাখেন ভাণ্ডারে ॥ ভক্ষ ভোজ্য দ্রব্য যত, বাটীতে আনিয়া কত, জননীরে কন নিবারণ। এখন আছে বিস্তর, কোথা রাখি অতঃপর, বাড়িং কর বিতরণ ॥ শতং দাস দাসী, লয়ে দ্রব্য রাশিং, বিতরণ করিতে চলিল। তথাপি না শেষ হয়, মুনির দেখে বিস্ময়, অবশিষ্ট সৈন্যগণে দিল ॥ অপার আনন্দ ঘরে, হলো আনন্দ নগরে, লয়ে মহা রাণী দুইজন। দ্বিজ বনমালী বলে, ভাল বধূ পেয়ে গেলে, ভাল পুত্র ধূর্ত্ত নিবারণ ॥

জনক জননীর সহিত নিবারণের কথোপকথন।

পয়ার। হরিষেবিষাদ মুনি ভাবে মনেং। দারার সহিত যুক্তি করেন নির্জ্জনে ॥ আসিয়াছে যত লোক খাওয়াতে তো হবে। ভক্ষ ভোজ্য দ্রব্য এত কোথা পাওয়া যাবে ॥ নিবারণ কয় পিতা ভাবনা কি তার। সঙ্গেতে সামিগ্র আছে সঙ্গেতে বাজার ॥ ময়দানে দিয়েছি বাসা আসিবার কালে। তাঁবু গেড়ে সেখানেতে থাকিবে সকলে ॥ বাটীতে কেবল রবে দাস দাসীগণ। রন্ধন করিয়ে দেবে পাচক ব্রাহ্মণ ॥ বড়

বধূ বড় গিন্নী আজ্ঞা কর তারে। বন্দোবস্ত করে তেঁহ খাওয়াবে সভারে॥ তাহার গুণের কথা কি কব জননী। স্বগুণে করেছে বাধ্য দেবী নিস্তারিণী॥ শঙ্কটেতে প্রাণ দান দিয়েছে আমারে। ওরি পুণ্যফলে এত অর্থ আনি ঘরে॥ ছোটবধূ মহারাণী জলধীর মেয়ে।·জ্ঞান হয় মুছে এনে রেখেছে বান্ধিয়ে॥ স্থানে২ দেবালয় সদাব্রত কর্ত। দিন লক্ষ লক্ষ লোক উহার পালিত॥ এসেছে রক্ষক সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য। স্বদেশে কতই আছে কে করিবে গণ্য॥ থাকিতে উহারা কিছু ভেবনা জননী। ভার দিয়ে দুজনারে থাকগে আপনি॥ লজ্জাতে এখানে কিছু কথা নাহি কয়। শাস্ত্রেতে পণ্ডিত কত মানে পরাজয়॥ তব আশীর্ব্বাদে মাতা জিনিবে বিচারে। কত কষ্টে রাজকন্যা আনিয়াছি ঘরে॥ উভয়ের পরিচয় মা বাপ সাক্ষাতে। অদ্যাপান্ত নিবারণ কহেন শঙ্কেতে॥ ঋষির শুনিয়ে খুসি বাড়িল অন্তরে। ব্যস্ত হয়ে চলিলেন অন্দর ভিতরে॥ প্রীয় বাক্যে কন কথা মাতৃ সম্বোধনে। পালিতে হইবে এই ভিক্ষুক সন্তানে॥ না জানি কতই পুণ্য আছিল আমার। সেই হেতু আগমন হলো দুজনার॥ সংপ্রতি কর মা যাতে লজ্জা রক্ষা হয়। সঙ্গেতে এসেছে যারা বিভুক্ত না রয়॥ নিকটেতে শাশুড়ী আসিয়া কন বাণী। পালিতে হইবে মোরে আমি মা দুখিনী॥ ভাগ্যফলে পাইলাম তোমা দুই জনে। ছেলের মুখেতে গুণ শুনিলাম এক্ষণে॥ রাজ রাজেশ্বরী তুমি রাজ্যের পালীকা। রমণী হইয়ে রাজ্য রক্ষা কর একা॥ বুদ্ধে বৃহস্পতি তব কাছে পরাজয়। লক্ষ২ জীব মাতা তব পাল্য হয়॥ উভয়ের প্রিয়বাক্য শুনিয়ে তখনি। দাসী উপলক্ষে কথা কন মহারাণী॥ "বাল্যকালাবধি পিতা মাতা দেখি নাই। ভাগ্য ফলে এসে হেথা দরশন পাই॥ দাসীরে অধিক কিছু কহিতে হবেনা। যাবত জীবন পদ.সেবিব বাসনা॥ বড় রাণী মুখ চেয়ে কহেন তখন। মা বাপ সাক্ষাতে

লজ্জা করার কারণ॥ নব বধূ প্রায় যদি থাক লুকাইয়ে। মায়ের হইবে কষ্ট এ সব লইয়ে॥ নিকট হইল দেখ মধ্যাহ্ন সময়। এপর্য্যন্ত আহোরণ কিছুই না হয়॥ দাস দাসী সকলেতে নূতন এখানে। কোথা আছে কোন দ্রব্য পাইবে কেমনে॥ ব্যস্ত হয়ে দুই জনে উঠি একত্তরে। আদেশ করেন যত কিঙ্করী কিঙ্করে॥ রসুই করিতে যায় রাঁধুয়ে ব্রাহ্মণ। আহরণ করে যত দাস দাসীগণ॥ আদেশ করেন রাণী শ্বশুরে তখন। অষ্টশত ব্রাহ্মণ করিতে নিমন্ত্রণ॥ রাণীরে মাথায় দাসী সুবাসিত তৈল। আনিয়ে গঙ্গার বারি স্নান করাইল॥ পট্টবস্ত্র পরে গিয়ে বসেন পূজায়। নৈবেদ্যাদি গন্ধপুষ্প ব্রাহ্মণ যোগায়॥ পূজা সাঙ্গ নিয়মিত কর্ম্ম ছিল যত। সম্পূর্ণ করেন রাণী হয়ে আনন্দিত॥ স্বর্ণ থালে বাড়ে অন্ন স্বর্ণময়ী রাণী। স্বর্ণের পাত্রে ব্যঞ্জন সাজান আপনি॥ স্বর্ণ পাত্রে দধি দুগ্ধ স্বর্ণপাত্রে ক্ষীর। স্বর্ণ পাত্রে ঘৃত আর স্বর্ণ পাত্রে নীর॥ সোণার থালে মেঠাই সন্দেশ যাবত। সোণার রেকাবে মেওয়াফল আদি কত॥ সারি২ স্বর্ণ ঝারি বারি পূর্ণ করে। রাখেন গোলাপি খিলি স্বর্ণ বাটা ভরে॥ চৌকির উপরে চিত্র বিচিত্র আসন। ঝলমল করে তাতে রজত কাঞ্চন॥ প্রস্তুত করিয়ে রাণী ডাকান সকলে। পিতা পুত্র সমিভ্যারে নিমন্ত্রীত চলে॥ সোণার বাসন সব দেখে মহামুনি। মনে মনে ভাবে রাণী জলধি নন্দিনী॥ অবাক হইল যত অন্য২ জনে। ধন্য২ সকলে কহেন নিবারণে॥ প্রত্যেকে সুবর্ণ মুদ্রা ভোজন দক্ষিণা। পাঠাইয়ে দিবে রাণী করিল বন্দনা॥ অপরে খওয়ায় যত পাচক ব্রাহ্মণ। শাশুড়ী সহিত রাণী বসেন তখন॥ সেই রূপ স্বর্ণপাত্র প্রস্তুত করিয়ে। বড় রাণী বসিলেন নিকটেতে দিয়ে॥ খাইতে২ রাণী জিজ্ঞাসে বচন। বহুভাত দেওয়া মাতা হইছে কখন॥ খাওয়াইতে গ্রাম শুদ্ধ লোক কত হয়। পিতারে

জিজ্ঞাসা করে করেন নিশ্চয় ॥ ভোজনান্তে মহারাণী গেলেন শয্যায়। নিকটে বসিয়া দাসী চামর ঢুলায় ॥ দেখিতে আইল কত কুলকন্যা গণে। ধন্য২ করে যায় মিষ্ট বার্ত্তা শুনে।। তদন্তরে বউভাত হইল যেমন। হয় নাই হবে নাই ব্যাপার তেমন ॥ বিস্তারে বিস্তর পুঁথি বাড়িবার ত্রাশে। সংক্ষেপেতে বনমালী স্থূল অর্থ ভাষে ॥

শাশুড়ির সহিত বধূর কথোপকথন।

পয়ার। এক দিন মহারাণী শাশুড়ির সনে। জিজ্ঞাসা করেন কথা বসিয়ে নির্জ্জনে ॥ কোথা তব জন্ম স্থান কি নাম পিতার। আছে কি না আছে কেহ কহ সমাচার॥ শ্রবণ মাত্রে শ্বাশুড়ী নিশ্বাস ছাড়িল। মুখে না নিঃস্বরে বাণী নেত্রে জল ছল ॥ বলে বাছা সে কথা কহনে বড় দায়। শ্রবণে মরমে ব্যথা আছি মৃত্যু প্রায় ॥ বিধির নির্ব্বন্ধ কভু এড়াবার নয়। দৈবের ঘটনে মম আসা হেথা হয় ॥ মহারাণী কন মাতা সে আর কেমন। বিস্তারিয়া কহ সব করিব শ্রবণ॥ ভীমসেন মহীপতি জনক আমার। সুশীলা জননী গুণ কি কব তাহার॥ মৃত্যুঞ্জয়ী স্থানে বাস বারাণস ধাম। ভাগ্য দোষে বিধি মোরে হইলেন বাম॥ আমি মাত্র এক কন্যা অন্নদার বরে। মা বলিতে আর মার না আছে সংসারে॥ বিনা পতি সম্ভোগেতে হই গর্ব্ভবতী। মিছা মিছি সকলেতে করিল অখ্যাতি॥ জিজ্ঞাসেন রাজবালা কি জন্যে তা হল। গর্ব্ভের বৃত্তান্ত মাতা বল২ বল॥ পদ্মগন্ধা কন বাছা শুনহ কারণ। বিধাতার পৌত্র আমার পতি হন॥ যোগাশ্রম সর্ব্বকাল আছিলেন বনে। এক দিন দুর্ব্বাসা গেলেন তার স্থানে॥ রমণী না দেখে গৃহে উপহাস কৈল। দুঃখিত হইয়ে মুনি বিধিরে জানাল॥ রহাস্য করিয়ে বিধি কহেন নাতিরে। সগর্ব্ভা পাইয়ে নারী যাও তুমি ঘরে॥ সেই কথা আন্দোলন

হতে মনে২। নিশিযোগে রেত চিহ্ন দেখেন বসনে॥ পদ্মেতে মুছিয়ে বীর্য্য ফেলে গঙ্গাজলে। স্নান হেতু অভাগিনী যায় সেইকালে॥ করেতে লইয়া পদ্ম আঘ্রাণ লইতে। বাল্যকালে হলো গর্ভ বিবাহ না হতে॥ এসব বৃত্তান্ত লোকে কে জানে নিশ্চয়। বিনা দোষে দোষী করে কলঙ্কিণী কয়॥ সেই অভিমানে আমি নিশির প্রভাতে। গোপনে২ যাই গলে রজ্জু দিতে॥ হেনকালে যক্ষ মোরে করিয়া হরণ। বলাৎকার করিবারে করে আকিঞ্চন॥ মরণ অধিক কষ্ট হইল আমার। দেখি যে সতীত্ব নষ্ট করে দুরাচার॥ একান্ত অন্তরে আমি ডাকি কালিকারে। অন্তর যামিনী শুনে পাঠান নন্দীরে॥ দুরাত্মা যক্ষেরে নষ্ট করিবে তখনি। স্কন্ধেতে লইয়ে নন্দী মিলাইল মণি॥ এসব বৃত্তান্ত আমি কিছু জানি নাই। নন্দীর মুখেতে শেষে শুনিবারে পাই॥ সেই গর্ভে নিবারণ জন্মিল আমার। অন্নারম্ভ কালে বাছা শুন সমাচার॥ নিমন্ত্রণ করিবারে ভাট গিয়া ছিল॥ আসিবেন মাতা পিতা মনে আশা ছিল॥ আমার জননী হবে জগত জননী। ছদ্মবেশে আইলেন কেমনেতে চিনি॥ লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে শঙ্করী অগ্রেতে। অন্য২ দেবগণ এলেন পশ্চাতে॥ আনন্দ নগরে করে আনন্দ মৎসব। দরশন দিয়ে যান দেবগণ সব॥ অন্নদা খাওয়ান অন্ন আমার পুত্রেরে। সেই হেতু নিবারণ জয়ী সর্ব্বত্তরে॥ শারদা বরদা শ্যামা বিধি বিষ্ণু হর। ছয় জনে ছয় মণি দেন তদন্তর॥ সেই ছয় মণি বাছা দেখহ সাক্ষাতে। অন্য২ আভরণ রয়েছে গৃহেতে॥ বিনা পুত্র দরশনে আছিলাম মরে। রেখেছি সকল দ্রব্য পরাতে বধূরে॥ শ্রবণ করিয়া বার্ত্তা হেসে কন রাণী। তবে কেন এখনো না দেও গো জননী॥ তোমার সন্তানে যাহা দিয়াছেন তারা। সে ধনে তো অধিকারী হই মা আমরা॥ সেই সব দ্রব্য আমি দেও মা এখন। অর্দ্ধাঅর্দ্ধি করে মোরা লইব দুজন॥ দেবদত্ত আভরণ স্বহস্তে পাইবে।

ভক্তি করে রাখিলেন মস্তকে ঠেকায়ে॥ প্রাপ্ত মাত্রে মহারাণী আনন্দ অন্তরে। তখনি পরায়ে দেয় শাশুড়ীরে ধরে॥ পতির গহনা সতী পরায়ে শরতে। হাসিয়া২ দেয় স্বপত্নীর কোলে-তে॥ তদন্তরে মহারাণী শাশুড়ীরে কয়। এখান হইতে কাশী কত দূর হয়॥ পিতার সাক্ষাতে মাতা কহগে আপনি। সকলে যাইবে তথা পোহালে যামিনী॥ একেবারে দুই কর্ম্ম হইবে সম্পন্ন। দেখিবে মা বাপ আর দেবী অন্নপূর্ণা॥ শ্রবণ মাত্রেকে কর্ত্রী কর্ত্তারে ডাকিয়ে। কহিল সকল কথা সত্বরা হইয়ে॥ অন্নপূর্ণা দরশনে যাইবেন রাণী। শুনিয়া শ্বশুর ব্যস্ত হলেন অমনি॥ সংসারের বন্দোবস্ত হইল সকল। রাণীর সঙ্গেতে সব যায় দলবল॥

বারাণসে রাণীর গমন।

ত্রিপদী। অন্নপূর্ণা দরশনে, চলিলেন সর্ব্বজনে, সঙ্গে সৈন্য দাস দাসীগণ। প্রথমে যাইতে গয়া, আদেশেন যোগমায়া, পিতৃ কার্য্য করণকারণ॥ ব্যয় করিয়ে সম্পদে, পিণ্ড দান বিষ্ণুপদে, যথা সাধ্য করে মহারাণী। পেয়ে অর্থ গয়ালিরে, কত আশীর্ব্বাদ করে, ধন্য২ সবে কহে বাণী॥ পরেতে চলেন কাশী, সঙ্গে লয়ে দাস দাসী, আহ্লাদিত হয়ে সর্ব্বজন। প্রবেশ মাত্র সহরে, দেখে গিয়া বিশ্বেশ্বরে, অন্নপূর্ণা করে দরশন॥ রাজবাটী তত্ত্ব করে, খুজে না পায় সহরে, সকলের হইল ভাবনা। যাহারে গিয়ে জিজ্ঞাসে, শ্রবণ করিয়ে হাসে, কেহ বলে আমরা জানিনা॥ কহেন বাণী ত্বরিতে, দূরেতে গিয়া খুজিতে, জানিবারে কিবা ভাল মন্দ। শুনে কন্যা আ-গমন, পিতার কি আচরণ, আনন্দ কি হয় নিরানন্দ॥ শুনে বার্ত্তা নিবারণ, জানিতে চলে তখন, জননীর আদেশ শুনিয়ে। পুনঃ২ তত্ত্ব করে, আর না মেলে সহরে, নিবারণ আইল ফিরিয়ে॥ প্রবীণ পড়শী যারা, কেহ২ কহে তারা,

ভীমসেন ছিল মহীপতি। অপরেতে আক্রমণ, করেছে তার ভবন, পিত্রালয়ে গেছে তার সতী॥ লোক মুখে শুন্তে পাই, এপর্য্যন্ত মরে নাই, কারাগারে রেখেছে বন্ধনে। শুনে বার্ত্তা নিবারণ, হয়ে বিষাদিত মন, কয় এসে জননী সদনে॥ পুত্রের মুখে জননী, শুনিয়ে কান্দে অমনি, হাহাকার করিয়ে পড়িল। যাইতে মাতুলালয়, তখনি মানস হয়, শুনি রাণী যেতে আজ্ঞা দিল॥ পূর্ব্বে শুনা ছিল দেশ, দূতেরে করে আদেশ, সঙ্গেতে চলিল পরিবার। সৈন্যগণ আগে২, বাহক চলিল বেগে, দিবা রাত্র ছুটে অনিবার॥ গ্রামের নিকটে গিয়ে, মায়ের সন্ধান পেয়ে, আহ্লাদিত পদ্মগন্ধা সতী। বলে বাছা নিবারণ, ত্বরিত কর গমন, সন্ধান আনগে শীঘ্রগতি॥ জননী আদেশ শুনি, চলিলেন গুণমণি, মাতামহীর উদ্দেশ করিতে। বাটীর নিকটে গিয়া, দ্বারপালে জিজ্ঞাসিয়া, নিজ দাসী পাঠায় বাটীতে॥ দ্বিজ বনমালী বলে, সে নয় সামান্য ছেলে, অসাধ্য তাহার কিছু নাই। যুধিষ্ঠির নৃপবর, প্রশংসা করে বিস্তর, মরি২ লইয়া বালাই॥

পদ্মগন্ধার জননীর উদ্দেশ।

পয়ার। দৌবারিক মুখে বার্ত্তা পেয়ে নিবারণ। অন্দরে পাঠায় নিজ দাসী এক জন॥ আজ্ঞা মাত্র দাসী গিয়া প্রবেশে অন্দরে। সুশিলা কাহার নাম জিজ্ঞাসে তাহারে। সুশিলা ভুমিলা দাসী মিষ্ট কথা কয়ে। কে তুমি তাহার তত্ত্ব কর কি লাগিয়ে॥ অনুমানে বুঝে দাসী তিনিই সুশিলা। মাতৃ সম্বোধন করি পুনঃ জিজ্ঞাসিলা॥ তোমার তনয়া পদ্মগন্ধা নামে যিনি। তাঁহার কিঙ্করী আমি এসেছি জননী॥ এসে-ছেন নাতি তব দেখ সে বাহিরে। কন্যা কন্যা বধূদ্বয় আসি-বেন পরে॥ শ্রবণ মাত্রেতে রাণী কান্দিতে২। ব্যস্তা হয়ে চলিলেন নাতিরে দেখিতে॥ আস্তে ব্যস্তে নিবারণ উঠিয়ে

তখন। সম্ভ্রমে উঠিয়া করে চরণ বন্দন॥ কোলেতে করিয়া নাতি অতি সমাদরে। আনিলেন মাতামহী অন্দর ভিতরে॥ কন্যার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসে তখন। কোথাইতে এলে ভাই কহ বিবরণ॥ দুহিতা পতির শোকে শবাকার ছিল। মৃত্যু দেহে পুনঃ যেন জীব সঞ্চারিল॥ নিবারণ কহে দিদী শুনিবে পশ্চাতে। জননীর সঙ্গে চল সাক্ষাত করিতে॥ এসেছে বিস্তর লোক সঙ্গেতে মাতার। সকলে লইয়ে আসা হয় কিপ্রকার॥ ব্যস্তা হয়ে উঠে বুড়ী গুড়ি২ যায়। একেবারে এলোথেলো পাগলিনী প্রায়॥ আপন পাল্কীতে লয়ে চড়ায়ে দিদীরে। পথব্রজে নিবারণ যান ধিরে২॥ দূরে হৈতে দৃষ্টিপাত করে সৈন্যগণে। বিপদ ঘটিল বুড়ী ভাবে মনে২॥ পলাইয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে সে বার। ছলে বলে হরিল এবারে দুরাচার॥ যায় যাবে এ পাপ প্রাণ কি সুখ থাকিয়ে। চিরকাল জ্বালা কত সহিব বাঁচিয়ে॥ অগ্রেতে আসিয়া দূত কহে সমাচার। আসিছেন জননী গো জননী তোমার॥ প্রফুল্ল হৃদয়পদ্ম হয় পদ্ম শুনে। কান্দিতে২ পড়ে মায়ের চরণে॥ ব্যস্তা হয়ে বধূদ্বয় উঠিয়ে তখন। পদধূলি লয়ে করে মস্তকে ধারণ॥ জামাতা আসিয়া কাছে প্রণাম করিল। রঙ্গ ভঙ্গ দেখে মাগী অবাক হইল॥ অবিশ্রান্ত বহে বারি যুগল নেত্রেতে। কহিতে না পারে কথা মনের দুখেতে॥ দুহীতা পিতার কথা জিজ্ঞাসে মায়েরে। "আছেন কি না আছেন কহ সত্য করে॥ কে হরিল রাজ্যধন পুরী স্বর্ণপুরী। কে করিল কারাবদ্ধ করিয়ে চাতুরি॥ কন্যার কাতরে মাতা জিজ্ঞাসা করিল। কে তোমরা হও মাতা সত্য করে বল॥ লক্ষ্মী সরস্বতী ভগবতী যদি হও। কি জন্যে আইলে হেথা কহ মা নিশ্চয়॥ আমার তনয়া পদ্মগন্ধা নামে ছিল। বল দেখি কি জন্যে সে আমারে ত্যজিল॥ পদ্মগন্ধা বলে মাতা শুন বিবরণ। বিবাহ অগ্রেতে গর্ভ হলো যে কারণ॥ দৈবের ঘটনা সেটা ব্রহ্মার বরেতে।

অগ্রেতে বৃত্তান্ত আমি না পারি জানিতে॥ ভৎর্সনা করিলে তুমি ভেবে দেখ মনে। ত্যজিতে গেলাম প্রাণ গলে রজ্জু দানে॥ কালীর কৃপায় রক্ষা পাইলাম আমি। ব্রহ্মার পৌত্র হন আমার সোয়ামী॥ পরেতে বিস্তার মাতা কহিব বিস্তর। তব আশীর্ব্বাদে পাই ভাল ঘর বর॥ সঙ্গেতে জামাতা নাতি নাতির নন্দন। লক্ষ্মী সরস্বতী দেখ বধূ দুই জন॥ বিস্তারিত কথা সব করিতে শ্রবণ। শুশীলার হয়ে গেল সন্দেহ ভঞ্জন॥ সমাদরে নাতি বোউ কোলেতে লইল। কন্যারে কহেন বাছা গৃহে চল২॥ নিবারণ কহে দিদী হবে তা কেমনে। চেয়ে দেখ কত লোক সঙ্গেতে এখানে॥ জামাতারে লয়ে তুমি করহ গমন। অপরে তোমার কিবা আছে প্রয়োজন॥ শুনিয়ে নাতির কথা হাসিল তখনি। বলে দাদা এস২ কোলে নীলমণি॥ নিবারণ কয় দিদী ভাবনা কি আর। মাতবধূ হইতে তব হবে উপকার॥ যদ্যপি তোমার পতি নাহি দেয় আনি। ওদের পতিরে ধরে কর টানাটানি॥ ওখানেতে শ্রবণ করিয়ে সমাচার। ব্যস্ত হয়ে আইল গিন্নির সহদর॥ ভাগ্নী ভাগ্নিন জামাই নাতি বধূদ্বয়। যতন করিয়ে গৃহে লয়ে যাওয়া হয়॥ পালন করেন সবে অতি সমাদরে। রহিলেন পদ্মগন্ধা মাতুলের ঘরে॥ অতি ভদ্রলোক তারা অতি সুদ্ধাচার। সকলে ভাবেন পরিবার আপনার॥ যদ্যপি কালেতে করে হয় অর্থ হীন। তথাপি না ক্রিয়া কর্ম্ম ছাড়ে প্রতি দিন॥ সকল খবর রাণী যোগান সভার। বাড়িল তাদের মনে আনন্দ অপার॥ দ্বিজ বনমালী বলে করহ যতন। সেই রাণী হতে রাজার ঘুচিবে বন্ধন॥

পিতৃ শোকে পদ্মগন্ধার খেদ।

পয়ার। জননীর মুখে শুনি পূর্ব্ব বিবরণ। কান্দে কন্যা পদ্মগন্ধা পিতার কারণ॥ ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাজা আমার

জনক। দক্ষে কম্পে বসুন্ধরা সুরাসুর লোক॥ কে হরিবে রাজ্য ধন রাখে কার তরে। কতই দিতেছে কষ্ট আমার পিতারে॥ আমি কন্যা পাপিয়সী অনর্থের মূল। খুঁজিতে গেলেন মোরে হইয়ে ব্যাকুল॥ না জানি এমন শত্রু আছিল কে তাঁর। সময় পাইয়ে বাদ সাধিল পিতার॥ এ পাপ দেহেতে মোর নাহি প্রয়োজন। হইয়ে আত্মঘাতিনী ত্যজিব জীবন॥ শাশুড়ী কাতরা হেরে ভাবে বধূদ্বয়। মনে২ করে চিন্তা উপায় কি হয়॥ বিশেষত মহারাণী দয়ার সাগর। স্বপত্নী সহিত যুক্তি করে নিরন্তর॥ কেমনে আনিব ভূপে করিয়া খালাস। কি রূপে মায়ের মনে হইবে উল্লাস॥ বিনয়ে প্রবোধ বাক্য কন বারে২। কোন মতে সান্ত্বনা করিতে নাহি পারে॥ মনে২ মন্ত্রণা করেন মহারাণী। বাঁচি কিম্বা মরি গিয়ে ভূপতিরে আনি॥ রহাস্য করিয়ে রাণী বুড়িরে ডাকান। শ্রবণ মাত্রেতে বুড়ী গুড়ি২ যান॥ অতি ব্যস্তা সমাদরে কন মহারাণী। এসো২ এসো দিদী শুন কিছু বাণী॥ যে অবধি ঠাকুরদাদা নাহিক হেথায়। সত্য করে বল নিশি কি রূপে পোহায়॥ পতিরে পাইতে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে। বল দেখি আমারে তুষিবে কত ধনে॥ শুনেছি তোমার আছে ঐশ্বর্য্য বিস্তর। মণি মুক্তা প্রবালাদি সুবর্ণ জহর॥ এক্ষণে সে সব দ্রব্য দিতে যদি চায়। হারান ধনের দেখা পুনর্ব্বার পায়॥ কান্দিতে বুড়ী রাণী প্রতি কয়। এখন কি আছে বল তেমন সময়॥ যৌবনে হয়েছি জ্বরা প্রাণে কিছু নাই। দুঃখিতা পতির লাগি ভাবি সর্ব্বদাই॥ পদ্ম চক্ষু গেছে পুড়ে কর্ণে লাগে তালি। শুনিতে না পাই কিছু দিলে গালাগালি॥ মহারাণী কন মাসের কত দিন হলো। যাবার বিলম্ব কত সত্য করে বল॥ কি বলিলে২ ফিরে বল শুনি। তুমিতো সর্ব্বস্ব ধন ওলো শুবদনী॥ আছয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র বস্ত্র আভরণ। তাঁহাতে কি হতে পারে সে কার্য্য সাধন॥ মহারাণী কন তাহা দেখাও

ত্বরায়। এখনি পাঠাব দূত আনিতে রাজায়॥ তাড়াতাড়ি আনি বুড়ী বস্ত্র আভরণ। রাণীর হস্তেতে সব করেন অর্পণ॥ কাতরা হইয়ে কয় শুনহ নাতিনী। মম সম ত্রিজগতে নাহি অনাথিনী॥ বিনা মূল্যে কিনে যদি রাখিবে আমায়। দয়া করি আনি শীঘ্র দেখাও রাজায়॥ কি দিয়ে তুষিব তব অভাব কি ধন। বনমালী বলে ভূপে করিবে অর্পণ॥

সঙ্গোপনে রাজাকে আনিবার যুক্তি।

ত্রিপদী। তদন্তরে রাজ বালা, হইয়ে অতি চঞ্চলা, জিজ্ঞাসা করেন বীরবরে। হুকুমে হর্ব হাজির, উজির সহ নাজির, জমাদ্দার উপনীত পরে॥ বাহিরে হইল বার, কি বাহার চমৎকার, গলে হার গজমতি শ্রেণী। আসি গজেন্দ্র গামিনী, মহারাণী হেমাঙ্গিণী, বসিলেন বীণাইয়া বেণী॥ রত্ন সিংহাসনোপরে, রত্নময়ী শোভা করে, চামর ব্যাজন করে দাসী। ভৃত্যুবর্গ পরস্পরে, প্রণমিয়ে যোড় করে, সম্মুখেতে দাণ্ডাইল আসি॥ সকাতরে মন্ত্রি কন, কহ মাতা বিবরণ, কি হেতু তলব আজ্ঞা হয়। নাহি হেথা সৈন্যগণ, কার সঙ্গে হবে রণ, শ্রবণ মাত্রেতে হয় ভয়॥ রাণী কন মৃদুস্বরে আন ভীম নরবরে, কারাবদ্ধ করিয়ে মোচন। যে রূপেতে হয় মুক্তি, মনে২ কর যুক্তি, বুদ্ধিবান তোমরা কজন॥ সর্ব্ব অগ্রে মন্ত্রি কয়, সংগ্রামেতে পরাজয়, অবশ্য পাইতে হবে রণে। তাদৃশ নাহিক সৈন্য, ভাবি মাতা তারি জন্য, কে যুঝিবে গন্ধর্ব্বের সনে॥ এই যুক্তি বলি সার, দেখ মা করে বিচার, লয় কি না লয় তব মনে। দ্বারপালে ঘুস দিয়ে, ছলক্রমে আনি গিয়ে, অর্থ লোভে লোভি সর্ব্বজনে॥ শ্রুত মাত্র কন রাণী, এই যুক্তি ভাল মানি, বুদ্ধে তুমি হও বৃহস্পতি। সে যে অসাধ্য সাধন, সাধ গিয়ে বাছাধন, নিশি মধ্যে আনিবে ভূপতি॥ জমাদ্দার সঙ্গি হয়ে, যায় কিছু অর্থ লয়ে, কর গিয়ে তথায়

মন্ত্রণা। এই মম অঙ্গিকার, দিব ভাল পুরস্কার, বনমালী বলে কি ভাবনা॥

রাজার কারাগার মোচন।

পয়ার। রাণীর পাইয়ে আজ্ঞা মন্ত্রি জমাদ্দার। ত্বরিত তুরকি অশ্বে হইল সওয়ার॥ বাছিয়ে২ দোহে লইল তুরঙ্গ। পবন গমনে গতি জিনিয়ে মাতঙ্গ॥ চড়িতে২ হয় স্থির নাহি হয়। পক্ষ সম পক্ষরাজ ছোটে দৃশ্য নয়॥ অবিলম্বে উপনীত যথা কারাগার। অশ্ব হইতে নাম্বে ভূমে মন্ত্রি জমাদ্দার॥ জমাদ্দারে জমাদ্দারে আছিল সম্বন্ধ। কারাগার জমাদ্দার দেখিয়া আনন্দ॥ বসায় বাসায় দোহে করিয়ে যতন। সমুচিত রাখে মান যাহার যেমন॥ পরিচয়ে প্রয়োজন হইল বিদিত। পরস্পরে সম্বোধনা করে সমুচিত॥ একে সে যবন ধূর্ত্ত সূত্র যদি পায়। ঠকেরে ঠকারে কড়ি ভাঁড়াইয়া খায়॥ বিশেষে ফৌজদারি কার্য্যে যার হয় থাকা। স্বকার্য্য সাধন কথা কয় বাঁকা॥ ঘুস ভিন্ন নাহি কথা কন কার সনে। হুজুরে মজুর জ্ঞান করে মনে২॥ আপ্ত পর নাহি জ্ঞান পাইলে কার দায়। ঠকাইয়া লয় টাকা কথায় কথায়॥ অগ্রেতে করিয়া চুক্তি যুক্তি দিল সায়। ভূপতিরে দেখাইতে কারাগারে যায়॥ চুপে২ আনি ভূপে দেয় বার করে। যতনে চড়ায়ে দূত নিল অশ্বোপরে॥ জমাদ্দার পশ্চাতেতে বসেন রাজন। ত্বরিত তুরঙ্গ ছুটে নক্ষত্র যেমন॥ মনে২ ভূপতি ভাবেন একি দায়। না জানি কে করে ছল কোথা লয়ে যায়॥ বিনয় করিয়ে রাজা করেন জিজ্ঞাসা। কে তুমি লইয়ে যাও কোথা হতে আসা॥ জমাদ্দার কয় রাজা ভাবনা কি আর। উদ্ধার করিতে মোরা এসেছি তোমার॥ তব নাতীবধূ মহারাণী হেমাঙ্গিনী। তোমার শ্বশুরালয়ে এক্ষণেতে তিনি॥ তব কন্যা পদ্মগন্ধা তাহার শাশুড়ী। তার প্রতি অনুরোধ করিলেন বুড়ী॥

শাশুড়ী খাস্তিরে রাণী লইতে তোমায়। মন্ত্রি সহ এখানেতে পাঠান আমায়॥ মন্ত্রণা করিয়ে মোরা তোমার কারণ। কারাগারে জমাদ্দারে দেই বহু ধন॥ সঙ্গোপনে আনিলাম বহু যত্ন করে। এক্ষণেতে মহীপতি চল নিজ ঘরে॥ নিশি মধ্যে দেখাইলে রাণীরে তোমায়। পাইব বক্‌সিস ভাল রাণীর কৃপায়॥ পদ্মগন্ধা নামে হৃদপদ্ম প্রকাশিল। এ সব কালীর খেলা অন্তরে ভাবিল॥ উথলিল ভূপতির আনন্দ অপার। ক্রমে২ জিজ্ঞাসেন কুশল কন্যার॥ পবণ গমনে ঘোড়া দড়বড় যায়। বন উপবন কত চৌদিগে এড়ায়। নদ নদী খানাখন্দ পর্ব্বত কন্দর। পক্ষ সম পক্ষরাজ ডিঙ্গায় সত্তর॥ রাজারে উদ্ধার করে বিষম সঙ্কটে। অবিলম্বে উপনিত ফটক নিকটে॥ রাণীর রক্ষক দূত দেয় জয়ধ্বনি। কামানে পলিতা দিয়া কাঁপায় মেদনী॥ অন্তঃপুরে থাকি রাণী বুঝিয়ে কারণ। স্বপত্নী সহিত অতি আনন্দিত মন॥ শাশুড়ীরে কন মাতা কুশল সংবাদ। তোমার মাতারে বল দিতে আশী-র্ব্বাদ॥ উলুধ্বনি দেগ সব কুল রমণীরে। এলেন তোমার পিতা দেখগে বাহিরে॥ বুড়ীর ধরিয়া করে করে টানাটানি। বসন ভূষণ লয়ে পরালেন রাণী॥ মহারাণী সৈন্যগণে বাজায় বাজনা। পরস্পরে সকলেতে আনন্দে মগনা॥ হেনকালে জমাদার অশ্ব রজ্জু ধরে। পুর মধ্যে আনিয়া দেখায় নরবরে॥ তুরঙ্গ নাচায়ে রঙ্গ করে জমাদ্দার। পরস্পরে সকলেতে দেন পুরস্কার॥ বুড়ীটী আনিয়া দিল ভগ্নবস্ত্র যত। দুহিতা দিলেন অর্থ আভরণ কত॥ জামাতা দৌহিত্র আদি শ্যালা যতজন। দেন শাল রুমাল বনাত বস্ত্র ধন॥ তাহাতে সন্তুষ্ট নহে মন্ত্রী জমাদার। বলে মহারাণী মাতা দেহ পুরস্কার॥ পঞ্চাশত স্বর্ণমুদ্রা বস্ত্র আভরণ। জমাদারে মহারাণী করেন অর্পণ॥ মন্ত্রী প্রতি হয় আজ্ঞা দ্বিগুণ তাহার। অপরে কহেন পরে

পাবে পুরস্কার ॥ অদৈন্য হইয়া গেল মন্ত্রী জমাদার। ভাগ্য দোষে বনমালী ঠকে বারবার।

পিতা সহ পদ্মগন্ধার সাক্ষাৎ ও পরিচয়।

ত্রিপদী। জনকের আগমনে, দুহিতা আনন্দ মনে, প্রণাম করেন গিয়া পদে। বলে আমি হতভাগী, যার লাগি সর্ব্ব ত্যাগী, পড়িলেন সে ঘোর বিপদে॥ চরণের ধূলি লয়ে, কন কান্দিয়ে কান্দিয়ে, দেখ পিতা সকলি তোমার। সে সব কালীর খেলা, যার জন্যে অপহেলা, করিলেন জননী আমার॥ পশ্চাতেতে বিবরণ, সকলি কর শ্রবণ, এখানেতে শ্রান্তি কর দূর। ঘুচিল পূর্ব্ব বিষাদ, পূরিল মনের সাধ, ধন পুত্র ঐশ্বর্য্য প্রচুর॥ মম পুত্র নিবারণ, করে দুঃখ নিবারণ, তব আশীর্ব্বাদ বধূদ্বয়॥ বড়টী বিষম লক্ষ্মী, দিয়াছেন বিদ্যালক্ষ্মী, দেখে পুত্র শত্রু কোলে লয়॥ ছোটটী নৃপতি বালা, চঞ্চলা গৃহে অচলা, রমণী হইয়ে রাজ্য করে। এ সকল পরিবার, হইল পুণ্যে তোমার, পাইলাম দেব দ্বিজবরে॥ জামাতা তোমার মুনি, ব্রহ্মবংশ চূড়ামণি, সত্যবাদী ধর্ম্মশীল অতি। তাহার দাসীত্ব ভার, হইল ভাগ্যে আমার, আরাধিয়ে দেব পশুপতি॥ ভূপতির আগমনে, পিতা পুত্রে দুইজনে, প্রণাম করেন এসে পদে। জিজ্ঞাসেন বিবরণ, কি হেতু পূর্ব্ব ঘটন, কেন পড়ে ছিলেন বিপদে॥ না পাইয়ে পরিচয়, অগ্রে মৌন ভাবে রয়, পরিচয়ে তৃপ্তি মহীপতি। জামাতা নাতির সনে, বিস্তারিত আলাপনে, মনে২ আনন্দিত অতি॥ দূরে গেল পূর্ব্ব দুঃখ, উদয় হইল সুখ, ধন্যবাদ দেন বিধাতারে। জামাতার প্রতি কন, এস কোলে বাপ ধন, নেত্রনীরে ভাসান তাহারে॥ পেয়ে নাতি নিবারণ, অতি আনন্দিত মন, চুম্বন করেন লয়ে কোলে। পিতা কন দুহিতারে, দেখাও বধূ দোঁহারে, শুনি

গিন্নী ধরেন অঞ্চলে॥ জামাতা তো মহামুনি, পণ্ডিতের শিরোমণি, আভাসে বুঝিয়া যান দূরে। পিতার দেখিয়া সাধ, কন্যার বাড়ে আহ্লাদ, ধরিয়ে আনেন দু বধূরে॥ তারা নয় সামান্য মেয়ে, যায় লজ্জা লজ্জা পেয়ে, উদ্যোগী বুড়িটী তাহে ছিল, টানাটানি করে যেই, আস্তে২ গিয়ে তেঁই, এক-বারে কোলেতে বসিল॥ নাতি নাতিবধূদ্বয়, মরি কিবা শোভা হয়, মধ্যে শরৎ শুরচন্দ্র। দুহিতা প্রতি রাজন, কান্দিতে২ কন, কে বলে ভূতলে নাহি চন্দ্র॥ দ্বিজ বন-মালী কয়, অগ্রে কেন পেলে ভয়, যার জন্ম অন্নদার বরে। সে যদি হবে অসতী, কারে তবে কবে সতী, দেখিলে তো জানা গেল পরে॥

নাতিবধূ সমভিব্যারে রাজার কথোপকথন।

পয়ার। মহারাজা ভীমসেন দৈবের ঘটনে। সহ পরি-বার রণ শ্বশুর ভবনে॥ শ্বশুর শাশুড়ী নাই আছিল শ্যালক। ধনাঢ্য বংশজ তারা অতি মান্য লোক॥ মহারাণী হেমাঙ্গিনী শাশুড়ীর তরে। তথায় থাকিয়ে বাস কিছু দিন করে॥ সকল খরচ রাণী যোগান আপনি। ছাড়িতে না চায় তারা পেয়ে মহা ধনী॥ মুনিপত্নী রাজবালা পদ্মগন্ধা সতী। সহ পরিবার রণ আনন্দিত অতি॥ মা বাপ সেবায় কন্যা অতি যত্নবান। সকলের প্রতি স্নেহ করেন সমান॥ কারাগারে কষ্ট যত পেলেন রাজন। শ্যালক আলয়ে সুখ বাড়িল তেমন॥ জামাতা দৌহিত্র শ্যালা শ্যালী শ্যালজাদি। পালিতে রাজার আজ্ঞা কেহ নহে বাদী॥ তনয়া করেন শ্রদ্ধা মনের সহিত। নাতী বধূদ্বয় সঙ্গে সদা আমো-দিত॥ বিশেষে রাণীর গুণ শুনা ভাল ছিল। স্বকার্য্য সাধিলে আরো আমোদ বাড়িল॥ কথায় কথায় রাজা চলেন অন্তরে। নাতিন নাতিন বলে ডাকেন সাগরে॥ কুলের কামিনী তাহে

নবীনা যুবতী। দাসী উপলক্ষে কথা কন রসবতী॥ তাহাতে ভূপতি তৃপ্ত না হন অন্তরে। এক দিন ছল করে গেলেন অন্দরে॥ স্বকরে রাণীর কর করিয়ে গ্রহণ। নির্জ্জন গৃহেতে রাজা করেন গমন॥ বিনয় করিয়া কন শুন গুণবতী। কহিব অনেক কথা কর অনুমতি॥ দেখি বিপরীত রিত কেমন২। শিহরিল পঙ্কজাক্ষি বিষাদিত মন॥ হিতে বিপরিত রাজা ঠেকিলেন দায়। পুনঃ২ কন বার্ত্তা বাৎসল্য মায়ায়॥ পরেতে জানিয়ে ভাব কুভাব সে নয়। ভূপতি সহিত রাণী হেসে কথা কয়॥ বিশেষ আছয়ে ভাল আভাস তাহার। প্রকৃতি হইয়ে লন পুরুষের ভার॥ উকীল মোক্তারে কত জিনিয়ে সওয়ালে। মর্কেলে আর্কেল দিয়ে রাখেন হাঁসালে॥ তবে যে লজ্জিতা থাকা নববধূ প্রায়। সে কিবল জাতীয় ধর্ম্ম লৌকিক লজ্জায়॥ একেবারে হয়ে বৃদ্ধা গৃহিনী যেমন। দাদারে দেখান দিদী খুলে চন্দ্রানন॥ বিচিত্র বসনে ঢাকা ছিল মুখ-শশী। কিবা শোভা পঙ্কজাক্ষ তদুপরে বসি॥ ভুরুভঙ্গে আতঙ্গে পলায় কত জন। পুরুষ কি ছার ভুলে রমণীর মন॥ সুধাংশু বদনে সুধা যেন কত ক্ষরে। ভূপতি সহিত কথা কন অকাতরে॥ বিনয় করিয়া কন দাদা মহাশয়। দাসীরে করুণ আজ্ঞা যেবা ইচ্ছা হয়॥ সাধিতে আপন কায ব্যাজ না করিব। হুকুম মাত্রেতে আজ্ঞা তখনি পালিব॥ ভূপতি কহেন ভগ্নী ঠেকিআছি দায়। জীবন হইল রক্ষা তোমার কৃপায়॥ কহিতে অনেক বার্ত্তা আছে তব সনে। সুযুক্তি যেমন হয় করহ এক্ষণে॥ সতীলক্ষ্মী পতিব্রতা বুদ্ধে সরস্বতী। ভাগ্যফলে নাতি বধূ তুমি গুণবতী॥ কারাগার কষ্ট মোর সদা পড়ে মনে। অতুল রাজত্ব ধন হরে শত্রুগণে॥ অর্থহীন হয়ে থাকি যেন মৃত্যু প্রায়। বাঁচালে যদ্যপি কর তাহার উপায়॥ উভয়ে করেন যুক্তি বসিয়ে নির্জ্জনে। বড় রাণী যোগমায়া দেখিল নয়নে॥ অড়াসী পাতিয়ে কথা শুনেন বিস্তর। রহাস্য করিতে

জান নিকটে সত্তর ॥ তিনিও সামান্য নন রসিকার শেষ ॥ সর্ব্বগুণে গুণবতী মিষ্টভাষী বেশ। রাণী উপলক্ষে কথা কহেন রাজারে। ছি ছি ছি লজ্জার কথা কহিব কাহারে ॥ মনেং উভয়ের ছিল কি মন্ত্রণা। কি রূপেতে সংঘটন যথার্থ বলনা॥ আমিতো অর্দ্ধেক ভাগি কেন নাহি পাই। সত্য করি কহ বাণী তোমারে সুধাই॥ স্বপত্নীর মুখে শুনি পরিহাস্য রাণী ত্রাস্তে ব্যস্তে উঠিয়ে করেন টানাটানি॥ যতনে বসায়ে দেন ভূপতির কোলে। স্বহস্তে লজ্জাবসন ঊর্দ্ধপানে তুলে ॥ যে আস্য দেখে ঔদাস্য যোগীর নন্দন। ভূপতি নিকটে রাণী দেখান তখন॥ হাসিয়ে কহেন দাদা ইনি তব রাণী। দেখ দেখি দিদীর কেমন মুখ খানি॥ ভূপতি কহেন ভাল সৌভাগ্য আমার। লক্ষ্মী সরস্বতী মম গৃহে অবতার॥ যোগমায়া কয় তবে হও নারায়ণ। সময় পাইয়ে দাদা ছাড় কি কারণ॥ গণিকায় প্রমাদ গণে দেখে রঙ্গভঙ্গ। উথলিল ভূপতির আনন্দ তরঙ্গ॥ দেখিলেন মিষ্টভাষী দুজনে সমান। বিশেষে বাড়ান রাণী দিদীর সম্মান॥ সতী সাধ্বী পতিব্রতা দেবীকন্যা ইনি॥ স্ব গুণে করেন বাধ্য ত্রিগুণ ধারিণী॥ থাকিতে সহরে দিদী ভয় কিছু নাই। ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি যদি আজ্ঞা পাই ॥ অতএব মহীপতি ভেবনাকো আর। অবশ্য করিব তব শত্রুর সংহার॥ তোমারে করিব রাজা এই মম পণ। বধিয়ে দুষ্ট গন্ধর্ব্বে লব রাজ্য ধন। পূর্ব্বমত হবে রাজা বারণস ধামে। বুড়ীটিরে সিংহাসনে বসাইব রামে॥ জিজ্ঞাসেন যোগমায়া দাদা মহাশয়। কি হেতু সমরে তুমি হলে পরাজয়॥ কিরূপে দুষ্ট গন্ধর্ব্ব তোমারে জিনিল। সহায় তাহার পক্ষে কোন দেব ছিল ॥ বিস্তারিয়া কহ সব করিব শ্রবণ। পশ্চাতেতে করা যাবে বিধান যেমন॥ ভূপতি কহেন তবে শুন অতঃপর। কন্যা অন্বেষণে যাই হইয়ে কাতর॥ কোন মতে কোন স্থানে সন্ধান না পাই। বন উপবন কত খুঁজিয়ে বেড়াই। প্রকৃত

তপন তাপে তাপিত অন্তর। জীবন বিহনে হয় জীবন কাতর। পিপাশায় মরে কেহ কেহ সৈন্যগণ। উপায় নাহিক পাই ভাবি সে কারণ॥ খুঁজিতে২ দুত পাইল সন্ধান। আছিল সে পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব উদ্যান। মনোহর সরোবর তাহাতে বিস্তর। দুত আসি সমাচার কহিল সত্তর॥ হয় হস্তি সমিভারে মম সৈন্যগণ। জলপান করিবারে করিল গমন॥ রক্ষক থাইতে তথা করিল নিষেধ। সে কথা শুনিলে হয় জীবন বিচ্ছেদ॥ সবলে সকলে গিয়া প্রবেশী উদ্যানে। জীবন বাঁচাতে সবে যাবি বারি পানে॥ ক্রোধ ভরে সেই দুষ্ট গন্ধর্ব্ব কিঙ্কর। ভর্ত্তার নিকটে গিয়া কহিল সত্তর॥ শ্রবণ মাত্রেতে বেটা শমনের প্রায়। লয়ে সৈন্য দলবল আইল তথায়॥ বেড়িল আমারে আসি বেড়াপাক বাণে। পলাতে না পাই পথ মরি২ প্রাণে॥ সৈন্য সনে দিল যোগ বিপক্ষের পক্ষে। সেই হেতু তারা সবে পেষে গেল রক্ষে॥ একত্র হইয়া সবে আগুলিয়া পথ। হরণ করিয়া নিল হয় হস্তী রথ॥ বন্ধন করিয়া মোরে রাখে কারাগারে। শরণ হইলে কষ্ট অন্তর বিদরে॥ অদ্যাপি জাগিছে ভয় সদা মোর মনে। সন্ধান পাইলে আসি হরিবে জীবনে॥ কোন মতে নাহি রক্ষা পাপী ষ্ঠির হাতে। এবার ধরিলে পরে কাটিবে করাতে॥ জিজ্ঞাসা করেন রাণী কহ বিবরণ। কতই তাহার সৈন্য শিক্ষক কেমন॥ বিনা দাক্ষায়ণী দীক্ষে হেন শিক্ষে লয়। দৈব বল তাতে কিছু থাকিবে নিশ্চয়॥ ভূপতি কহেন সে তো শৈব উপাসক। বিশ্বেশ্বরে আরাধিয়ে জয়ী তিন লোক॥ মানবে জিনিতে পারে হেন সাধ্য কার। বিবেচনা মতে দোঁহে কর প্রতিকার॥ যোগমায়া কন দাদা ভাবনা কি তায়। কালীর কিঙ্করী মহাকালে না ডরায়॥ মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয় যে পদ ধারণে। সেই পাদপদ্ম যার সদা জাগে মনে॥ মারিয়ে না মরে তার সর্ব্বক্ষেত্রে জয়। দ্বিজ বনমালী বলে নাহিক সংশয়॥

গন্ধর্ব্ব সহিত যুদ্ধ করিবার যুক্তি।

পয়ার। ভাবিয়ে চিন্তিয়ে শেষে যুক্তি কৈল স্থির। সমর করিতে আজ্ঞা হইল রাণীর॥ স্বহস্তে লিখিয়ে লিপী পাঠান স্বদেশে। পত্রপাঠ মাত্র সেনা চতুরঙ্গ এসে॥ দিগ সৈন্য করে সৈন্য ধন্যং রবে। অবিলম্বে রাজধানী উত্তরিল সবে॥ যথা যোগ্য রাজনীত বন্দন নিয়ম। করে সবে তোপধ্বনি আর বাদ্যোদ্যম॥ ময়দানে গাড়িয়ে তাঁবু বাস করে রয়। সরকারি রসদ দিতে রাণী আজ্ঞা হয়॥ ভীমসেন মহীপতি প্রতি ভারার্পণ। তিনিই করেন সবে রক্ষণাবেক্ষণ॥ মন্ত্রি সহ মহারাণী করেন মন্ত্রণা। কি রূপে সমর হবে কর বিবেচনা॥ রাজা কন গন্ধর্ব্ব বিষম দুরাচার। সম্মুখ সংগ্রাম জিনে হেন সাধ্য কার॥ রাণী কন মহারাজা ভয় কর দুর। চলিল তোমার সঙ্গে সেনা তো প্রচুর॥ যে রূপে দমন হয় শত্রু দুরাত্মার। সকলের প্রতি আমি দিলাম এ ভার॥ সমরে আমার সেনা শমন সমান। বাণেং বিপক্ষে করিয়ে খানং॥ দ্বিজ বনমালী কয় থেক সাবধানে। এবার ধরিলে রাজা মারা যাবে প্রাণে॥

রাজা ভীমসেনের যুদ্ধে গমন।

পয়ার। সেনাপতি ভীমসেন করিয়ে বরণ। আদেশ করেন রাণী করহ গমন॥ বিনয় করিয়ে কন দাদা মহাশয়। রাজ ধর্ম্ম রাজারে বিনাশ যোগ্য নয়॥ হরণ করিয়ে রাজ্য আনিবে তাহারে। যাবত জীবন রাখ বদ্ধ কারাগারে॥ যদ্যপি জিনিতে তুমি নাহি পার রণ। সংবাদ আমারে শীঘ্র পাঠাবে রাজন॥ স্বহস্তে ধরিয়ে অসি যাব রণ স্থলে। বিপক্ষ বিনাশ করে ফেলিব সকলে॥ অবাক হলেন রাজা সে কথা শুনিয়েণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসেন কি করিব গিয়ে॥ রাণী কন মহাশয় করুণ শ্রবণ। আপনি তথায় গিয়ে থাকিবে গোপন॥

প্রথমে পাঠাবে দূত সমাচার দিতে। সেই গিয়ে বিপক্ষেরে কহিবে অগ্রেতে॥ ভীমসেন মহীপতি বিখ্যাত সংসারে। হরিয়ে সর্ব্বস্ব তারে রাখ কারাগারে॥ তাহার সহায় হয়ে রাণী হেমাঙ্গিণী। এসেছেন লইয়ে,যাইতে নৃপমণি॥ সহজে খালাস করে দেয় রাজ্য ফিরে।৹ নতুবা প্রবর্ত্ত রাণী হবেন সমরে। বাধিবে বিষম রণ তোমার সঙ্গেতে। এই বার্ত্তা বিপক্ষেরে জানাবে ত্বরিতে॥ যদি রাজ্য ছাড়ে তবু তোমায় না পাবে৹। ঐ উপলক্ষে যুদ্ধ অনাসে বাধিবে॥ দ্বিজ বনমালী বলে এই যুক্তি সার। মুনিবর যুধিষ্ঠিরে কহেন বিস্তার।

গন্ধর্ব্ব সহ সংগ্রাম আরম্ভ।

পয়ার। যে রূপে রাণীর আজ্ঞা সেই রূপে রণ। প্রথমেতে গিয়া তথা করেন রাজন॥ দূত গিয়ে গন্ধর্ব্বেরে সমাচার দিল। শ্রবণ মাত্রেতে বেটা ক্রোধেতে জ্বলিল॥ তখনি চলিল রণে লয়ে দল বল। পরস্পরে দুই দলে সমরে অটল॥ বিশেষে গন্ধর্ব্ব হয় শিবের সেবক। সমরে সুশিক্ষা যেন প্রচণ্ড পাবক॥ রথে থাকি বীরবর ছাড়ে বহু বাণ। ক্রমেতে রাণীর সৈন্য হয় খানখ॥ জাঠা জুঠা শূল শেল মুষল মুদ্গার। পরস্পরে সিংহনাদ ছাড়িল বিস্তর॥ বরুণ পবন অগ্নি শক্তিশেল বাণ। ছাড়িছে গন্ধর্ব্ব সৈন্য সমরে প্রধান॥ বেড়া পাকে বেড়িয়ে বক্ষেক রাণী সৈন্য। সকলে ধরিয়া দুষ্ট করে ছন্ন ভন্ন॥ প্রাণ ভয়ে ভীমসেন পলাইয়ে যায়। একাকি অরণ্য মধ্যে আসিয়া লুকায়॥ ভূপতির পরাজয় দেখিবে নয়নে। বার্ত্তা বাহক বার্ত্তা অবিলম্বে আনে॥ রাণীর নিকটে গিয়া কহে সবিশেষ। শ্রবণ মাত্রেতে নাই মন.দুঃখ শেষ॥ অশুভ সংবাদ ছাপা রয় কতক্ষণ। ক্রমে২ জানিল যত্নেক পরিজন॥ ধরাপতি সতী কান্দে ধরায় অধরা। দুহিতা পিতার শোকে

জিয়ন্তেতে মরা ॥ বক্ষেতে হানয়ে কর কপালে কঙ্কণ। ঝলকে ঝলকে রক্ত হইল পতন॥ কান্দিতে২ নিজ বধূদ্বয়ে কয়। সর্ব্বনাশ হলো মাতা উপায় কি হয়॥ যত দিন জনক ছিলেন কারাগারে। বিধবা বলিতে মায়ে কেহ নাহি পারে॥ পরেন সিন্দূর শাকা স্বর্ণ আভরণ। নিষেধ নাহিক ছিল আমিষ ভোজন॥ এত দিনে করিতে হইল একাদশী। কেমনে দেখিব আমি সাক্ষাতেতে বসি॥ হিতে বিপরীত হলো তব আগমনে। কেনবা আনিয়ে পুনঃ পাঠাইলে রণে॥ এই রূপে কন যত পদ্মগন্ধা সতী। অন্তরে করেন চিন্তা রাণী গুণবতী॥ সাজাইতে রথ আজ্ঞা দিলেন তখনি। সমরে সাজেন মহারাণী হেমাঙ্গিণী॥ শ্বশুর শাশুড়ী পতি স্বপত্নী সকলে। নিষেধ করিতে দেন শরতের কোলে॥ বিনয় করিয়ে সবে ক্ষান্ত হতে কয়। পুরুষের কার্য্য রণ রমণীর নয়॥ কোনমতে মহারাণী প্রবোধ না মানে। নিবারণ করে সজ্জা যাইবারে সনে॥ পিতা মাতা দেখে দোঁহে করে হায় হায়। কান্দিতে২ রথে চড়িবারে যায়॥ যোগমায়া ভাবে পুনঃ বিপদ ঘটিল। একেবারে সর্ব্বনাশ সকলে মরিল॥ রাণীরে কহেন কিছু করহ বিলম্ব। যোগমায়া যোগাসনে করে যোগারম্ভ॥ অন্তরে অভয় পদ ভাবে গুণবতী। একান্ত চিত্তেতে ডাকে দেবী ভগবতী॥ চঞ্চলা চঞ্চলা বাক্য শ্রবণ করিয়ে। দরশন দেন আসি কন্যার লাগিয়ে॥ জলদ বরণী রূপ হেরে যোগমায়া। কান্দিয়ে২ কয় দেহ পদ ছায়া॥ অকুলেতে দিয়ে কুল কুলে ডুবাও তরি। অপরাধ ক্ষমা কর ওগো ক্ষেমঙ্করী॥ গন্ধর্ব্ব হয়ে কৃতান্ত বধে গো জননী। দুস্তারে নিস্তার কর দেবী নিস্তারিণী॥ কন্যারে কাতরা দেখে দয়া উপজিল। মাভৈ২ বলে জননী কহিল॥ যোগমায়া ধামে সিদ্ধ রাণী হেমাঙ্গিণী। তোমার হিতার্থে হলো আমার সঙ্গিণী॥ তোমার খাতিরে বাছা যাব আমি রণে। রথের উপরে থাকি কাটিব দুজনে॥

যে ডাকে আমারে তার কিসের ভাবনা। বনমালী বলে অন্তে দিওনা যন্ত্রণা॥

সতীর জন্যে পতির খেদ এবং রমণীর প্রবোধ উক্তি।

পয়ার ॥• একান্ত দেখিয়ে চক্ষে রাণীর গমন। মনেং কতই ভাবেন নিবারণ॥ কান্দিতেং গিয়ে রথের উপরে। সবিনয়ে ধরিলেন রমণীর করে॥ কাতর হইয়ে কন শুন গুণবতী। কি হেতু হইল তব এতই দুর্ম্মতি॥ মহাং রথী যথা হয় পরাজয়। সে স্থানে যাওন যজ্ঞ রমণীর নয়॥ তোমার হইয়ে পতি হই ভাগ্যবান। একবারে ঘুচাইতে চাহ কি সে মান॥ মনেং ছিল ক্রোধ সতীনের তরে। কেন বা দিয়ে আশ্রয় রেখেছিলে ঘরে॥ কেন বা পালিয়ে পুত্রে বাড়াইলে স্নেহ। কেন বা করিতে চাও এতই নিগ্রহ॥ কেন বা করিয়ে ছিলে বিচারের পণ। কেন বা অধম জনে দিলে আলিঙ্গন॥ কেন বা বলিয়ে পতি বাড়াইলে মান। কেন বা বিচ্ছেদানলে জ্বালাইবে প্রাণ॥ কেন বা আইলে হেথা হয়ে রাজবালা। কেন বা ঘটিল তব অন্তরে কি জ্বালা॥ কেন বা পরের তরে হারাইবে প্রাণ। কেন বা সুস্থিরা হয়ে এতই অজ্ঞান॥ কেমনে ভুলিব তব সুধাংশু বদন। কেমনে রাণীরে দেহ পররে কারণ। কেমনে করিব বাস পুনঃ বাসস্থানে। কেমনে পালিব তব শরজং সন্তানে॥ কেমনে বিচ্ছেদানল হইবে নির্ব্বাণ। কেমনে থাকিবে দেহে এই পাপ প্রাণ॥ কেমনে মাতা পতিরে করিব প্রবোধ। কেমনে বুঝিবে মোর বালক অবোধ॥ কেমনে লোকের কাছে দেখাইব মুখ। কেমনে রহিব গৃহে কিসে হবে সুখ॥ তুমি কি না হও মম প্রাণাধিক ধন। তুমি কি ছাড়িবে মোরে থাকিতে জীবন॥ তুমি কি করেছ ক্রোধ পঙ্কজ নয়নী। তুমি কি আমার আর না

শুনিবে বাণী॥ তুমি কি ছাড়িবে মোরে অযত্ন দেখিয়ে। তুমি কি না করে বাক্য পরিহার বলিয়ে॥ তুমি কি রমণী রূপা কাল ভুজঙ্গিনী। তুমি কি হইতে চাও সপতি ঘাতিনী॥ দেখিব তোমার শিক্ষা সমরে কেমন। অস্ত্রেতে আমার মুণ্ড করহ ছেদন॥ প্রথমে পরীক্ষা দেহ বধে নিজ পতি। শ্বশুর শাশুড়ী বধে কষ্ট নাহি অতি॥ প্রাণের অধিক তব শরত সন্তান। তাহারে বধিলে আর বাড়িবে সম্মান॥ একবারে বংশ লোপ কর রাজবালা। সকলের যাকু ঘুচে বিচ্ছেদের জ্বালা॥ এখানে থাকিতে যদি নাহি হয় মন। স্বদেশে পলায়ে চল যাই দুই জনে॥ তোমারে লইয়ে আমি হইয়ে সন্ন্যাসী। ভ্রমণ করিব তীর্থ যথা অভিলাষী॥ পতির শুনিয়ে বাণী কন মহারাণী। এত ভাল বাসা মনে মনে নাহি জানি॥ কি হেতু করেন চিন্তা দাসীর কারণ। আমি রণে মরি যদি পাবে রাজ্য ধন॥ আছে তো তোমার অন্য রমণী সুন্দরী। নির্ব্বিবাদে কর ভোগ আমি আগে মরি॥ জনক জননী তব দাণ্ডাইয়ে পথে। কেমনে নিলর্জ্জ হবে এলে হেথা রথে॥ গৃহেতে থাকিয়ে তুমি কর আশীর্ব্বাদ। পশ্চাতে শুনিতে পাবে কুশল সংবাদ॥ উত্তরে উত্তর দেন ধূর্ত্ত নিবারণ। কোন মতে মহারাণী ক্ষান্ত নাহি হন॥ হেনকালে যোগমায়া আইল সত্বর। দেবীর আদেশ প্রাপ্তে পুলক অন্তর॥ স্বপত্নীরে সপিবারে স্বহস্তে কালিকে। রথের উপরে উঠে ঋষির বালিকে॥ পতিরে হেরিয়া তিনি বিষণ্ণ বদন। ব্যঙ্গ ছলে মিছা মিছি করেন ভৎর্সন॥ যদি বড় ভাল বাসা থাকে মনে২। যাইতে উচিত হয় মহারাণী সনে॥ শিখিয়ে অনেক বিদ্যা হয়েছ পণ্ডিত। রমণীর তরে কান্না না হয় উচিত॥ এক্ষণে রাণীর প্রতি ত্যাগ কর মায়া। আমি তো থাকিব গৃহে উপযুক্ত জায়া॥ নিবারণ কন বার্ত্তা এ আর কেমন। এত দিনে দেখি কেন স্বপত্নী লক্ষণ॥ মুখেতে পীযুষ তব অন্তরে গরল।

মিছে ছলে জানাইতে বিষম সবল॥ যোগমায়া বলে কথা কভু মিথ্যা নয়। খলের স্বভাব খল ছাড়া কিসে হয়॥ এইরূপ দুই জনে হয় কথান্তর। পতি প্রতি মহারাণী দেন প্রত্যুত্তর। মায়ের অধিক হন স্বপত্নী আমার। না বুঝে বিশেষ মর্ম্ম কর তিরস্কার॥ আপনি গৃহেতে যান কি কায বিবাদে। ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি ওর আশীর্ব্বাদে॥ স্বহস্তে ধরিয়ে রাণী নাগিনীর কর। উভয়ে করেন যুক্তি বসে একোত্তর॥ নিবারণ অন্তরে দাড়ায়ে কাষ্ঠপ্রায়। মনে মনে অভিলাষ সঙ্গে সঙ্গে যায়॥ তদন্তরে আশ্চর্য্য শুনহ যুধিষ্ঠির। রথোপরে আবির্ভাব হইল কালীর॥ হেমবর্ণা হেমাঙ্গিণী তিমির বরণা। দেখিতে২ হয় করাল বদনা॥ সমর করিতে জান পরে রক্তবস্ত্র। দেবীর কৃপায় পায় খরসান অস্ত্র॥ শ্রুতিযুগে ইষু শিশু যুগল কুণ্ডল॥ কবরী বন্ধন ঘুচে গলিত কুন্তল॥ লো লো জিহ্বা বিকটাক্ষী নৃপতির বালা। গলে গজমতী হার হয় মুণ্ডমালা॥ কপালে সিন্দূর বিন্দু ইন্দু যেন সাজে। অলকা তিলকা কিবা শোভে তার মাঝে॥ তৃতীয় নয়ন যেন প্রচণ্ড তপন। থাকিয়ে২ উঠে জ্বলে হুতাশন॥ উন্মত্তা হেমাঙ্গিণী মাতঙ্গিণী প্রায়। কটরা পূরিয়ে সুধা যোগিনী যোগায়॥ ক্রমে২ প্রকৃতি বিকৃতী অবয়ব। ভয়ে নিবারণ পড়ে পদতলে শব॥ যোগমায়া যোগায় আনিয়ে জবাহার। প্রদান করিতে গলে আরো চমৎকার॥ শ্বশুর শাশুড়ী আদি অন্য পরিজন। দুরে থাকি সকলে করেন নিরীক্ষণ॥ রণ সাজে রণময়ী কিবা শোভা রথে। অবাক দেখিয়া সবে দাণ্ডাইয়া পথে॥ অবিলম্বে উপস্থিত হয় রণস্থলে। বিপক্ষ হেরিয়ে ত্রাশে পলায় সকলে॥ দূত মুখে পরিচয় পাইয়া গন্ধর্ব্ব। সমর করিতে যায় প্রকাশিয়ে গর্ব্ব॥ কোপেতে কম্পিত অঙ্গ ধৈর্য্য নাহি ধরে। বিনাশিতে পারে পৃথ্বী মনে যদি করে॥ তর্জ্জন গর্জ্জন করে কালান্তের

কাল। বিপক্ষ নাশিতে লয় করে বৃক্ষ শাল॥ দূরে থাকি নিরীক্ষণ ভাল নাহি হয়। ক্রোধ ভরে কত শত কটু বাক্য কয়॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া দাণ্ডায় সত্বরে। বরিষণ করে বাণ দেবীর উপরে॥ পবন বরুণ অগ্নি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ। কালী অঙ্গ পরশিতে হয় খান২॥ শূল শেল মুষল মুদ্গার আদি যত। ক্রমে ক্রমে মহাবীর হানে শত২॥ বাণেতে আচ্ছন্ন শূন্য গগণ মণ্ডল। ত্রাশেতে কম্পিত হন অমর সকল॥ অনন্ত বাশুকী কম্পে কূর্ম্ম নাড়ে শির। শ্রবণ মাত্রেতে গর্ভপাত গর্ব্বিনীর॥ কোপিতা করালী যুদ্ধে হইয়া তখন। যত বাণ মারে দৈত্য করেন ভক্ষণ॥ তদন্তে লইয়া অসি অসীত বরণা। বিনাশ করিতে দৈত্য সমরে মগণা॥ হয় হস্তি রথী রথ সৈন্য আদি যত। সমরে তিষ্ঠিতে নারে মরে শত২। পুনর্ব্বার যায় সবে জননী উদরে। দূরে থাকি মহাবীর নিরীক্ষণ করে॥ রণে ভঙ্গ দিয়া যেবা পলাইয়া যায়। হাসিতে২ মাতা আগুলেন তায়॥ অপরূপ রূপ হেরে গন্ধর্ব্ব বিস্ময়। জানিল যে গুরুপত্নী হবেন নিশ্চয়॥ শিব ভক্ত গন্ধর্ব্ব সে নহে সাধারণ। বিশেষে আছিল বহু কঠোর সাধন॥ সেই হেতু দরশন পায় ছলক্রমে। প্রথমেতে না চিনিল মানবিনী ভ্রমে॥ দরশন মাত্রে দিব্য জ্ঞানের উদয়। জগত জননী বলে জানিল নিশ্চয়॥ গললগ্নীকৃত বা সম্মুখে থাকিয়ে। সবিনয়ে করে স্তুতি কান্দিয়ে॥ ক্ষম ক্ষেমঙ্করী আমি দাস তব। চিনিতে না পেরে দুঃখ ক সব॥ কর্ম্মদোষে জন্ম যায় হয়ে অপরাধী। মুক্ত কেশী পদে ধরে সাধি। এ ছার সংসারে আর জন। শ্রীপদে বিপদে পড়ে লিলাম স্মরং গন্ধর্ব্ব সে জানিয়ে অন্তরে। দেবীর হইল কৃপা দয়া করি দয়াময়ী কহেন বচন। এত দিনে মোচন। স্বর্গবাসে যাও বাছা অমরের পা

তুমি সময়ের আশে ॥ সময়ে রাণীর সৈন্য মরেছিল যারা। শুভ দৃষ্টি করে সবে বাঁচালেন তারা ॥ প্রাণ ভয়ে ভীমসেন ছিল লুক্কায়িত। দূত মুখে রণ বার্ত্তা হইল বিদিত। সাক্ষাৎ করিতে যায় সংগ্রামের স্থলে। সে কেন দেখিতে পায়ে হেমাঙ্গিণী বলে ॥ নাতিবধূ জ্ঞানে আসি করিল সাক্ষাত। প্রশংসা করিয়ে করে আশীর্ব্বাদ কত ॥ প্রণাম করিয়ে রাণী পদধূলি লয়। আপন রথেতে লয়ে সকরুণে কয় ॥ অতঃপর এই রাজ্য সকলি তোমার। তব শত্রু গন্ধর্ব্বের হইল উদ্ধার। সৈন্যগণে দেন আজ্ঞা লুটিতে সম্পত্য। চৌউট পাইবে সবে বোল এসে সত্য ॥ অতুল মিলিল ধন হরে রাজধানী। ভূপতি সহিত দেশে চলিলেন রাণী। মহারাজা ভীমসেনে লয়ে সমির্ভারে। হাসিতে২ চড়ে রথের ভিতরে। রমণীর রণসজ্জা হেরে লজ্জা পায়। দাদার বামেতে দিদী কিবা শোভা হায়। পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী রাণী হেমাঙ্গিণী। আনন্দ সাগরে ভাসে সহাস্য বদনী। সমর বৃত্তান্ত দোঁহে কহে সর্ব্বক্ষণ। বেগেতে চলিল রথ নক্ষত্র যেমন। আনন্দিত হয়ে যত রণজয়ী সেনা। পশ্চাতে২ চলে বাজায়ে বাজনা ॥ রাত্র দিন ছুটে হয় ক্ষান্ত নাহি হয়। দক্ষিণ বামেতে নদ নদী কত রয়। পক্ষ সম পক্ষ [illegible]জ নিযোজিত রথে। দেখিতে২ উড়ে যায় সৈন্য পথে ॥ [illegible]র্য্য দেখিয়ে ভীম ভাবে মনে২ ॥ অবিলম্বে উপনিত স্বস্থানে। ভূপতি সহিত রাণী নাম্বিয়ে তখন। [illegible]বেশ করে আনন্দিত মন। শ্বশুর শাশুড়ী আর [illegible]র। প্রণাম করেন রাণী পরম আহ্লাদে। বুড়ী [illegible]রিয়ে মস্তকে। করে ধরে সমর্পিয়া দেন ভূপ- [illegible]গুরুজনে করিয়ে বন্দন। ডাকিতে আদেশ [illegible]। আনন্দিত নিবারণ রণসজ্জা হেরে। [illegible]রেন নারীরে। ভূপতী ধরিয়ে কর অতি বসিলেন শয্যার উপরে। দাসী আসি

কত জনা নিকটে হাজির। সকলে মিলিয়ে সেবা করেন রাণীর॥ বিশেষ বৃত্তান্ত রাণী কহিতে লাগিল। যে রূপে দুষ্ট গন্ধর্ব্ব পরাজয় হলো॥ আনন্দ সাগরে ভাসে পদ্মগন্ধা সতী। মানসীক পূজা দিয়ে পূজে ভগবতী॥ যাগ যজ্ঞ হোম ব্রত ব্রাহ্মণ ভোজন। এয়োজাত দেখে কন্যা লয়ে এয়োগণ॥ নিত্যগীত বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল দারিদ্র দ্বিজেরে ধন কত বিলাইল॥ সুশীলার সর্ব্ব দুঃখ হৈল নিবারণ। প্রাণের অধিক ভালবাসা নিবারণ॥ দুই জনে সদা যুক্তি করে অন্তঃপুরে। কেহ কারে নাহি ছাড়ে রন একন্তরে॥ ভার্গবের ভাগ্যোদয়ে মিলিল শরত। নাতিরে লইয়া মুনি থাকেন সদত॥ পরস্পরে সকলের আনন্দ উদয়। বারাণসে যাইবারে রাণী আজ্ঞা হয়॥ নাতীবধূ সহ যুক্তি করিয়ে রাজন। সঙ্গেতে লইয়া যান শ্যালক স্বজন॥ চলিলেন ভীমসেন সহ পরিবার। একে বারে উথলিল আনন্দ অপার॥ রাজপুরী আছিল গন্ধর্ব্ব অধিকার। রাজ সৈন্য গিয়া করে দিল ছারখার॥ পলাইয়া গেল সবে ছাড়িয়া ভবন। মহারাণী হেমাঙ্গিনী করে আক্রমণ॥ পূর্ব্বমত পুনর্ব্বার হইল সাজান। ইন্দ্রালয় বলে সকলের হয় জ্ঞান॥ রাজ সিংহাসনে বসাইতে সে রাজনে। রাণীর আহ্লাদ বড় বাড়ে মনে২॥ ভূপতিরে জিজ্ঞাসা করেন মহারাণী। ঘোষণা পাঠাতে হবে সর্ব্ব রাজধানী॥ আসিয়ে ভূপতিগণ খাজনা যোগাবে। বল শুনি দিন স্থির কবে করা যাবে॥ রাজা কন এ রাজ্য তোমার অধিকার। সিংহাসনে বস এসে ভগ্নী আমার॥ রাণী কন ঠাকুরদাদা সে আর কেমন। কেন হেন অনুচিত করান শ্রবণ॥ তব আশীর্ব্বাদে মম অভাব কি আছে। নিজ রাজ্য রাখ তার বলি তব কাছে॥ একান্ত যদ্যপি রাজা না হইতে মন। দৌহিত্রের প্রতি তার করুণ অর্পণ॥ মম রাজ্য শরতে সঁপিতে বাঞ্ছা হয়। বালক

বলে সম্প্রতি সম যজ্ঞ নয়॥ রাণীর শুনিয়া যুক্তি তুষ্ট মহী-পতি। বনমালী বলে তাহে দেহ অনুমতি॥

নিবারণের রাজ্য প্রাপ্ত।

পয়ার। নিবারণ হবে রাজা বারাণস ধামে। যোগমায়া হেমাঙ্গিণী বসিবেন বামে॥ মনে মনে ভূপতির বাড়িছে উল্লাস। রাণী ভিন্ন অন্য নাহি করেন প্রকাশ॥ রাজনীত নিয়মিত রাজ সিংহাসন। গোপনে২ হয় বস্ত্র আভরণ॥ অঙ্গ বঙ্গ সৌরাষ্ট্র দ্রাবিড় আদি করে। ঘোষণা লইয়ে দূত যায় সর্ব্বত্তরে॥ কাশী কাঞ্চী কামরূপ কামিক্ষা কর্ণাট। লয়ে পত্র পত্রপাঠ চলে ধায় ভাট॥ বাঁশবেড়ে ভাটপাড়া নহে শান্তিপুর। ত্রিবেণী কুমারহট্ট আর বহু দূর॥ তথায় অগ্রেতে লিপি পাঠান রাজন। চাতরা ও শ্রীরামপুর বালী নিমন্ত্রণ॥ হরিনাভী রাজপুর কোদালে কালীঘাট। পণ্ডিত সমাজে পত্র দেয় গিয়ে ভাট॥ কলিকাতা বরানগর প্রধান সমাজ। নিমন্ত্রণ সর্ব্বত্রে পাঠান মহারাজ॥ ভুরি ভেরী রামশিঙ্গা খুন্তি নিসান। মালিপাড়া খড়দর গোস্বামিরা বান॥ হয় হস্তী আরোহণে যতেক রাজন। ক্রমে ক্রমে সকলেতে করিল গমন॥ শ্বেত পীত রক্তবর্ণ বনাত ও শাল। ছাত্র সহ অধ্যাপক যান পালে পাল। আবাহুত রবাহুত সংখ্যা নাহি হয়। উপনীত হইল সবে নৃপতি আলয়॥ রাত্রে দিন এসে দীন দারিদ্র ব্রাহ্মণ। সন্ন্যাসী মহন্ত ভেকধারী কত জন॥ গুরু পুরোহিত আসি করে লগ্ন স্থির। অবিবেক করিবারে যান নৃপতির॥ যথা শাস্ত্র রাজনীত আছয়ে নিয়ম। ক্রমে২ সমুদয় হয় উপক্রম॥ স্বর্ণময় পুরী তাহে রত্ন সিংহাসন। ঝালরে ঝুলিছে হীরা রবির কিরণ॥ হইল সাজান দ্রব্য আয়োজন যত। বিস্তার বর্ণন তার করা যাবে কত॥ কন্যারে ডাকিয়ে রাজা কহেন তখন। বধূরে পরাও নব

বস্ত্র আভরণ। নিবারণে রাজবেশ সাজান আপনি। স্থানে২ যে খানে যেমন সাজে মণি। নাতি বধূ নিকটে চলেন মহী-পাল। শুনেন তথায় গিয়া ভারি গোলমাল। শাশুড়ীরে সবিনয়ে কহে বধূদ্বয়। কেন মাতা কি হেতু এ আয়োজন হয়। তব পুত্র প্রতিনিধি তোমার পিতার। উচিত বসিতে বামে তোমার মাতার॥ হাসিতে২ রাজা কন দুজনায়। পরে বস্ত্র আভরণ দেখাও আমায়॥ মায়ে ঝিয়ে বধূদ্বয়ে করে ধরাধরি। পরাতে হইল যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী। যাইতে হইবে দোঁহে সমারোহ স্থলে। সবিনয়ে মহীপতি উভয়েরে বলে॥ মলিন বদনে কন বধূ যোগমায়া। তথায় উচিত বটে রাজ কন্যা যাওয়া॥ আমি হই ঋষিকন্যা, গরিবের মেয়ে। হইল সৌভাগ্য মোর স্বপত্নীরে পেয়ে॥ তদন্তরে মহারাণী কন হাসি হাসি॥ নারী তো প্রথমা নারী অন্য যত দাসী॥ বিশেষে যে পুত্রবতী পতি প্রিয় হয়। সেই সে রমণী শ্রেষ্ঠা জায়া শাস্ত্রে কয়॥ যোগমায়া বলে শাস্ত্রে কিবা অধিকার। পালন করিতে শক্তি না আছে যাহার॥ আমি তো পেটের দায় বিলায়েছি ছেলে। আমারে না বলে মাতা বিমা-তারে পেলে॥ এইরূপ বাক্যুদ্ধ উভয়ে সমান। বাহিরে যাইতে বড় রাণী নাহি চান॥ আভাসেতে অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তরে। নিবারণে ডাকাইয়া আনেন অন্দরে॥ তথায় পড়িল সেই রত্ন সিংহাসন। একত্রে বসিল রত্নময়ী দুইজন॥ লক্ষ্মী সরস্বতী যেন বসে বামভাগে। ভীমসেন মহীপতি কর দেন আগে॥ ধান্য দুর্ব্বা দিয়া সবে করে আশীর্ব্বাদ। জন-নীর মনে২ বাড়িল আহ্লাদ। তদন্তে বাহিরে বায় হয় অতঃ-পর। আসিয়া নৃপতিগণে দেয় রাজ কর॥ বারাণসে উথলিল আনন্দ অপার। কতই বিলান ধন নাহি সঙ্খ্যা তার॥ স্বস্থানে চলিয়া যান নিমন্ত্রিতগণ। সমুচিত পায় দান কাঙ্গালি

ব্রাহ্মণ॥ অদৈন্য হইয়ে দৈন্য ধন্য রবে যায়। ভাগ্য দোষে বনমালী না ছিল তথায়॥

রাণীর বারাণসে পুনঃ যাত্রা।

পয়ার। পতিরে করিয়ে রাজা বারাণস ধামে। সসৈন্যে গেলেন রাণী কাশ্মীর গ্রামে॥ ঘটিল তথায় গিয়া বিচ্ছেদ যাতনা। অম্বু জাক্ষে বহে অম্বু দুঃখিত ললনা॥ শ্বশুর শাশুড়ী পতি স্বপত্নীর তরে। গেল হাস্য পরিহাস্য ঔদাস্য অন্তরে॥ বিশেষ পতির মোহে মোহিতা মোহিনী। যামিনী কামিনী পক্ষে কাল ভুজঙ্গিণী॥ সুবর্ণ পালঙ্কে নিদ্রা হওয়া হয় ভার। বিবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ সন্তাপে তাহার॥ একে তো নৃপতি বালা তাহাতে যুবতী। শয়নে স্বপনে শয্যাপরে খুজে পতি॥ শয়ত স্বপত্নী পুত্র পুত্রের সমান। দিবা নিশি কান্দে প্রাণ না হেরে বয়ান॥ পূর্ব্বমত রাজত্ব করিতে নাহি মন। থাকিয়া২ কন কোথা বাছাধন॥ এইরূপে কিছু দিন রন সন্নিধানে। কিছুতে অবোধ মন প্রবোধ না মানে॥ ক্রমে রাণী হেমাঙ্গিণী উন্মাদিনী প্রায়। আত্মবর্গ আমলারা ভাবে একি দায়॥ সীমন্তিনী সীর্ণা হেরে সহচরী দাসী। সুমন্ত্রিণী সুমন্ত্রণা দেন কর্ণে আসি॥ এক্ষণেতে একাকিনী থাকা যুক্ত নয়। ভুপতিরে এখানে আনিতে আজ্ঞা হয়॥ রাণী কন তাহাতে বিষম গোলযোগ। আপ্ত সুখী হই বটে অন্যে অনুযোগ॥ কেমনে মা বাপ ছেড়ে থাকিবেন হেথা। স্বপত্নীর মনে২ উপজিবে ব্যথা॥ সর্ব্ব দিগ রক্ষা হয় সে যুক্তি বলনা। নিবাসে করিতে বাস না বাসে বাসনা॥ মন্ত্রিবর্গে দিয়া পুনঃ রাজত্বের ভার। বারাণসে থাকি সদা মানস আমার॥ তাহাতে দিলেন সায় যতেক মন্ত্রিণী। সেই মত করিলেন রাণী হেমাঙ্গিণী॥ মনে২ মহিষী করিয়ে যুক্তি সার। মন্ত্রীবর্গে অর্পণ করেন রাজ্য ভার॥ রক্ষকে

রাখিতে আজ্ঞা দিয়ে রাজধানী। বারাণসে পুনর্ব্বার উপনীত রাণী॥ আত্মবর্গ শুনিয়া রাণীর আগমন। পরস্পরে সকলের আনন্দিত মন॥ মহারাজা ভীম আর মহিষী সুশিলা। অগ্রেতে প্রণাম করি উভয়ে তুষিলা॥ শ্বশুর শাশুড়ী পদে করি নমস্কার। স্বপত্নী সহিত বাড়ে আনন্দ অপার॥ শরতে লইয়া কোলে চুম্বেন বদন। আনিত আশ্চর্য্য-দ্রব্য করেন অর্পণ॥ রাণী অদর্শনে পুরী ছিল অন্ধকার। একেবারে উল্লাস বাড়িল সবাকার॥ শাশুড়ী আনিয়া দ্রব্য করান ভোজন। স্বপত্নী স্বহস্তে করে চামর ব্যজন॥ ভোজনান্তে করে ধরি লইয়ে শয্যায়। মিছা ছলে যোগমায়া পতিরে ডাকায়॥ পূর্ব্বে আগমন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। মনে২ আহ্লাদিত ছিল নিবারণ। লজ্জার খাতিরে দেখা করিতে অশক্ত। ডাকিতে অন্তরে সুখী মৌখিক বিরক্ত॥ যোগমায়া তবে মায়া রুসিয়া শয্যায়। টানাটানি করে দোঁহে একত্রে মিলায়॥ বলে দেখ দেখি ভগ্নী কেমন সাজিল। এমন সোণার মুখ মলীন আছিল॥ যে অবধি তুমি হেথা ছিলে অদর্শন। হাস্য পরিহাস্য কভু না করি শ্রবণ॥ তোমার কল্যাণে কত দেখিব শুনিব। আনন্দ হেরিয়ে অদ্য আনন্দে ভাসিব॥ এরূপ কৌশল বার্ত্তা বড় রাণী কন। লজ্জিতা হইয়া রাণী কতক্ষণ রণ॥ উত্তরে উত্তর দেন নৃপতি নন্দিনী। শ্রবণে লজ্জিতা যোগমায়া বিনোদিনী॥ পূর্ব্বমত তিন জনে আনন্দে আবৃত। সর্ব্বক্ষণ রন রাণী স্বপত্নী সহিত॥ প্রয়োজন মতে জান কাশ্মীর গ্রামে। বনমালী বলে থাকি বারাণস ধামে॥

রাজবংশের ক্রমে২ স্বর্গাগত।

পয়ার। কিছু দিনান্তরে ভীম ত্যজিলেন কায়। পুণ্যবতী সতী তার সহমৃতা যায়॥ যথাসাধ্য আদ্য শ্রাদ্ধ করে নিবারণ। রাজসূই বাজপেয় বলে কতজন॥ তদন্তরে সস্ত্রিকে ভার্গব

মহামুনি। যোগে দেহ সম্বরণ করেন অমনি। নিবারণ আদ্য শ্রাদ্ধ তাহর্দ্দি করিল। দীন দ্বিজ দৈন্য দানে অদৈন্য হইল॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ তার না হয় তুলনা। যশের নাহিক সীমা সর্ব্বত্রে ঘোষণা॥ বহুকাল রাজত্ব করিল যুবরাজ। মহামান্য নিবারণ মহীতল মাঝ॥ উপযুক্ত নারীদ্বয় গুণে অনুপমা। সাপত্ন যাদের প্রতি হুর মনোরমা॥ অন্নপূর্ণা বরকন্যা অন্নপূর্ণা রত। অন্নদানে অকাতর অন্নদার মত॥ উভয়ের প্রিয় পুত্র শরত-কুমার। মায়ের অধিক ভাল বাসা বিমাতার॥ সর্ব্বগুণে গুণাকর শরত রাজন। বয়ঃপ্রাপ্তে প্রাপ্ত হয় বিমাতার ধন॥ সময়ে উদ্বাহ রাণী দেন ঘটা করে। ক্রমেতে শরতবংশ বৃদ্ধি অতঃপরে॥ শ্রীকর শ্রীধর গুণাকর তিনজন। শরত রাজার পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ তাহাদের বাড়ে বংশ বংশের সমান। নরলোকে নাহি হেন তুলনার স্থান॥ তদন্তরে নিবারণ প্রাচীনাবস্থায়। পত্নীদ্বয় সঙ্গে যোগে ডাকে কালীকায়॥ কাল সহকারে কাল নিকট যখন। পলাইল কাল দুত দেখে আচরণ॥ মহাকাল দুত নন্দী আসি পুষ্পরথে। বিমানে লইয়া তিনে যায় স্বর্গ পথে॥ কৈবল্য দায়িনী হেরে কৈবল্য পাইল। অতঃপর এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল॥ যুধিষ্ঠির প্রতি কন মহামুনি ব্যাস। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে ইতিহাস॥ উদ্বেগ বিবেক চিন্তা ত্যজহ রাজন। রবেনাহ হেন দিন কদা-চন॥ অহর্নিশি আপ্ত চিন্তা কর মহীপতি। হৃদয় শরজ দলে ভাব বিশ্বপতি॥ অপার হইতে পার হরিনাম সার। পাদ পদ্মে মজ চিত্ত চকোর আমার॥ বসতি হুজানগর চৌকি ধন্যাখালি। বিরচিল এই গ্রন্থ দ্বিজ বনমালী॥

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

পয়ার। আসি আশিলক্ষবার ভ্রমি এ সংসারে। জননী চিনিতে নারি আমি দুরাচার। এই মাত্র মর্ত্ত্য ভূমে উপমার স্থান। আছে কি না আছে আর হেন কুসন্তান। অহর্নিশি অভিলাষী অনিত্য সম্পদে। পদে পদে দোষী মা গো তোমার শ্রীপদে। ষড়্‌রিপু ঘেরে বপু কাল সম হয়ে। নিকটে কৃতান্ত কাল কালদণ্ড লয়ে॥ কাল পূর্ণ কালে কি অকালে লবে কবে। কালাকাল নাহি তার নিশ্চয় কে কবে। ভবের তরঙ্গ হেরে আতঙ্ক অপার। সঙ্গদোষে ভঙ্গ আশা আসামাত্র সার। তত্ত্বময়ী তব তত্ত্ব কে জানে মানবে। আমি মূঢ় রূঢ় ভাষী কেমনে লভিবে॥ অপার করিতে পার নহে ভার বেশী। এই বার কর মুক্ত ওগো মুক্তকেশী॥ এই অভিলাষে গ্রন্থ হইল রচনা। উপলক্ষ নাম পদ্মগন্ধা উপাক্ষণা॥ অন্নদা মঙ্গলে বিদ্যা সুন্দরের কথা। রচিল ভারতচন্দ্র কবিবর যথা। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছয়ে প্রচার। কালকেতু প্রতি কৃপা হইল তোমার। নীচ বংশে জন্মে রত সতত কুকর্ম্মে। না জানি কতই পুণ্য ছিল পূর্ব্ব জন্মে॥ ব্রহ্মকুলে আমায় পাঠালে ব্রহ্মময়ী। দিনান্তে কি ভ্রান্তে নাম কখন না লই। ত্রিসন্ধ্যা। ত্রিসন্ধ্যাকালে যদিও না করি। মূলমন্ত্রে তব নাম প্রতি দিন স্মরি॥ প্রনবে তোমার নাম গায়ত্রী কবচে। দ্বিজ হয়ে নিজ ধর্ম্ম কে কোথা না ভজে॥ ব্রহ্মকুলে কুলাঙ্গার দিন বনমালী। চরমে চরণোপান্তে স্থান দিও কালী॥ গুণিগণ সন্নিধানে এই নিবেদন। গুণে লইবে গ্রন্থ করিয়ে শোধন। শুদ্ধাশুদ্ধ ভাবান্তর মতি ভ্রান্তে হয়। ভাবক নিকটে ভাব অভাব না রয়॥ নীর ত্যাগে ক্ষীর যথা ভক্ষয়ে মরাল। ধীরের স্বভাব সেই পায় চিরকাল॥